পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 189 Sunday, 9 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৮৯ সংখ্যা ❋ ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, রবিবার, ৯ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সংক্ষিপ্ত খবর

কলকাতা সহ ৮ জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুনঃ গরমে অস্বস্তি বাড়ছে। নাজেহাল কলকাতা সহ গোটা বাংলা। কবে সুরাহা হবে এই নিয়ে মুখে মুখে প্রশ্ন উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময়ই অর্থাৎ গরমের মধ্যে রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির বড় সতর্কতা জারি করা হল বলে খবর মিলল। আজ যেমন কিছু জেলায় তাপপ্রবাহ চলবে ঠিক তেমনই বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টিও চলবে। কলকাতাতেও বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জারি করা বুলেটিন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, পশ্চিমের জেলাগুলি অর্থাৎ বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরে সোমবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে বলে খবর। এদিকে আজ কলকাতা সহ বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে হাওয়া। এবার আসা যাক উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গে। আজ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা জ্রারি হয়েছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে আজ ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির পরিমাণ ৭ থেকে ১১ সেমি হতে পারে। সেইসঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। মহারাষ্ট্র, কেরালা, আন্দামান, উত্তরবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ ঘটলেও এখনও অবধি দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার দেখা নেই। কবে ঢুকবে তা নিয়েও আশার আলো দিতে পারছে না হাওয়া অফিস। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহের আগে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি বায়ুর সম্ভাবনা কম। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমি বায়ু বা বর্ষা আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভবানীপুর নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন শুভেন্দু

লোকসভা ভোটে বাংলার ২৯ কেন্দ্রে জোড়াফুল ফুটেছে। মাত্র ১২টি আসন পেয়ে দৌড় থেমেছে বিজেপির। তবে তাতেও স্বস্তিতে নেই তৃণমূল। লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে বিধানসভা, পুরসভা, ওয়ার্ড, ব্লক ভিত্তিক ফলাফল সামনে আসতেই ঘুম উড়েছে রাজ্যের শাসকদলের। এরই মধ্যে এক্স হ্যান্ডেলে বোমা ফাটালেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু দাবি করেছেন, 'মাননীয়া নিজে পর্যালোচনা করে দেখুন দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভবানীপুর বিধানসভা (উনি নিজেই এখানকার কম্পার্টমেন্টাল বিধায়ক), সেই বিধানসভা ক্ষেত্রের আটটি ওয়ার্ডের মধ্যে পাঁচটি তে- ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২ ও ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভাল ব্যবধান এগিয়ে রয়েছে বিজেপি এবং তৃণমূল পিছিয়ে রয়েছে।' শুভেন্দু তথ্য অনুযায়ী, ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৫৭৯৮ আর তৃণমূলের ৪৩৩০। ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে, বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৬৭১৫ আর তৃণমূলের ৩১৩৮। বাকি ৭১, ৭২ এবং ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডেও দেড় থেকে দু'হাজার ভোটে দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী রায়ের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়। একই সঙ্গে মমতাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু লিখেছেন, 'দলদাস রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় ও চটি চাটা পুলিশের পাহারায় ২০২২ সালের পৌর নির্বাচন করিয়ে মাননীয়া বড় গলায় বলেছিলেন যে নিজের বুথে জিততে পারে না ! কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় হওয়া লোকসভা নির্বাচনে আমি নিজে যে নন্দীগ্রামের নন্দনায়কবাড় প্রাইমারি স্কুলের বুথে ভোট দিয়েছি ও আমার পরিবারের সদস্যরা কাঁথির প্রভাত কুমার কলেজের বুথে ভোট দিয়েছেন তার ফলাফল তুলে ধরলাম' ।শুভেন্দুর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের নন্দনায়কবাড় প্রাইমারি স্কুলের বুথ- ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে এই বুথে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ১৯৫ টি ভোটে এগিয়ে ছিলাম।

মোদির শপথে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়, দিল্লিতে ঘোষিত নো ফ্লাইং জোন

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ রবিবার তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। সন্ধে সওয়া সাতটা নাগাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা শপথ নেবেন। ওই অনুষ্ঠানে দেশিবিদেশি বহু অতিথি আমন্ত্রিত। সার্বিকভাবে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত হয়েছে রাজধানীজুড়ে। কার্যত ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনের আশেপাশের এলাকাকে। দিল্লি পুলিশ সূত্রের খবর, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গোটা রাজধানীতেই আঁটসাঁট নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ঠিক যেভাবে জি২০ বৈঠকের আগে গোটা রাজধানীকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল, সেভাবেই এবারও গোটা রাজধানীকে কার্যত নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার সব থেকে বাইরের স্তরে থাকবে দিল্লি পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী। দ্বিতীয় স্তরে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডোরা। সবচেয়ে ভিতরের বলয়ে থাকবেন গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক এবং প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এসপিজি। মোদির শপথে যোগ দিতে ৭ দেশের রাষ্ট্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শনিবার রাত থেকেই তাঁদের আগমণ শুরু হয়। রাজধানীর বড় বড় হোটেলে রাখা হয় তাঁদের। সেই হোটেলগুলির সামনেও কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শনিবার বিকাল থেকেই রাষ্ট্রপতি ভবনের আশেপাশের এলাকাকে নো ফ্লাই জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

মোদির শপথে আমন্ত্রিত নয় ইন্ডিয়া! অভিযোগ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ রবিবার সন্ধ্যায় তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। অথচ শনিবার বিকাল পর্যন্ত নাকি বিরোধী শিবিরের বড় কোনও নেতাকে সেই শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের দাবি, কংগ্রেস তো বটেই, ইন্ডিয়া জোটের কোনও নেতাই নাকি এখনও আমন্ত্রণ পাননি প্রধানমন্ত্রীর শপথে। রবিবার সন্ধে সওয়া সাতটা নাগাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা শপথ নেবেন। ওই অনুষ্ঠানে দেশিবিদেশি বহু অতিথি আমন্ত্রিত। সব মিলিয়ে সাত দেশের রাষ্ট্রনেতারা আমন্ত্রিত। অথচ বিরোধী শিবিরের কারও কাছে আমন্ত্রণ পৌছয়নি। জয়রাম রমেশের দাবি, প্রধানমন্ত্রী শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, অথচ দেশের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর সময় পাননি। আমাদের কাছে আমন্ত্রণ এলে ভেবে দেখব, যোগ দেওয়া হবে কিনা। কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, মোদি মুখে বলছেন বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে এগোবেন। এটাই কি সঙ্গে নিয়ে এগোনর নমুনা? প্রধানমন্ত্রীর শপথে বিরোধী নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো বরাবরের দস্তুর। সচরাচর এই ধরনের সরকারি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র বিরোধী শিবিরের কাছে একদিন আগেই পৌঁছে যায়। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নেতানেত্রীদের সময়মতো দিল্লি পৌছনোর জন্য একটা ব্যাপার থাকে। শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণপত্র এলে ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই শনিবার বিকাল পর্যন্ত আমন্ত্রণ পত্র না পৌঁছনোয় ক্ষুব্ধ বিরোধী শিবির। যদিও রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে বিরোধীরাও আমন্ত্রিত। দ্রুতই সবার কাছে আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে যাবে।

মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অধীর!
অশান্তি করে আমাকে হারানো হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ তৃণমূল নেত্রী মমতা দাঙ্গাবাজ। দাঙ্গা করে আমাকে হারানো হয়েছে। অভিযোগ অধীরের। রামনবমী পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। তারপর দাঙ্গা করিয়ে ভোটের মেরুকরণ করানো হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সমস্ত তথ্য প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে, প্রয়োজনে তা দেব । দাঙ্গার কথা প্রকাশ্যে বলা বিধায়ক নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি ৪ বার মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন। বিস্ফোরক এই মন্তব্য করে অধীর চৌধুরী আলোড়ন ফেলে দেন রাজ্য রাজনীতিতে। একইসঙ্গে, মমতাকে অধীরের চ্যালেঞ্জ, সাহস থাকলে অস্বীকার করুন। পাশাপাশি এদিন অধীর চৌধুরী এও বলেন যে, রাহুল গান্ধীকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা করা হোক। মোদীর বিকল্প রাহুল প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এবার লোকসভা ভোটে বহরমপুরেও ফুটল ঘাসফুল! 'হাত' শিবিরের হাতছাড়া অধীরগড় বহরমপুর। নিজ গড়েই তৃণমূলের 'বহিরাগত' তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাস্ত অধীর চৌধুরী। হারের জন্য অবশ্য কোনও 'অজুহাত' দেননি অধীর চৌধুরী। হারের পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে অধীর বলেন, 'হেরেছি মানে হেরেছি। আমি কোনও অজুহাত দেব না। ইউসুফ পাঠান এই মুহূর্তে বহরমপুরের সাংসদ। আগামিদিনে তাঁর চলার পথ সুগম হোক। শুভেচ্ছা রইল।' পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে, 'যদি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখবেন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ক্রমশ একটা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথে এগিয়ে চলেছে। উদার ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।' উল্লেখ্য, টানা ২৫ বছর ধরে বহরমপুর ধরে রেখেছিল কংগ্রেস। কিন্তু এবার 'হাত'ছাড়া বহরমপুর। সেদিন অধীর আরও বলেছিলেন,'আমার কোনও অভিযোগ নেই কারও বিরুদ্ধে। আমাকে যে ভোট দিয়েছে, তাঁরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করেছে। আমাকে যে ভোট দেয়নি, তাঁরাও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করেছে। মানুষের যে অধিকার, সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। এটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওনা বলে মনে করি।

পাকিস্তানের হয়ে চর বৃত্তি, বরখাস্ত কর্মী

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ দেশে এবার বড় ঘটনা ঘটে গেল। পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে অনেক সরকারি আধিকারিককে বরখাস্ত করা হল। রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে জম্মু কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ সিনহা ৪ কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। তারা পাকিস্তানি আইএসআই এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হয়ে কাজ করছিল বলে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পরে কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়েছে। লোকসভা ভোট মিটতেই এবং নতুন সরকার গঠনের আগে দেশে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বরখাস্ত হওয়া কর্মীদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে লেফটেন্যান্ট গভর্নর এখনও পর্যন্ত ৫০ জনেরও বেশি কর্মীকে বরখাস্ত করেছেন।

মমতার দাবি, এই সরকার বেশিদিন টিকবে না
'দেশে পরিবর্তন প্রয়োজন, আমরা অপেক্ষা করব'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুন ঃ কালীঘাটে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক থেকে সংসদীয় কমিটি সাজিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ পদে

আগের জায়গায় থাকছেন বর্ষীয়ান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রায়েন। সুদীপ লোকসভার দলনেতা এবং ডেরেক রাজ্যসভার দলনেতাই থাকছেন। লোকসভার উপ দলনেতা অর্থাৎ ডেপুটি লিডার বারাসতের পুনর্নির্বাচিত সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। রাজ্যসভায় ডেপুটি লিডারের দায়িত্ব সামলাবেন সাগরিকা ঘোষ। এছাড়া সংসদের দুই কক্ষে মুখ্য সচেতকদের নামও ঘোষণা করেছেন দলনেত্রী। একনজরে দেখে নেওয়া যাক সংসদে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব। সংসদে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব- সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।লোকসভার দলনেতা- সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,উপ দলনেতা- কাকলি ঘোষ দস্তিদার,চিফ হুইপ-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার দলনেতা-ডেরেক ও ব্রায়েন,উপ দলনেতা -সাগরিকা ঘোষ,চিফ হুইপ-নাদিমুল হক,শনিবার কালীঘাটে জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তৃণমূল নেত্রী। সেখান থেকে এসব নাম ঘোষণার পাশাপাশি সংসদের রণকৌশলও ঠিক করে দেন তিনি। জানান, আমরা বসে থাকার জন্য সংসদে যাচ্ছি না। আমরা সিএএ,এনআরসি বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হব। নিজেদের বকেয়া মেটানোর দাবি তুলব। তা মেটাতেই হবে। মমতার কথায়, বাংলার যা যা পাওনা আছে সেগুলো আমরা চাই আগে দিয়ে দেওয়া হোক। আমাদের এবার শক্তি অনেক বেশি। এক, ডেরেক, দোলা, নাদিম, সাগরিকা যাবে হরিয়ানায় কিশানদের সঙ্গে দেখা করবে। তাঁদের ডেইলি ওয়েজ নিয়ে দাবি তুলবে। দুই, শেয়ার এত বেড়ে গেল কী করে? নিশ্চয়ই কিছু ডাল মে কালা। ভোটের দিন, ফলের দিন যা যা হয়েছে, এটা বড় স্ক্যাম। তদন্ত করতে হবে। আমরা দাবি তুলছি। এদিন তৃণমূল নেত্রী সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ করে যে জোট সরকার গঠন হতে চলেছে, তাকে নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন। তাকে বলতে শোনা যায় এই জোট সরকার কখনই টিকবে না। আমরা দেশে পরিবর্তন চাই, পরিবর্তন প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের কিছুটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এই অগণতান্ত্রিক সরকার কখনই চলবে না। বিজেপি মিথ্যা কথা বলছে ।মিথ্যা বলে বেশি দিন টেঁকা যায় না। এই রাজ্যে সিআরপিএফ এজেন্সি পাঠিয়েছে। তিনি বলেন এতদিন যে আন্দোলন চলছিল, তা বন্ধ হবে না তা আরও বাড়বে। তিনি জানান রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলিয়ে তাদের মোট ৪২টি সাংসদ। তিনি বলেন মোদিকে কেউই চান না। শুধু ভয় দেখিয়ে চমকেধমকে কাজ করবে। তিনি বলেন এনআরসি বাতিল করতে হবে। আসলে এই সরকার টিকবে না তখন ইন্ডিয়ারই সরকার গঠন হবে। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে দারুণ ফল হয়েছে বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের। রাজ্যের ৪২ আসনের মধ্যে ২৯টিতেই তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী। কেউ কেউ জয়ের দোরগোড়া থেকে ফিরেছেন খুব অল্প ভোটের ব্যবধান। তাঁদের নিয়ে শনিবার পূর্বঘোষণামতো কালীঘাটে বৈঠকে বসলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানে প্রথমেই নতুন ভাবী সাংসদদের অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানান তিনি। বিশেষ প্রশংসা করেছেন বহরমপুরে অধীর চৌধুরীকে পরাস্ত করা ইউসুফ পাঠানের। তাঁকে 'জায়ান্ট কিলার' তকমা দিলেন মমতা। এছাড়া প্রথমবার সংসদের পথে পা বাড়ানো রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, জগদীশ বর্মা বসুনিয়াদের প্রশংসা করেছেন দলনেত্রী। যাঁরা লড়েও শেষ মুহূর্তে হেরেছেন, সেই সুজাতা মণ্ডল, দেবাংশু ভট্টাচার্যদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। দিল্লিতে মোদি ৩.০ সরকার গঠন নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর মন্তব্য, এই সরকার বেশিদিন টিকবে না।চব্বিশের লোকসভা ভোটে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে ঘাসফুল শিবিরের সৈনিক ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। এখানকার পাঁচবারের সাংসদ কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীর মতো প্রার্থীর বিরুদ্ধে এক অরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর সমালোচনা ছিল। কিন্তু সেসব হেলায় উড়িয়ে প্রায় ৫৫ হাজার ভোটে অধীরকে হারিয়েছেন পাঠান। কঠিন লড়াইয়ে এমন ফলাফলে সত্যিই বাড়তি প্রশংসার দাবি রাখেন তিনি।

মোদির সঙ্গে শপথ নেবেন ১৮ জন

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ শরিকি চাপে নিজের দলেই কাটছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি! বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, মোদির সঙ্গে শপথ নেবেন মোট ১৮ জন। এর মধ্যে ৭ জন পূর্ণ মন্ত্রী রয়েছে। তাঁদের মধ্যে মাত্র ২ জন বিজেপির। বাকিরা শরিক দলের সদস্য বলেই খবর মিলেছে। গণতন্ত্রে সর্ববৃহৎ দল হলেও সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। ফলে সরকার গড়তে শরিকদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে মোদি-শাহদের। এই সুযোগে বিজেপির উপর চাপ বাড়িয়েছেন চন্দ্রবাবু নায়ডু, নীতীশ কুমারের মতো শরিক নেতারা। ক্যাবিনেট মন্ত্রিত্ব ভাগাভাগি নিয়ে চলছে দর কষাকষি। সূত্রের খবর, এদিন রবিবার মোদির সঙ্গে যে ৭ জন পূর্ণমন্ত্রী শপথ নেবেন তাঁদের মধ্যে দুজন চন্দ্রবাবুর টিডিপি, দুজন নীতীশ কুমারের জেডিইউ এবং একজন শিব সেনার সদস্য। বাকি দুজন বিজেপির। বাকিরা প্রতিমন্ত্রী বা স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন বলে খবর। চব্বিশের লোকসভা ভোটে বিজেপি বাংলায় জিতেছে ১২টি আসন। উনিশে যা ছিল ১৮। সেসময় দুচারজন সাংসদ ঘুরেফিরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। আসানসোল থেকে জয়ী বাবুল সুপ্রিয়, আলিপুরদুয়ারের জন বার্লা, বাঁকুড়ার সুভাষ সরকারের পর কোচবিহারের নিশীথ প্রামাণিক ও বনগাঁর শান্তনু ঠাকুর বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। তবে পূর্ণমন্ত্রিত্ব জোটেনি কারও কপালে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন মোদির সঙ্গে।

ভারত জোড়ো যাত্রা, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার পর ধন্যবাদ যাত্রা'য় নামছে কৃতজ্ঞ জাতীয় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ ভারত জোড়ো যাত্রা, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার পর এবার কংগ্রেসের ধন্যবাদ যাত্রা। তবে উদ্দেশ্য সামান্য ভিন্ন। উত্তরপ্রদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য সে রাজ্যের বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানাতেই এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছে কংগ্রেস। যোগীরাজ্যে গত লোকসভায় ৮০টির মধ্যে ৬২টি আসনে একাই জিতেছিল বিজেপি। সেখানে রামমন্দির তৈরির পর সেই উত্তরপ্রদেশেই জোর ধাক্কা খেয়েছে গেরুয়া শিবির। রীতিমতো চমকে দিয়েছে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। এমনকী রামলালার অযোধ্যা আসনটিও দখল করতে ব্যর্থ বিজেপি। উল্টে ইন্ডিয়া জোটেরই হাত শক্ত করেছে উত্তরপ্রদেশ। এবারের নির্বাচনে যেখানে ৩৩টি আসন পেয়েছে বিজেপি, সেখানে ইন্ডিয়ার ঝুলিতে এসেছে ৪৩টি আসন। এর মধ্যে ৬টি আসনে জয়ী কংগ্রেস। ৩৭টি পেয়েছে জোট শরিক সপা। গতবার এই দুই দল মিলিতভাবে ৬টা আসন জিতেছিল। সেখান থেকে বিরাট উত্থান। গান্ধীগড় রায়বরেলি থেকে বিপুল ভোটে জিতেছেন রাহুল। এমনকী স্মৃতি ইরানিকে হারিয়ে কংগ্রেস পুনরুদ্ধার করেছে আমেঠি আসনটিও। আর এই সাফল্যকেই কৃতজ্ঞতা জানাতে ধন্যবাদ যাত্রার সিদ্ধান্ত হাত শিবিরের। আগামী ১১ জুন থেকে ১৫ জুন উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন নেতারা। ধন্যবাদ জানানো হবে সাধারণ মানুষকে। যদিও রাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই যাত্রার মাঝেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে সংবিধানের কপি। কংগ্রেসের বার্তা, বিজেপিকে ব্যাকফুটে ফেলে আমআদমিই সংবিধানের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, প্রস্তাব পাস দলের

নয়াদিল্লি, ৮ জুনঃ লোকসভায় বিরোধী দলনেতা কে হবেন এই নিয়ে ছিল প্রশ্ন । ২৪-এর লোকসভা ভোট মিটতেই রাহুল গান্ধীকে নিয়ে প্রকাশ্যে এল সেই খবর। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা হচ্ছেন রাহুল গান্ধী। মূলত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা রাহুল গান্ধীকে লোকসভায় দলের নেতা করার প্রস্তাব পাস করেছেন। লোকসভা ভোটে নিজের পারফরম্যান্সের উন্নতির পরে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শনিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যাত্রা যেখানেই পৌঁছেছে সেখানেই কংগ্রেসের লাভ হয়েছে।'নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, আমি এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে ভারত জোড়ো যাত্রা যেখানেই গেছে, আমরা কংগ্রেস দলের ভোটের শতাংশ এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও জানান, মণিপুরে আমরা দুটি আসনই জিতেছি। আমরা নাগাল্যান্ড, অসম, মেঘালয়েও আসন জিতেছি। মহারাষ্ট্রে আমরা একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছি। সর্বস্তরের মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানকে বাঁচাতে কংগ্রেসকে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চল এবং শহরাঞ্চলে তাদের উপস্থিতি অনুভব করতে হবে। খাড়গে আরও জানান, যখন আমরা পুনর্জাগরণ উদযাপন করছি, আমাদের কিছুটা বিরতি দেওয়া উচিত কারণ কিছু রাজ্যে আমরা আমাদের সামর্থ্য এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী সেরা পারফর্ম করতে পারিনি। তাছাড়া, যে রাজ্যগুলিতে আমরা এর আগে বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করেছি এবং সরকার গঠন করেছি, সেখানে আমরা আমাদের পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি করতে পারিনি। খাড়গে বলেন, আমরা শীঘ্রই এই জাতীয় প্রতিটি রাজ্য নিয়ে পৃথক আলোচনা করব। আমাদের দ্রুত প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। এই রাজ্যগুলি ঐতিহ্যগতভাবে কংগ্রেসের পক্ষে ছিল, যেখানে আমাদের এমন সুযোগ রয়েছে যা আমাদের নিজের সুবিধার জন্য নয় বরং আমাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে হবে। আমি আমাদের জনগণের সুবিধার জন্য খুব শীঘ্রই এই মহড়া করার প্রস্তাব করছি।

আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাকবে হবে ঃ মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ জুনঃ আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাকবে হবে। শনিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত বৈঠকে এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেছেন, জনগণ আমাদের প্রতি নিজেদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই তা গড়ে তুলতে হবে। আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে এই রায় মেনে নিচ্ছি। খাড়গে আরও বলেছেন, আমি নিজের দায়িত্বে ব্যর্থ হব, যদি আমি ইন্ডি অ্যালায়েন্সের অংশীদারদের স্বীকার না করি, যেখানে প্রতিটি দল বিভিন্ন রাজ্যে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছে, প্রতিটি দল অন্যকে অবদান রেখেছে। খাড়গে আরও বলেন, মণিপুরে, আমরা দু''টি আসনেই জিতেছি। আমরা নাগাল্যান্ড, ওমস এবং মেঘালয়েও আসন জিতেছি। মহারাষ্ট্রে, আমরা একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। সর্বস্তরের মানুষ সমর্থন করেছেন। দেশের গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে বাঁচাতে আমরা এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায়ও আমাদের উপস্থিতি অনুভব করতে দেখেছি, পাশাপাশি শহুরে এলাকায়।

রবিবার সন্ধ্যায় মোদীর শপথ ভারতে চলে এলেন শেখ হাসিনা

নয়াদিল্লি, ৮ জুনঃ টানা তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে নতুন দিল্লিতে এখন সাজো সাজো রব। আগামীকাল সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লি এসে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী টেলিফোনে শেখ হাসিনাকে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর মোদীকে শুভেচ্ছা জানানো বিদেশি নেতৃত্বের মধ্যে শেখ হাসিনা প্রথম সারিতে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মইজ্জুকে, তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছেন। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে দিল্লির আকাশে আকাশযান ওড়ানো নিষিদ্ধ করেছে দিল্লি পুলিশ। ৯ ও ১০ জুন এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

মোদি-শাহ-র বুলডোজার তৈরী, কোপে পড়তে পারেন যোগী শুভেন্দু

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ জিতলে মোদি ম্যাজিক কাজ করেছে বলে বলা হয়ে থাকে। আর হেরে গেলেই দায় স্থানীয় নেতৃত্বের। এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল গেরুয়া শিবিরে। তাই জয় পেয়েও মোদি-শাহর ইচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার অধরা হয় মধ্য প্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান, রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াদের। এবার পরাজয়ের দায় নিয়ে যোগী আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে যেতে হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যোগীর উপর বুলডোজার চালানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে মোদি-শাহ জুটি। দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে যোগীকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে করছে দলের একাংশ। এছাড়াও কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা। এর মধ্যে বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও আছেন বলে খবর মিলেছে। নরেন্দ্র মোদি বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরলে শুধু অবিজেপি নয়, বিজেপিশাসিত বহু মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দেবেন বলে প্রচারে বারে বারে বলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অর্ন্তবর্তী জামিনে মুক্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, সবচেয়ে আগে গদি হারাবেন যোগী আদিত্যনাথ। উত্তরপ্রদেশে লোকসভা ভোটে বিজেপির লজ্জাজনক হারের পর এখন জেলবন্দি কেজরিওয়ালের কথাই পদ্ম শিবিরের অন্দরে মূল আলোচ্য। দু বছর আগের বিধানসভা ভোটে বিপুল জয়ের পর যোগীর নতুন ডাকনাম হয়েছে 'বুলডোজার বাবা'। বিজেপির অন্দরের খবর, কেজরিওয়ালের কথা সত্য প্রমাণ করে যোগীর মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইতি পড়তে পারে খোদ মোদির বুলডোজারের ধাক্কায়। উত্তর প্রদেশের

৮০টি আসনের সব ক'টিই এবার জয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল বিজেপি। প্রতি দফা ভোটের শেষেই রাজ্য বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী দলকে আশ্বস্ত করেন, দলের পরিকল্পনা মতোই সব এগিয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। গতবার আশিটির মধ্য বিজেপি পেয়েছিল ৬২টি আসন। এবার তা কমে হয়েছে ৩৩। অন্যদিকে, প্রধান প্রতিপক্ষ সমাজবাদী পার্টি পেয়েছে ৩৭টি আসন। যোগীর বিরুদ্ধে দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বড় অংশের অভিযোগ তিনি এসপি নেতা অখিলেশের নয়া জাত সমীকরণকে উপেক্ষা করেছেন। দলিত বা তফসিলি ভোটের সিংহভাগ সমাজবাদী পার্টির ঝুলিতে গিয়েছে। যার মধ্যে মায়াবতীর বিএসপি এবং বিজেপি, উভয় দলের ভোটেই আছে। অখিলেশের পিডিএ এবারের ভোটে এতটাই সফল যে অযোধ্যা যে লোকসভার অন্তর্গত সেই ফৈজাবাদে বিজেপি হেরে গিয়েছে। আবার বাংলায় সুকান্ত মজুমদার বা দিলীপ ঘোষরা প্রার্থী হওয়ায় নিজের কেন্দ্র নিয়ে অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। নিজেদের কেন্দ্রে ভোট মিটতেই অন্য কেন্দ্রে ঝাঁপিয়েছেন। তবে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকেই বেশি গুরুত্ব দেয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাঁর পছন্দের প্রার্থীদেরই মনোনয়ন দেওয়া হয়। যেমন শুভেন্দুর আপত্তিতেই মেদিনীপুর থেকে বর্ধমানে চলে যেতে হয় দিলীপ ঘোষকে। মেদিনীপুরে মনোনয়ন দেওয়া হয় বিরোধী দলনেতার অত্যন্ত পছন্দের অগ্নিমিত্রা পলকে প্রার্থী করে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই সব ঘটনায় শুভেন্দুর ওপর অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা ও বি এল সন্তোষরা চটেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাই কোপ পড়তে পারে বলে বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

১২ জুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেব শপথ নেবেন নাইডু, এনডিএ নেতারা আমন্ত্রিত

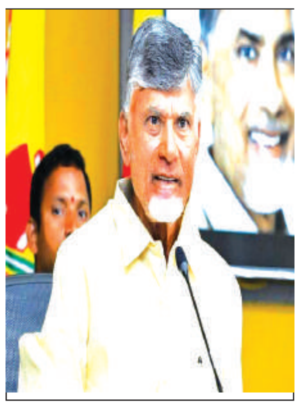

বিজয়ওয়াড়া, ৮ জুন ঃ তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র জাতীয় সভাপতি এন চন্দ্রবাবু নাইডু আগামী ১২ জুন সকাল ১১.২৭ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। বিজয়ওয়া।ার নিকটবর্তী স্থানে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এনডিএ-র শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার তিনি অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তেলেগু দেশম পার্টি, জনসেনা এবং বিজেপি জোট ১৭৫টির মধ্যে ১৬৪ আসনে জয়লাভ করে।

ভিসা জটিলতা কাটলেই মুমতারিন আসবেন কলকাতায়

ঢাকা, ৮ জুনঃভিসা জটিলতায় দেরি হচ্ছে বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিনের কলকাতায় আসা। এই ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করতে পারেন বলে জানিয়েছেন।ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে কলকাতায় ডরিনকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু ভিসা জটিলতার জন্য কলকাতায় আসতে পারছেন না তিনি। গত শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের জানিয়ে বলেন, নিউ টাউনের ফ্ল্যাটের সেপটিক ট্যাঙ্কে উদ্ধার হওয়া দেহাংশ তাঁর বাবার কিনা তা নিশ্চিত করতে তাঁকে এবং তাঁর কাকা আবেদ আলীকে কলকাতায় ডেকেছিলেন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান। ডরিন জানান, আবেদ আলীর ভিসা প্রস্তুত থাকলেও তিনি ভিসা হাতে পাননি।তিনি বলেন, 'এই কারণে আমরা কলকাতায় যেতে পারছি না। রবিবার ভিসার জন্য আমি ভারতীয় হাইকমিশনে যাব। সেখানেও যদি ভিসা না পাওয়া যায় তাহলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করব।' যদিও বাংলাদেশের পুলিশের আশা এই জটিলতা কেটে যাবে। দু-একদিনের মধ্যে কলকাতা আসতে পারবেন ডরিন এবং আনারের ভাই।নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ঢাকা থেকে ৩ জন, কলকাতা থেকে ১ জন এবং নেপালে ১ জন গ্রেফতার হয়েছে। তবে এখনও অধরা আখতারুজ্জামান। এই মামলার দুই অভিযুক্ত শিমুল ভূঁইয়া ও তরুণী শিলাস্তা রহমান-সহ তিনজন ঢাকায় গ্রেফতার হয়ে হেফাজতে আছেন। পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও কলকাতা পুলিশ মামলার তদন্ত করছে।

লোকসভা নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ৬৫.৭৯ শতাংশ, সবথেকে কম ভোটদান বিহারে

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ৬৫.৭৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। সবথেকে কম ভোটদান হয়েছে বিহারে এবং সবথেকে বেশি ভোট প।ছে অসমে। বিহারে ভোটের হার ৫৬.১৯ শতাংশ এবং অসমে ৮১.৫৬ শতাংশ।পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোট পেয়েছে ৭৯.২৯ শতাংশ, জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটের হার ৫৮.৫৮ শতাংশ, উত্তর প্রদেশে ৫৬.৯২ শতাংশ, ত্রিপুরায় ভোট পড়েছে ৮০.৯৩ শতাংশ, রাজধানী দিল্লিতে মোট ভোট পড়েছে ৫৮.৬৯ শতাংশ। গুজরাটে মোট ভোট পড়েছে ৬০.১৩ শতাংশ।

মরুরাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস, রাজস্থানে ৪-৫ দিন তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই

জয়পুর, ৮ জুন ঃ মরুরাজ্য রাজস্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে রাজস্থানে তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই। জয়পুর আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) অধিকর্তা রাধেশ্যাম শর্মা বলেছেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে পশ্চিম রাজস্থানের যোধপুর, বিকানের, আজমের, জয়পুর এবং ভরতপুরের

সংবিধান, আইন ও গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব এখন নীতীশ ও চন্দ্রবাবুর ওপরই বর্তায়ঃসঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃদেশে আবারও গঠন হচ্ছে এনডিএ সরকার। টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-সহ অন্যান্য এনডিএ শরিকদের সমর্থনে কেন্দ্রে গঠিত হচ্ছে এনডিএ সরকার। এমতাবস্থায় উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউত জানালেন, দেশের সংবিধান, আইন ও গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব এখন নীতীশ ও চন্দ্রবাবুর ওপরই বর্তায়।শনিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, চন্দ্রবাবু নাইডু এবং নীতীশ কুমার যারা নিজেদের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রী বলে দাবি করেন। এখন যেহেতু তাঁদের সমর্থনে সরকার গঠিত হচ্ছে, তাই সংবিধান, আইন এবং গণতন্ত্র বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁদের ওপর বর্তায়। একইসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, গুজরাট থেকে নিজেদের সহযোগীদের সুবিধার জন্য শেয়ার বাজারে একটি অস্বাভাবিক উত্থান আনা হয়েছিল, যারা দেশ চালাচ্ছেন।

দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে উত্তরাখণ্ড নিবাস, নিরীক্ষণ করলেন পুষ্কর সিং ধামি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ রাজধানী দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে উত্তরাখণ্ড নিবাস, শনিবার নির্মীয়মান উত্তরাখণ্ড নিবাস নিরীক্ষণ করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এদিন দিল্লিতে নির্মীয়মান উত্তরাখণ্ড নিবাস পরিদর্শন করেছেন এবং নির্মাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন।মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, এটি জাতীয় রাজধানী। উত্তরাখণ্ড থেকে লোকজন এবং আধিকারিকরা আসছেন... তাই, বর্তমান উত্তরাখণ্ড সদনের ক্ষমতা খুবই কম। সে কথা মাথায় রেখেই নির্মাণ করা হচ্ছে নতুন এই নিবাস। এতে ৫০টির বেশি কক্ষ রয়েছে...জুলাইয়ের মধ্যে এটি উদ্বোধন করার লক্ষ্য রয়েছে।

রামোজি রাও-এর প্রয়াণে শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

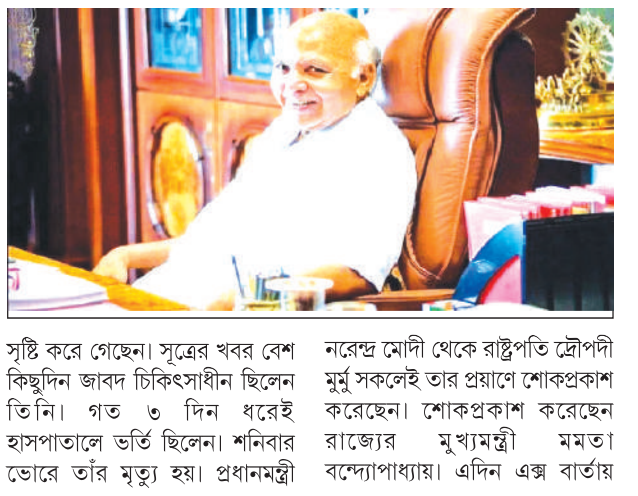

কলকাতা,৮ জুন ঃপ্রয়াত রামোজি ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও। সংবাদ জগতে পদ্মবিভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত রামোজি রাও-এর অবদান অনস্বীকার্য। টানা ৩ দিনের লড়াইয়ের পর শনিবার ভোরে মৃত্যু হয় রামজির। এই মিডিয়া টাইকুন-এই প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন সমাজের বিভিন্ন মহলের মানুষ। শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও লেগু সংবাদ ও বিনোদন নেটওয়ার্ক ইটিভির প্রধান ছিলেন রামোজি রাও। শুধু ইটিভি নেটওয়ার্ক নয় ৮৭ বছরের জীবনে গোটা দেশের সংবাদ মাধ্যমের কাছে তিনি এক উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। সূত্রের খবর বেশ কিছুদিন জাবদ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। গত ৩ দিন ধরেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সকলেই তার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এক্স বার্তায় তিনি লেখেন, রামোজি রাও-এর মৃত্যুতে শোকাহত। ইনাডু গ্রুপ, ইটিভি নেটওয়ার্ক,রামোজি ফিল্ম সিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও তেলুগু এবং সমগ্র আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক জগকে নতুন এক আলোর দিশা দেখিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এও লেখেন,রামোজি রাওকে তিনি ব্যাক্তিগত ভাবে চিনতেন। একবার স্টুডিওতে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রামোজি। সম্পূর্ণ বিষয়টি এখনও স্মরণে রয়েছে। তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অনুগামীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান তিনি।

ওবিসি নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের জের! ডব্লু বিসিএস-সহ অন্যান্য চাকরির নতুন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সম্প্রতি ২০১০ সালের পর থেকে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় (OBC Certificate) ভুক্তদের দেওয়া সব শংসাপত্র বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট হাইকোর্ট (Calcutta High Court)। অর্থা ২০১১ সাল থেকে জারি হওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। যার জেরে এক ধাক্কায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি হাইকোর্টের এই রায় মানেন না। নবান্ন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ওবিসি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্য (Government of West Bengal)।প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, শীর্ষ আদালতে গিয়ে আপাতত প্রাথমিক ভাবে অন্তত স্থগিতাদেশ পাওয়ার চেষ্টা হবে। বাকি প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতের নির্দেশের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এরই মাঝে এবার আদালতের রায়ের কারণে আপাতত ডব্লিউবিসিএস-সহ অন্যান্য চাকরির নতুন প্রক্রিয়া থামিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।ভ্অভিজ্ঞ মহলের মতে আদালতের রায়ে চাকরিরতদের কোনো সমস্যা না হলেও, চাকরিপ্রার্থীরা অবশ্যই অসুবিধায় পড়বেন। যে কোনও নিয়োগের ক্ষেত্রে শূন্যপদের নিরিখে সাধারণ, তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি বা ওবিসি সংরক্ষণ অনুযায়ী পদের সংখ্যা স্থির হয়।বর্তমানে ওবিসি-শংসাপত্র নিয়ে জটিলতা থাকায় তাদের বাদ দিয়ে রোস্টার তৈরি সম্ভব নয়। ফলে আপাতত যেমন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাবে না তেমনই চাকরির পরীক্ষায় নির্বাচিত যোগ্যদের ডাকার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। সমস্যায় প।ছেন ওবিসি তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরাও।OBC নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের থেকে স্থগিতাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ডব্লিউবিসিএস-এর মেইনস-এর আয়োজন আপাতত হচ্ছে না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে রাজ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপাতত নতুন চাকরির বিজ্ঞাপন থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া সমস্ত কিছুই বন্ধ থাকছে।

'জেতা আসন হারাবার জন্য প্ল্যানিং হয়েছে', নাম না করে বিস্ফোরক মন্তব্য দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ দিলীপ আছেন দিলীপেই, ফের বিস্ফোরক বিজেপি নেতা। শুভেন্দু-সুকান্তকে কার্যত নিশানা দিলীপ ঘোষের। ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। ' হারানোর জন্যেই কি তাঁদের পাঠানো হয়েছিল?' দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে আরও সুর চড়ালেন দিলীপ।মেদিনীপুর ও রায়গঞ্জ আসন থেকে জয়ী সাংসদ দিলীপ ঘোষ ও দেবশ্রী চৌধুরীকে অন্যত্র পাঠানো হয়। একটি আসনে জয় এলেও বর্ধমান দুর্গাপুর হাতছাড়া, এদিকে মেদিনীপুর হাতছাড়া হয়েছে। দিলীপ বলেন, ' কেন করা হয়েছে এগুলো ভাবতে হবে। কিছু তো একটা ব্যাপার আছে। নাহলে যারা পার্টির প্রতিষ্ঠিত নেতা তাঁদের কি হারানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল? লোকে হারা আসন জেতার জন্য প্ল্যানিং করে। এতো দেখছি জেতা আসন হারাবার জন্য প্ল্যানিং হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তাঁকে সরানোর ব্যাপারে বেশ কিছু যুক্তি খাঁড়া করা হয়েছিল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের তরফে। দিলীপ বলেন, ' সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে। আমি নাকি মেদিনীপুরে দাঁড়ালে হেরে যাব। কারণ ওখানে নাকি কুড়মিরা আমাদের বিরুদ্ধে। যেখানে কুড়মি ভোট বেশি, সেই পুরুলিয়া আসনে বিজেপি জিতেছে। আমার বিরুদ্ধে কুড়মিদের খেপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে সরানোর জন্য এটা করা হয়েছিল।'এমনকি, দলের অনেক প্রোগ্রামে তাঁকে ডাকাও হতো না বলে দাবি দিলীপের। তিনি বলেন, ' চিরদিন কর্মীদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু পার্টির প্রোগ্রামে আমি ৪ বছর ধরে যাইনা। আমাকে ডাকেও না। আমার মতামতও নেয়না। আমি পার্টির কর্মীদের সঙ্গে থাকি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকি। আমি যতদিন রাজনীতি করব, আমি এরকমই থাকব। রাজনীতি ছেড়ে দিলে অন্য ভাবে মানুষের পাশে থাকব।'ছত্রে ছত্রে ক্ষোভ উগরে পড়েছে দিলীপের গলায়। নিজের কেন্দ্র হাতছাড়া হওয়া নিয়ে যারপরনাই ক্ষুব্ধ দিলীপ। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতির কথায়, আমি আমার লোকসভায় (মেদিনীপুর) সময় দিয়েছি। তারপর কিছুদিন অন্য একটি রাজ্যে সময় দিয়েছি। গত ১ বছর ধরে সম্পূর্ণ সময় মেদিনীপুরে দিয়েছিলাম। টাকা পয়সা সময় সব দিয়েছি। আমাকে লড়তে দেওয়া হয়নি। তার রেজাল্ট সবাই দেখে নিয়েছে।দিলীপ ঘোষ রাজ্য সভাপতি পদে থাকাকালীন রাজ্যে ১৮টি সাংসদ আসন পায় বিজেপি। সেখানে, এবার লোকসভা আসন সংখ্যা এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে এসেছে। তাহলে রাজ্য সভাপতি কি বদল করা উচিত? দিলীপের ব্যাখ্যা, ' এটা হয়। ফলাফল খারাপ হলে মনে ক্ষোভ জাগে। সবাই মতামত ব্যক্ত করে। এঁরা সবাই পার্টির স্বার্থে কথা বলছেন। এঁদের মতামত নেওয়া উচি। এঁদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। নাহলে কয় মাস পর সবাই এইসব ভুলে যাবে। আবার এক রেজাল্ট হবে। যাঁরা অভিভাবক এটা তাঁদের দাযিত্ব এটা। বস্তুত, খারাপ ফলের পরেই কার্যত তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয়েছে বিজেপির অঃদরে। একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছেন। আগামী নির্বাচনে বিজেপির এই ছত্রভঙ্গ অবস্থা কি প্রভাব ফেলবে, সেটা সময়ই বলবে।

স্বয়ং রাম-ই মোদিকে রামধাক্কা দিলেন

মহন্ত দাশগুপ্ত,নৈহাটিঃ স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রই রামধাক্কা দিলেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিকে। অব কি বার-চারশো পার এই স্লোগান মেনে নিতে পারলেন না নব অযোধ্যায় নব প্রতিষ্ঠায় তথা নব প্রতিষ্ঠিত স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রী রামচন্দ্র। ভগবান রামচন্দ্রের জন্য অযোধ্যায় রামলালার মন্দির নির্মাণ ও রাম মূর্তির নির্মাণ এবং রাম মূর্তি প্রতিষ্ঠা সবই ছিল দেশের সর্বসাধারণের জন্য। সনাতনী ধর্মের মানুষদের ও আধ্যাত্মিক দেশের আধ্যাত্মিক মনোভাবাসম্পন্ন মানুষদের হৃদয় ভরা আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সারা দেশে দেখা গিয়েছিল ও দেশের সমস্ত মানুষ লক্ষ্য করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন অযোধ্যায় আবার নতুন করে রাম মন্দির নির্মাণ করে ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজি-কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র যে, তাকে নিয়ে সারাদেশে রাজনীতি হোক তা কিন্তু পছন্দ করেননি স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের ছবি বা কাটআউট কিংবা রামচন্দ্রের মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে স্বয়ং রামচন্দ্রের দূত বলা ও দূত সাজা মোদিজী কে পূর্ণ ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং মোদিজীর ক্ষমতা অনেকটাই খর্ব করে মোদি জিকে চরম শিক্ষা দিলেন। আমার মনে হয় যে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রের রাম মন্দির নির্মাণ ও ভগবান রামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে নাম ভাঙিয়ে সারাদেশে ক্ষমতাযনের বৃত্তে একনাগাড়ে ও ধারাবাহিকভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে যে প্রযাস নরেন্দ্র মোদী এক বছর ধরে দেশের জন সাধারণের জন্য ও জনসমাজে চালিয়ে গেছেন ভগবান রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। তা কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির আশা আকাঙ্খায় জল ঢেলে দিলেন স্বয়ং রামলালা। তাই ভগবান বা ঈশ্বর নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলতে নেই, সেই সমস্ত বিষয়েই মোদিজিকে বুঝিয়ে দিলেন স্বয়ং রামচন্দ্রজী। তাইতো মোদীর স্লোগান অব কি বার-চারশো পারমেনে নিতে পারলেন না স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মোদীজী নানা স্লোগানের ডায়লগ দিয়ে ও নিজের ব্র্যান্ড নেম এর মাহাত্ম্য খাটিয়ে এককভাবে বিজেপির ঝুলিতে ঢুকিয়েছিলেন ৩০৩ টি আসন।ভ সরকার গড়ার ক্ষেত্রে ম্যাজিক ফিগার ছিল ২৭২, কিন্তু তিনি ২০১৯-এ ৩১ টি আসন বেশি পেলেন, তাই হর হর মোদি ঘর ঘর মোদি এই স্লোগানে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে কুপোকাত করলেন ও ২০১৯-এ কেন্দ্রে সরকারও গোড়লেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডার বিজেপি দল। আর থোতা মুখ ভোতা হয়ে গেল ২০১৯-এ ব্রিগেডের মঞ্চে একত্রিত হওয়া মহাজোটের জোটনেতা রাহুল গান্ধী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য রাজ্যের জোট-নেতাদের। তাই হর হর মহাদেব হর হর মোদিকে ক্ষমা করলেও স্বয়ং রামচন্দ্র ক্ষমা করলেন না মোদীজীকে। আর এইজন্যই ভগবান রামচন্দ্র ভর করলেন মোদিজীর কন্ধে। ভগবান রাম তাই মোদীজীকে দিয়ে তার নিজস্ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করিয়ে নিলেন ২০২৪-এর লোকসভার নির্বাচনের কয়েক মাস আগেই। মোদিজী স্বয়ং রামচন্দ্রের জন্য সারাদেশে যা করলেন ভগবান রামকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তা দেশের মানুষের কাছে অনস্বীকার, কিন্তু ভগবান রামচন্দ্রের রাজনীতি একদম নাপসন্দ। ভগবান রাম চাইলেন না যে, রামের নামে সারাদেশে রাজনীতি হোক, অর্থাৎ মোদিকে দিয়ে রামের রাজনীতি করতে দেবেন না বলেই স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ম্যাজিক ফিগার থেকে বেশি ও বাড়তি পাওয়া ৩১টি আসন মোদির থেকে কেড়ে নিলেন, আর ম্যাজিক ফিগারে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে যে ২০৭২ টি আসন লাগে সেখান থেকেও ৩১ টি আসন কেড়ে নিলেন স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। যাতে তিনি আর লোকসভায় নিজের ইচ্ছায় একা কিছু না করতে পারেন বা জটিল বিল পাশ করাতে না পারেন এবং রামের নামে রাজনীতি ও আর যাতে না করতে পারেন তাইতো ভগবান রামের খেলা, মোদিকে পরমুখাপেক্ষী করে রাখা যাতে মোদিজি একার ক্ষমতায় কিছু না করতে পারেন। যা কিছু করতে গেলে সকলের মান্যতা নিতে হবে, যা খুশি তা করতে গেলে তিনি আর করতে পারবেন না। তাইতো মোদিজীর মাথার ওপরে চক্রবৃচ্ছের মত ঘুরপাক খাবে রাহুল মমতা ও নীতিশ কুমার এবং চন্দ্রবাবুর মতো নেতা নেত্রীরা।

কেন্দ্রে ফের সরকার গড়ছে এনডিএ, দিল্লিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ কেন্দ্রে আবারও সরকার গড়তে চলেছে এনডিএ। রবিবার সন্ধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন এনডিএ সংসদীয় দলের নেতা নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট নাগাদ এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত হবে বর্ণাঢ্য শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। তার আগে দিল্লিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও শপথ নেবেন। শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবারই এনডিএ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন মোদী। এরপর ওই দিনই তৃতীয়বার সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক দাবি জানাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে যান তিনি।

দিল্লি-পঞ্জাবে ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা, গরমে জ্বলবে বিহার ও ঝাড়খণ্ডও

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে ৯ জুন (রবিবার) তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। বিহার, ঝা।খণ্ড ও ওড়িশায় গরম বজায় থাকবে ১০ ও ১১ তারিখও।আইএমডি জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অত্যধিক গরমের সম্ভাবনা রয়েছে, এছাড়াও জম্মুর সমতল, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টা অত্যধিক গরম থাকবে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৩-৪ দিন পূর্ব ভারত, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করবে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় তাপপ্রবাহ পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগামী দু'দিনের মধ্যে পূর্ব ভারতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

সমগ্র দেশে নিট পরীক্ষার প্রক্রিয়া খুবই স্বচ্ছ হয়েছে ঃএনটিএ ডিজি

নয়াদিল্লি, ৮ জুন ঃ মেডিক্যালের স্নাতক পাঠক্রমে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা ' ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট' (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) বা ' নিট (ইউজি)-তে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর সেই অভিযোগের উত্তর দিল জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এনটিএ ডিজি সুবোধ কুমার সিং বলেছেন, সমগ্র দেশে নিট পরীক্ষার অখণ্ডতার সঙ্গে আপস করা হয়নি।তিনি বলেছেন, আমাদের কমিটি মিলিত হয়েছিল এবং তাঁরা পরীক্ষা কেন্দ্র ও সিসিটিভিগুলির সমস্ত বিবরণ খতিয়ে দেখেছিল। কিছু শিক্ষার্থী উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, কারণ কিছু পরীক্ষার্থী ৭১৮ এবং ৭১৯ নম্বর পেয়েছে এবং ৬ জন পরীক্ষার্থী টপার হয়েছে... আমরা সমস্ত বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করেছি এবং ফলাফল প্রকাশ করেছি। ৪৭৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে এই সমস্যাটি ৬টি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ২৪ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৬০০ জন শিক্ষার্থী সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছে। সারাদেশে এই পরীক্ষার অখণ্ডতার সঙ্গে কোনও আপোস করা হয়নি... কোনো পেপার ফাঁস হয়নি... পুরো পরীক্ষার প্রক্রিয়া খুবই স্বচ্ছ হয়েছে।

তিন নম্বর অভিযান! মহাকাশে পাড়ি দিলেন সুনীতা উইলিয়ামস, সঙ্গী 'লাকি চার্ম' গণেশ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃতৃতীয়বারের মতো মহাকাশে পাড়ি দিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। এবারেও মহাকাশ অভিযানে সুনীতার সঙ্গী ভগব গীতা। গীতা ছাড়াও সুনীতা সঙ্গে রেখেছেন একটি গণেশমূর্তি। তাঁর কাছে গণেশ 'লাকি চার্ম।কেনেডি স্পেস সেন্টারের বোয়িং স্টারলাইনার এয়ারক্রাফটে মহাকাশে পাড়ি দিলেন সুনীতা এবং তাঁর সহযাত্রী ব্যারি 'বুচ' উইলমোর। একমাস আগেই আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিল হয়।এর আগেও তিনি মহাকাশে যাওয়ার সময় সঙ্গে রেখেছিলেন গীতা। সুনীতা জানিয়েছিলেন, তৃতীয়বারের জন্য মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার আগে কিছুটা কিছুটা নার্ভাস হলেও আত্মবিশ্বাসে কোনও খামতি ছিল না। ইন্টারটান্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আসা তাঁর কাছে বাড়ি ফেরার মতো।এখনও পর্যন্ত ৫০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট মহাকাশে কাটিয়েছেন সুনীতা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শিশু দের মধ্যে চারা গাছ বিতরণ

নিজস্বসংবাদদাতা, শিয়াখালা, হুগলিঃ তীব্র দাবদাহ কাটিয়ে কিছুটা বৃষ্টির পরিবেশ শুরু হয়েছে, বর্ষাও আসন্ন, বৃষ্টির জলে পরিবেশ সিক্ত হবে, আর এই জুন মাস বর্ষার আগমনকে সামনে রেখে পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে স্মরণ করে। সম্প্রতি শিশুদের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণ ও পরিবেশ সচেতনতা তৈরির লক্ষে হুগলির হরিপাল থানার শিয়াখালার সমাজসেবী সংস্থা ধন্য এ ক্রন্দনএর উদ্যোগে শিশু দের দেশীয় গাছের চারা যথা বট,অশ্বত্থ,পেয়ারা, আম ইত্যাদি বিতরণ করা হলো। এই গাছ গুলো পেয়ে শিশু রা খুবই আনন্দিত।উক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে সমাজসেবী দেবজ্যোতি অধিকারী বলেনএই পরিবেশ দিবসের দিন টিকে আমরা বেছে নিয়েছি বৃক্ষ রোপণ এর সূচনা পর্ব হিসেবে, এছাড়া ভয়ঙ্কর গরম থেকে মুক্তি পেতে একমাত্র উপায় যত বেশি বন সৃজন করা,আগামী দিনে এই গাছ না কাটা ও গাছ বসানোর সচেতনতার অভাব যাতে না হয় সেই জন্য আমরা শিশু দের বেছে নিয়েছি কারণ তারাই আমাদের ভবিষ্য, শিশুদের হাতে আমরা গাছ তুলে দেবার সাথে সাথে বুঝিয়েছি তারা যেন সকল বন্ধুদের বোঝায় গাছের গুরুত্ব কতটা এবং গাছ বসানোর প্রয়োজনীয়তা কতখানি।আমি আশা রাখি আমাদের ভবিষ্য প্রজন্ম যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় পৃথিবী আবার সবুজ হবে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা হবে।গাছ পেয়ে শিয়াখালা বেণীমাধব গার্লস স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী পৌশালী ব্যানার্জি বলে,আজকে এই গাছটি পেয়ে আমরা খুবই খুশি।এটিকে আমি বসাব এবং বন্ধুদের কাছে গাছ বসানোর বার্তা পৌঁছে দেব।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯জুন মার্ট ঃররিবার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২৬ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৈনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৬ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৬ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৬ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ

রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং ৫৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবৃহঃবার। জোয়ার-সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৯টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। অর্থের ব্যয়।
বৃষভ রাশিঃস্ত্রীর ব্যাপারে অযথা নাক গলাবেন না- তাতে স্ত্রী রুষ্ট হবে। এর থেকে বরং নিজের দিকে নজর দিন। বিবাহের যোগ হবে।
মিথুন রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। চাঁদ বসানোর কারণে আপনার অর্থ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় হতে পারে। সংসারে শান্তি হবে।
কর্কট রাশিঃদুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন এই অবিনশ্বর শরীরের থেকেই বা কি লাভ যদি এটা অন্যদের উপকারে লাগানোই না যায়। । **সিংহ রাশিঃ**আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না।। **কন্যা রাশিঃ** আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। শুভ রং লালা হবে।
তুলারাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ আজ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে যার কারণে আপনাকে হাসপাতালে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। কাজের সুযোগ আছে আজ
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার সন্দেহ প্রকৃতি আপনাকে পরাজয়ের মুখ দেখাতে পারে। বিবাহের যোগ ।
ধনু রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। **মকর রাশিঃ**স্বাস্হ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
কুম্ভ রাশিঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। । **মীন রাশিঃ**আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্বুদের মতো সবই ভিত্তিহীন যা সাহসের প্রথম স্পর্শেই ধসে গেছে। ব্যবসায়ীদের কাজের সুযোগ

সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ হাওড়ায়

ঠাকুমাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ নাতির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুনঃ সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ, ঠাকুমাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ নাতির বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্য হাওড়ার নিশ্চিন্দা বালি উত্তর ঘোষপাড়ায়। মৃতার নাম মিনতি দত্ত বলে জানা গেছে। ঘটনায় অভিযোগের তীর নাতি ও নাত-বৌমার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর ছোট ছেলে পলাতক বলে জানা গেছে। শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসে নিশিন্দা থানার পুলিশ। প্রতিবেশীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এদের পরিবারে সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি চলছিল। নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মিনতি দত্তের ছোট ছেলের বড় ছেলে ও তার স্ত্রীকে আটক করেছে। ঘটনার পর বৃদ্ধার ছোট ছেলে পলাতক। প্রতিবেশীদের অনুমান, বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বৃদ্ধাকে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেশী বেবী দত্ত বলেন, আশেপাশের লোকেদের কাছ থেকে শুনেছি উনি ফুল তুলতে গেছেন। জল তুলেছেন। তারপরেই খবর আছে মিনতি দেবী মারা গেছেন। আমরা এসে দেখি সারা গায়ে দাগ। সন্দেহ বালিশ চাপা দিয়ে মারা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বাড়িতে অশান্তি চলছিল। সম্পত্তি এবং টাকাপয়সা নিয়ে গন্ডগোল হত পরিবারে। আরেক প্রতিবেশী রেবা মাইতি বলেন, সকালে যখন ঝাঁট দিচ্ছিলাম তখন দেখি ওই বৃদ্ধা মহিলা থালায় ফুল নিয়ে উপরে যান। তারপরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দরজার ভেতর থেকে আর্তনাদ শোনা যায়। ওদের প্রতিদিনই বাড়িতে অশান্তি হয়। গতকালও বাড়িতে অশান্তি হয়েছিল।

বাড়ি থেকে আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা ঘরের কাছে যান। তখন তারা দেখেন ঘরের দরজা তালা দেওয়া। এরপর তারা ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধার নাতি এবং তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের ধরে বৃদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা করার তারা বৃদ্ধার সম্পর্কে কিছু জানে না বলে অস্বীকার করেন। ছোট ভাই আগে চলে গিয়েছিল। পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করেছে।

গোঘাটে রাজনৈতিক অশান্তির মাঝে পড়ে রক্ত ঝরল পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি , ৮ জুনঃ ভোট মিটলেও রাজনৈতিক অশান্তি কিন্তু থামছে না। এবার ঘটনাস্থল গোঘাট। রাজনৈতিক অশান্তির মাঝে পড়ে রক্ত ঝরল এক পুলিশের। ভোট পরবর্তী অশান্তিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোঘাটের কুমারগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের ভুরকুন্ডা এলাকা। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের দিকে। তবে তৃণমূলের বক্তব্য এখনও মেলেনি। পেলে তা যুক্ত করা হবে এই প্রতিবেদনে। তবে এই রাজনৈতিক খেয়োখেয়ির মাঝে পড়ে মাথা ফাটল এক পুলিশের। আহত হয়েছে আরও কয়েকজন। বিজেপির দাবি, তাঁরা তাদের লোক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোঘাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে, ভোটের পরও কেন এলাকায় বিজেপির পতাকা লাগানো তা নিয়ে এদিন সন্ধ্যায় ঝামেলার সূত্রপাত। অভিযোগ, তৃণমূলের সমর্থকরা এসে মারধর করেন। পুলিশ আটকাতে গেলে তাদের লক্ষ্য করেও উড়ে আসে ইটের টুকরো। এএসআই পদমর্যাদার আহত ওই আধিকারিকের নাম বরুণকুমার বাগ।

তাঁর মাথায় চোট লাগে। উর্দিতেও রক্তের ছিটে। ৫ জন বিজেপি কর্মী, ২ মহিলা ও পুলিশ আধিকারিককে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুরেরও অভিযোগ ওঠে। আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোঘাট এলাকা। ভোটের আগে থেকেই বারবার গোঘাটে রাজনৈতিক অশান্তির অভিযোগ এসেছে। ভোট মিটতেও সেই ছবি বহাল। এই লোকসভায় তৃণমূল জিতলেও গোঘাট বিধানসভা এলাকায় বিজেপি ভাল ফল করেছে। অভিযোগ, এরপর থেকে বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যদিও এখনও তৃণমূলের তরফে কারও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কিশনগঞ্জে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ট্রেনযাত্রীর

কিশনগঞ্জ, ৮ জুন ঃ বিহারের কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনের দুই নম্বর প্লাটফর্মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক ট্রেনযাত্রীর। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। মৃত যাত্রীর নাম মহম্মদ মুস্তাক আলম (৪৫)। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতব্যাক্তি চাকুলিয়া থানার অধীন হাটওয়ার গ্রামের বরাটোলার বাসিন্দা। তিনি আনন্দ বিহার থেকে নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসে কিশনগঞ্জ আসছিলেন। তিনি ট্রেনেই অসুস্থতা বোধ করেন। ট্রেনটি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে তিনিও ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। দু-এক পা হাঁটতেই অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আরপিএফ কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যান কিশনগঞ্জ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক যাত্রী মুস্তাক আলমকে মৃত বলেও ঘোষণা করেন।

যাঁরা ভোটে অন্তর্ঘাত করেছেন তাঁদের সাথেই ভোটের পর ছবি তুলছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মীদের ধন্যবাদ দেওয়াটুকুও প্রয়োজন মনে করেননি তিনি, বিস্ফোরক অভিযোগ মনোজ তিওয়ারির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ৮ জুনঃ যাঁরা ভোটে অন্তর্ঘাত করেছেন তাঁদের সাথেই ভোটের পর ছবি তুলছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের ধন্যবাদ দেওয়াটুকুও প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। বিস্ফোরক অভিযোগ মনোজ তিওয়ারির। লোকসভা ভোটের পরই বিস্ফোরক মন্তব্য শিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির। সদ্য জয়ী সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন তিনি। তিনি বলেন, যাঁরা ভোটে অন্তর্ঘাত করেছে তাঁদের সাথেই ভোটের পর ছবি তুলছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের ধন্যবাদ দেওয়াটুকুও প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। মনোজ আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের কর্মীরা পরিশ্রম করেছেন। তারপর এই লোকসভা নির্বাচনে ফল পাওয়া গিয়েছে। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে আমরা পেয়েছিলাম আট হাজারের এর কিছু বেশি ভোট। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে শিবপুর কেন্দ্রে ১৪ হাজারের বেশি লিড হয়েছে। দলের লোকেরা যারা অন্তর্ঘাত করেছেন, হুইসপারিং ক্যাম্পেইনিং করেছেন, বিজেপিকে ভোট দিতে বলার মতো বিভিন্ন ভাবে দলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন ওরা চেয়েছিল প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় না জিতুক। শিবপুর কেন্দ্র থেকে মনোজ তেওয়ারি নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে আমাকে হারিয়ে মানুষ এবং উচ্চ নেতৃত্বের কাছে এইবার তা পৌঁছে দেওয়া যাতে আমি রাজনীতি করতে না পারি। কিন্তু আমরা সকলে একসাথে ছিলাম বলে ফলাফল দিতে পেরেছি। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করতে চাই নির্বাচনে জেতার এতদিন পরেও ৮ তারিখ হতে চলেছে, আপনি ফোন বন্ধ করে রেখেছেন, আপনার পক্ষ থেকে কেউ আমাকে ফোন করে ধন্যবাদ বা অভিনন্দন জানাননি। কেন পাইনি তা আমি নিজেও জানিনা। আজকে দেখলাম যারা আপনাকে অন্তর্ঘাত করেছিল, যারা নির্বাচনের সময় কোনও কাজ করেনি তাদের সঙ্গে আপনি আজ গলায় জড়িয়ে ছবি তোলাচ্ছেন। এটা ঠিক হয়নি। যারা আপনার, দলের জন্য কোন লড়াই করেনি, ভোট করায়নি তাদের সঙ্গে আপনি মিলে গেছেন। আপনি ঠিক করেননি। আগে যতটা সম্মান করতাম হয়তো আগামী দিনে সেই সম্মান আপনাকে করতে পারব না। আমার কর্মীদের কাছে অনুরোধ যা করব নিজের ক্ষমতার মধ্যে করব।

কর্মজীবী নারীদের জন্য মেকআপ আর্টিস্ট এক নতুন দিশা

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৮ জুনঃ মেক আপ আর্টিস্ট দের একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়ায়। শনিবার উলুবেড়িয়ার একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেষ্টুরেন্টের ব্যাঙ্কোয়েট হলেঅনুষ্ঠিত হলো মনিমালা দ্যা মেকওভার একাডেমী এন্ড জয়েস ফটোগ্রাফির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো মেকআপ কর্মশালা। এই কর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের মেকআপ টিপস ও জল প্রতিরোধ মেকআপ টিপস নিয়ে হাতে কলমে দেখানো হয়। সংস্থার কর্ণধার মনিমালা মন্ডল জানান তিনি বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতা ও চাকরির দুর্মূল্যের বাজারে মহিলাদের বিকল্প রুজির জন্য মেকআপ আর্টিস্ট শিক্ষার প্রয়োজন এবং সেইজন্যই তিনি বিভিন্ন ধরনের মেকআপ টিপস নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করেছে যা আগামীদিনের নতুন প্রজন্মের কাছে আদর্শ এবং যেটা উলুবেড়িয়া,বাগনান, আমতা, তথা উলুবেড়িয়া মহকুমায় এই মেকআপ কর্মশালা প্রথম অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র, ও ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই মেকআপ কর্মশালায় মনিমালা দ্যা মেকওভার একাডেমীর ৭০জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত মেকআপ বিশেষজ্ঞ ও টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী রিয়া গাঙ্গুলি,সিরিয়াল অভিনেত্রী শ্রীতমা ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য।

অধ্যাপক নিগ্রহের প্রতিবাদে আজ শান্তিপুর কলেজ টিচার্স কাউন্সিলের পক্ষ্যে থেকে কর্মবিরতি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ জুনঃ গতকাল নদীয়ার শান্তিপুর কলেজের অধ্যাপক নিগ্রহের প্রতিবাদে আজ শান্তিপুর কলেজ টিচার্স কাউন্সিলের পক্ষ্যে থেকে কর্মবিরতি ডাকা হয়, অন্যদিকে শিক্ষাকর্মীদের মার খাওয়ার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান বিক্ষোভে বসে শান্তিপুর কলেজের শিক্ষাকর্মীরা। অধ্যাপক নিগ্রহ আজ নতুন নয়,শান্তিপুর কলেজের ক্ষেত্রে,এর আগেও একাধিক বার নিগ্রহীত হতে হয়েছে আর তা থেকে বাদ যাননি মহিলা প্রিন্সিপালও। তবে অধ্যাপক কে বাঁচাতে এবার কলেজ শিক্ষা কর্মীবৃন্দও নিগৃহীত হয়েছে, তাই তারাও আজ কর্মবিরতির ডাক দিয়ে টিআইসির ঘরের সামনে বসে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায়।।তাদের দাবি চাকরি করতে এসে জীবনের নিরাপত্তা নেই চোখের সামনে একটি অধ্যাপক কে মারার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন দুজন কর্মচারী শুধু তাই নয় মহিলা এক শিক্ষা কর্মচারীর অভিযোগ শিক্ষার আঙিনায় মহিলা কর্মচারীদের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ চলতে থাকে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন তারাও। যদিও শনিবার হওয়ার কারণেই অনেক ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হয়নি তবে কলেজের স্বাভাবিক পাঠ এবং বিভিন্ন কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে, অধ্যাপকের লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী কলেজ ছাত্র এবং দুস্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে তারাও আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম বিরতি ঘোষণা করলেন কলেজের শিক্ষাকর্মী সহ টিচার্স কাউন্সিলের বিভিন্ন কর্মীরা। আর এই বিষয়ে নদীয়ার শান্তিপুর কলেজের বিশিষ্ট শিক্ষিকা গোপা ভট্টাচার্য্য এবং শান্তিপুর কলেজের শিক্ষক সমিতি সম্পাদক সুব্রত রায় আমাদের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে কী প্রতিক্রিয়া দিলেন শুনে নেব তার মুখ থেকে।

ঋণের বোঝা থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে পৃথক তহবিল গঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুনঃ দীর্ঘদিনের ঋণের বোঝা থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মাফিক একটি পৃথক তহবিল গঠন করা হয়েছে। 'কনসোলিডেটেড সিঙ্কিং ফান্ড' নামক এই তহবিলের অর্থ শুধুমাত্র দেনা পরিশোধের জন্যই ব্যবহার করা হবে বলে অর্থ দফতর জানিয়েছে। অন্য কোন খাতে এই তহবিলের অর্থ খরচ করা যাবে না বলেও রাজ্যের অর্থসচিব মনোজ পন্থের জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। এই তহবিলে অর্থ যোগানোর জন্য প্রতি বছর রাজ্য বাজেট থেকে একটি নির্দিষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হবে। সরকারি সম্পত্তি বেচে যে টাকা উঠবে, তা-ও এই তহবিলে জমা পড়বে। যে কোনও সরকারি টেন্ডারে অংশ নিতে গেলে প্রত্যেক ঠিকাদারকে সিকিউরিটি ডিপোজিট বা আর্নেস্ট মানি জমা করতে হয়। সেই বাবদ জমা করা টাকা এবং আদালতে জামিন নেয়ার সময় বন্ড বাবদ জমা করা অর্থ এই তহবিলে জমা পড়বে। পাশাপাশি এই তহবিলের আয়তন বাড়াতে এখানে জমা থাকা অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বন্ড সিকিউরিটি ও শেয়ারে বিনিয়োগ করারও সংস্থান রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য যাতে তাদের ঋণ শোধ করতে পারে সেজন্য দ্বাদশ অর্থ কমিশন এই বিশেষ তহবিল গড়ার পরামর্শ দিয়েছিল সেই মোতাবেক এই তহবিল গঠন করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন কুলতলিতে, গ্রেপ্তার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি , ৮ জুনঃ সন্দেহের বশে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার স্বামী। স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটামারি গ্রামে। অভিযুক্ত স্বামীর নাম বিপ্লব মন্ডল। মৃত স্ত্রী বিমলা মন্ডল। কিন্তু কী কারণে ঘটলো এই ভয়ঙ্কর ঘটনা? পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।অভিযোগ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই ঘটেছে এই ভয়ঙ্কর খুনের ঘটনা। জানা যায়, স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন করেন অভিযুক্ত বিপ্লব মন্ডল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার সন্ধ্যায় কাটামারির বাড়িতে স্ত্রী বিমলা মন্ডল ফোনে কথা বলছিলেন। আর এই সময় ফোনে কথা বলা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে তীব্র বচসা হয়। তখন স্বামী বিপ্লব বাড়িতে থাকা কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন স্ত্রীকে। তবে স্ত্রীকে খুন করে সে স্ত্রীর দেহের পাশেই বসে ছিলো। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতের স্বামীকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আর শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশের কাছে এই খুনের কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত স্বামী। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

সালিশি সভায় দুপক্ষের মধ্যে মারামারি কুলতলিতে, আহত দুপক্ষের কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি , ৮ জুনঃ পারিবারিক অশান্তি মেটানোর জন্য গ্রামে ডাকা হয়েছিল সালিশি সভা। কিন্তু সেখানে ডেকে এনে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল।আর এই ঘটনায় দুই পক্ষের মোট ১১ জন আহত হয়েছেন। আর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল সালিশি সভায় ডেকে এনেধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। ১১ জন আহতের মধ্যে মহিলারাও আছেন। ৭ জন গুরুতর আহত হন। তাদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় সূত্রে এও জানা গিয়েছে, সকাল থেকে দুই ভাইয়ের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। বিবাদে মেটাতে শুক্রবার সন্ধ্যে বাড়িতে সালিশিসভা ডাকে ভাই। আর সেখানে যেতেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় দাদা ও তার পরিবারের সদস্যদের উপর। গ্রামবাসীরাই আহতদের উদ্ধার করে জামতলার জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থার অবনতি হলে তাঁদেরকে কলকাতায় পাঠানো হয়।আর এই ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর গরানকাটি এলাকায়। অভিযোগ আরমান মল্লিকের সঙ্গে আমিনুদ্দিন মল্লিকের পারিবারিক গন্ডগোল হয়, সেখান থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত। দুই পক্ষই কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মণিপুরে ফের হিংসা, খুনের ঘটনা জিরিবামে, দুশতাধিক নাগরিককে ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তর

ইমফল, ৮ জুন ঃ মণিপুরে ফের হিংসা। জিরিবামের মংবুংখুল গ্রামের ৫৯ বছর বয়সি জনৈক সইবাম শরৎকুমার সিং নামের ব্যক্তির সশস্ত্র জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে জিরিবাম জেলা সদরে জিরি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ত্রাণ শিবিরে লামতাই খুনউ, দিবং খুনউ, নুনখাল, বেগরা এবং মংবুংখুল গ্রামের ২০০ জনের বেশি মেইতেই জনগোষ্ঠীয় পুরুষ-মহিলা সহ শিশুদের স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিকে ত্রাণ শিবিরের আশ্রিতদের ঘরবাড়ি সন্দেহভাজন জঙ্গিরা পুড়িয়ে দিয়েছে। আজ শনিবার সরকারিভাবে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, জিরিবাম শহর থেকে ৩০ কিলোমিটারের বেশি দূরবর্তী ওই গ্রামগুলিতে রাজ্য পুলিশ কমান্ডো সহ আরও নিরাপত্তা কর্মী পাঠানো হয়েছে।রাজ্য পুলিশের জনৈক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, জাতিগত হিংসাজর্জর মণিপুরের জিরিবাম জেলার অন্তর্গত মংবুংখুল গ্রামের মেইতেই জনগোষ্ঠীয় ৫৯ বছর বয়সি জনৈক সইবাম শরৎকুমার সিং নামের ব্যক্তি বৃহস্পিতবার বিকালে তাঁর খামারে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরেরদিন গতকাল শুক্রবার সকালে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হচ্ছে, শরৎকুমার সিংকে নৃশংসভাবে খুন করেছে সন্দেহভাজন জঙ্গি দল। পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা প্রতিশোধ নিতে একটি পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। কেবল তা-ই নয়, নির্বাচনের আগে যে সব লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র পুলিশ নিয়েছিল, সেগুলি ফিরিয়ে দিতে স্থানীয়রা জিরিবাম থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অফিসার জানান, মেইতেই, নাগা, কুকি, মুসলিম এবং অ-মণিপুরিদের সমন্বয়ে একটি বৈচিত্র্যময় জেলা জিরিবাম।

উত্তরপ্রদেশে ধন্যবাদ যাত্রা -র আয়োজন কংগ্রেস শিবিরের

লখনউ, ৮ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর এবার উত্তরপ্রদেশে 'ধন্যবাদ যাত্রা' করবে কংগ্রেস শিবির। সূত্রের খবর, সেখানে পা মেলাবেন রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস তথা ইন্ডি জোটের ভালো হওয়ার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস শিবির সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১১ থেকে ১৫ জুন উত্তরপ্রদেশে 'ধন্যবাদ যাত্রা'র আয়োজন করা হয়েছে।

সেই যাত্রায় রাহুল গান্ধি, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ সাধারণ কর্মী সমর্থকেরাও উপস্থিত থাকবেন। উত্তরপ্রদেশে রয়েছে ৪০৩টি বিধানসভা কেন্দ্র। প্রতিটি বিধানসভাতেই সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ।

ইট বোঝাই ট্রাক্টর ট্রলি উল্টে মৃত্যু মহিলার

মির্জাপুর, ৮ জুন ঃ এক ট্রলি চাপায় মৃত্যু হয়েছে এক মহলিার। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের চিল থানার অন্তর্গত তিলাঠি গ্রামের কাছে। একটি ইট বোঝাই ট্রাক্টর ট্রলি আচমকা উল্টে যায়। সে সময় পাশে থাকা এক মহিলার উপর পড়ে। ঘটনায় স্থানিয়রা গাড়ি সরিয়ে ওই মহিলাকে কোনা ক্রামে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় ট্রলির নিচে চাপা ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার গভীর রাতে তিলাঠি গ্রামের কাছে একটি ট্রাক্টর ট্রলিতে ইট বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিলেন চালক। রাস্তার ধারে শিব কুমারের স্ত্রী সঞ্জু দেবী (৩২) আরও চার মহিলার সাথে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ট্রাক্টর উল্টে ট্রলির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয় সঞ্জু। পরিবারের লোকজন তাকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য বিভাগীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সঞ্জু দেবীর মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে।

সংস্কারের পর প্রায় নবনির্মিত থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুনঃ সংস্কারের পর প্রায় নবনির্মিত থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল হাওড়ায়। হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডে অবস্থিত ডাঃ শীতলচন্দ্র ঘোষ ল্যাবরেটরি ভবনের আমূল সংস্কারের পর প্রায় নবনির্মিত থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। শনিবার সকালে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার কমিশনার শ্রুতিরঞ্জন মোহান্তি, মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য

বিশিষ্টরা। ডা.সুজয় চক্রবর্তী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া পুরসভার তত্ত্বাবধানে একটি থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল চলে। কিছুদিন আগে এখানে রোটারি ক্লাব, কলকাতার সহযোগিতায় একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়। রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় সেই থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল পুনঃসংস্কার করা হল। সার্বিকভাবে এখানে সংস্কার হয়েছে। হাওড়া পুরসভা এবং রোটারি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীরা সুবিধে পাবেন। আগামীদিনে এখান থেকে রোগীদের আরও ভালো পরিষেবা দিতে পারা যাবে।

এদিন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় এই থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন। আগামীদিনে শুধু হাওড়ার নয়, অন্যান্য জেলার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা এখান থেকে সুবিধা পাবে।

জিরিবামে পুলিশ ফাঁড়ি, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ জঙ্গিদের, মোতায়েন আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী

জিরিবাম (মণিপুর), ৮ জুনঃ মণিপুরের হিংসাজর্জর জিরিবামের একটি পুলিশ ফাঁড়ি এবং নাগরিকদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে জঙ্গিদল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আজ শনিবার ইমফল থেকে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার ভোররাতে সশস্ত্র জঙ্গিরা জিরিমুখ পুলিশ ফাঁড়ি, জিরিমুখ ফরেস্ট বিট এবং বরাক নদীর তীরবর্তী ছোটবেকরা পুলিশ চেক পোস্ট সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া, লামতাইখুনউ, লুকোইপুং, নারায়ণপুর এবং বুংতাংখাল এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে জঙ্গিরা।

ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে, জানিয়েছে সরকারি সূত্র।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জিরিবামের মংবুংখুল গ্রামের ৫৯ বছর বয়সি জনৈক সইবাম শরৎকুমার সিং নামের ব্যক্তির সশস্ত্র জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে জিরিবাম জেলা সদরে জিরি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ত্রাণ শিবিরে লামতাই খুনউ, দিবং খুনউ, নুনখাল, বেগরা এবং মংবুংখুল গ্রামের ২০০ জনের বেশি মেইতেই জনগোষ্ঠীয় পুরুষ-মহিলা সহ শিশুদের স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়া ত্রাণ শিবিরে আশ্রিতদের গ্রামের ঘরবাড়ি সন্দেহভাজন জঙ্গিরা পুড়িয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

জিরিবাম শহর থেকে ৩০ কিলোমিটারের বেশি দূরবর্তী ওই গ্রামগুলিতে আজ শনিবার সকালে রাজ্য পুলিশ কমান্ডো সহ নিরাপত্তা কর্মী পাঠানো হয়েছিল। এর পর বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের জনৈক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, জাতিগত হিংসাজর্জর মণিপুরের জিরিবাম জেলার অন্তর্গত মংবুংখুল গ্রামের মেইতেই জনগোষ্ঠীয় ৫৯ বছর বয়সি জনৈক সইবাম শরৎকুমার সিং নামের ব্যক্তি বৃহস্পিতবার বিকালে তাঁর খামারে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

পরেরদিন গতকাল শুক্রবার সকালে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হচ্ছে, শরৎকুমার সিংকে নৃশংসভাবে খুন করেছে সন্দেহভাজন জঙ্গি দল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮৯ সংখ্যা, রবিবার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

জনসেবক প্রধানমন্ত্রী কৈ ?

মোদির পরাজায় মানেই হল হিন্দুত্বের পরাজয় বলে বিজেপি দল প্রচার করতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করেছে ভারত ভাগ হয়েছে কিসের ভিত্তিতে? ভারত ভাগ হয়েছে হিন্দু মুসলমান ওপরে ভিত্তি করে। ভারত থেকে বহু ইসলাম ধর্মী মানুষ পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেনি। কিন্তু পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলিম ভাগ হয়েছে। বাংলায় তা হল না। বাংলায় হিন্দু মুসলিম ভাগ করার কথা থাকলেও তা থমকে গিয়েছিল। কাশ্মীরের বেশ কিছু অংশ দখল করে নিল পাকিস্তান। সেখান থেকে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের বিতারিত করে দিল সেখনকার প্রভাবশালী মুসলিমরা। তারা কাশ্মীরকে একটি ইসলামিক দেশ হিসাবে স্থাপিত কররা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু নেহরুর ব্যালান্স রাজনীতিতে সেটা সম্ভব হয়নি। বিশ্বের সমস্ত ইসলামি দেশগুলি ভারতের লোকসভার নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি জঙ্গি হামাসকে নিন্দা করে ইজরায়েলকে সমর্থন করলে ইসলামিক দেশগুলি মোদি বিরোধীতে পরিণত হয়। মোদির একচেটিয়া রাজনীতি গ্রহণ করাটার মধ্যে একটি বড় ভুল ছিল। তাঁর গত পাঁচ বছরে উচিত ছিল দেশের সমস্যার ব্যাপারে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করে তার সমাধান সূত্র বের করা। তাহলে কৃষি বিল ব্যর্থ হতো না। নোট বন্দিও ব্যর্থ হতো না। কালা টাকা ঘরের লোকেদের কাছেই রয়েছে সেটা প্রমানিত হয়ে গেল।দেশের মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী নেতাদের ঘরেই কালো টাকার পাহাড় তৈরি হয়ে রয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের সময়ে যে সব আর্থিক দুর্নীতি হয়েছিল তার কোনও তদন্ত কমিশন বসিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল? তা করেনি। সধারণ মানুষের হাতে টাকা নেই। তারা খেতে পড়তে পারছে না। গরিবি হঠাও অভিযানকে সফল করে তোলার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বয়স্ক ব্যক্তিদের রেল ভাড়ার ওপরে যে ছাড় ছিল তা তুলে দিয়েছিল করোনার অজুহাত তুলে। মানব সেবা করার পরিবর্তে দেব দেবীর সেবা করতে শুরু করেছিল। দেব দেবীর সেবাকে সফল করতে গেলে মানুব সেটা করতে হবে সেটা স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছিলেন। তিনি কন্যাকুমারীতে ধ্যানে বসলেন তখন কি তিনি একবার চিন্তা করেছিলেন কত পরিযায়ী শ্রমিক রাস্তায় পড়ে মারা গিয়েছে? এখন কত লোক অর্ধাহারে দিন কাটায়। তিনি বিদেশে যান শিল্পপতিদের সঙ্গে নিয়ে। সেখানে শিল্পনীতি ছাড়া কোনও কথা বলেন না। পণ্ডিত নেহরু পিএল৪৮০ এর মধ্যে আমেরিকা থেকে গম চিনি মিল্ক পাউটার নিয়ে দেশের জনগণেকে বিনা পয়সায় বিতরণ করেছিলেন। করোনা টিকা গ্রহণ করতে হবে মূল্য দিয়ে তা মোদি নিজের মুখ দিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরে তিনি মার্কিনদাতার চাপে পড়ে বিনামূল্যে সবাইকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখন তিনি ভোট পাওয়ার জন্য 'মোদি কা গ্যারান্ট' আওয়াজ দিতে শুরু করেছেন।

এভারেস্টে হিলারী-তেনজিং

তেনজিং নোরগে (নেপালী) ২৯ মে, ১৯১৪ - ৯ মে, ১৯৮৬ এবং একজন নেপালী শেরপা পর্বতারোহী ছিলেন তিনি এবং এডমন্ড হিলারি ১৯৫৩ সালের ২৯ শে মে যৌথভাবে বিশ্বে সর্বপ্রথম পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট পর্বত জয় করেন। তেনজিং নোরগের নামগ্যাল ওয়াংদি। প্রধান পেশা পর্বতারোহী। জন্ম ২৯ মে ১৯১৪ খুম্বু, নেপাল। মৃত্যু ৯ মে ১৯৮৬ (বয়স ৭১)। দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। জাতীয়তা নেপালী নেপাল, ভারতীয় ভারত। পেশাগত তথ্য শুরুর বয়স ১৯ বছর শুরুর পেশা মালবাহক। উল্লেখযোগ্য আরোহণ এভারেস্ট পর্বত- বিশ্বে সর্বপ্রথম আরোহণ, ১৯৫৩। বিখ্যাত জুটি এডমন্ড হিলারি। পরিবার দম্পতি দাওয়া ফুটি, আং লামু, দাক্কু। সন্তান পেম পেম, নিমা, জামলিং, নোরবু। প্রথম জীবন নামগিয়াল ওয়াংদি ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের শেষের দিকে নেপালের শোলোখুম্বু জেলার ত্সে-ছু গ্রামে এক শেরপা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার জন্মতারিখ সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন, পরবর্তীকালে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মে তিনি এভারেস্ট পর্বত জয় করার পরে সেই দিনকে নিজের জন্মদিন বলে ঘোষণা করেন। তার পিতার নাম ছিল খাংলা মিংমা এবং মাতার নাম দোকমো কিন-জোম। রংবুক বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান লামা ঙ্গাগ-দ্বাং-ব্স্তান-দ্জিন-নোর-বু(ওয়াইলি gag dbang bstan dzin nor bu তার নাম পরিবর্তন করে তেনজিং নোরগে নাম রাখেন। ছোটবেলায় তেনজিংকে স্থানীয় এক বৌদ্ধমঠে লামা হওয়ার জন্য শিক্ষিনবিশী করতে পাঠানো হয় কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তেনজিং বাড়ি পালিয়ে আসেন। ১৩ বছর বয়সে তিনি বাড়ি থেকে কাঠমান্ডু পালিয়ে যান এবং ছয় সপ্তাহ পরে ফিরে আসেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তেনজিং বারো জন সঙ্গীর সাথে দার্জিলিং শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন কিন্তু ভারত-নেপাল সীমান্তে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে তেনজিংকে এক স্থানীয় নেপালী আশ্রয় দেন। সেখান থেকে তেনজিং দার্জিলিংয়ের নিকটবর্তী আলুবাড়ীতে যান ও দুধ বিক্রি শুরু করেন। এর মধ্যে হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ব্রিটিশ এভারেস্ট পর্বত অভিযানে মালবাহকের কাজ পেতে ব্যর্থ হন। এর পর তিনি তার বাড়ি ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে তেনজিং আবার দার্জিলিং পালিয়ে আসেন এবং টংসুং বস্তিতে বসবাস শুরু করেন। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে দাওয়া ফুটি নামে এক শেরপা মেয়েকে বিবাহ করেন। তেনজিং এর লক্ষ্য ছিল ওভারেস্টে জয় করা। সুযোগ নিলেন হিলারী

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

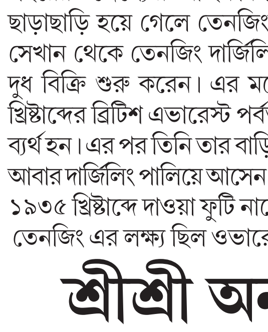

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে।পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না।

'আন্তর্জাতিক বৈদেশিক কূটনীততে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে ভারত এবং বাংলাদেশ 'আম'কে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের জাতীয় ফল হচ্ছে আম। বনের পশুদের রাজা যেমন সিংহ। ঠিক তেমনি 'আম' বলা হয়ে থাকে ফলের রাজা। এই আমের প্রশংসা করেছেন কবি জয়দেব। তিনি তো গ্রাম বাংলার মানুষ ছিলেন। ফলে তাঁর কাছে আম অতি প্রিয় ফল ছিল। গ্রীক বীর আকেকজান্ডার ভারত জয় করতে এসে আমের স্বাদ গ্রহণ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বেশ কিছু আমের আটি নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রীস দেশে মাটিতে পোঁতার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্যবিলনের পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে সেই আমের বীজ গ্রীস দেশে গিয়ে পৌঁছে ছিল কিনা সেই সময়ে তার কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে গ্রীস দেশে পরে আম বীজ গিয়েছিল। আমের স্বাদ পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে। বাংলায় যে আমের স্বাদ পাওয়া যায় তা কিন্তু অন্য দেশে বীজ বোপন করলেও সেই গাছ থেকে একই রকম স্বাদ পাওয়া সম্ভব হবে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পরিবেশ এবং আবহাওয়া। বাংলার পরিবেশের সঙ্গে অন্য দেশের পরিবেশের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তার ফলে আমের স্বাদের পরিবর্তন হয়ে থাকে। চিন দেশও বহু আম বীজ ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার আমের স্বাদ কিন্তু বাংলার মতো সুস্বাদু হয় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আবহাওয়া এবং পরিবেশের ওপরে আমের স্বাদ নির্ভর করে। মোঘল সম্রাট আকাবরের আম অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি বিহারের দ্বারভাঙায় এক লক্ষ আমের চাড়া লাগিয়েছিলেন বলে জানতে পারা যায়। ভারত আম উৎপাদন শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে। সম্রাট সাজাহান তাঁর প্রিয় বেগম মমতাজকে বেগম মহলে আম পাঠাতেন। ভারতে আম উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশ ভালো থাকলে ভারতে মোটামুটি ৭০০.০০০ টন আম উৎপাদন হয়ে থাকে। আর পরিবেশ যদি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তাহলে ৫০০.০০০ টন আম উৎপাদন হয়। এর বায়োলজিক্যাল নাম হচ্ছে 'ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা'। বাংলার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়েছিল পলাশির আম বাগনে ১৭৫৭ সালে। ইরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়েছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা। তখন পলাশিতে বিশাল আম জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে গোপনে কামান রেখে ইংরেজরা নবাব সিরাজকে পরাস্ত করে। নবাব পরাজিত হয়ে বাংলা ত্যাগ করেন এবং আততায়ীর দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। তারপরে বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসন চালু হল। বাংলায় ব্যবসা বৃদ্ধি করতে সেই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ইংরেজ রাজারা সেনা দিয়ে সাহায্য করতেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ আম ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে আম পাঠাতেন উপ ঢৌকন হিসাবে। ওয়ারেন হেস্টিংসও আম খেয়ে প্রশংসা করে গিয়েছেন। বাংলায় ইংরেজ শাসকেরা আম ভক্ত ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রানি ভিক্টোরিয়ার জন্য আম পাঠাতেন বিলাতে। রানি ভিক্টোরিয়া প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। সম্মান দিতেন। লর্ড ডালহৌসি, লর্ড বেন্টিঙ্ক আম খেতে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। রাজা রামমোহন রায়ের দুপুরের খাওয়ার সময়ে পাতে আম থাকতো। জানা যায় লর্ড ক্লাভ বিলাতে ফিরে যাওয়ার সমেয বেশ কয়েক ঝুড়ি আম নিয়ে জাহাজে উঠেছিলেন। কলকাতার শহরের পত্তনকারী জব চার্নক হিন্দু সতী বিবাহ করেছিলেন। ফলে তাঁর কাছে আম আর বাংলার মাছ অতি প্রিয় খাদ্য হয়ে ওঠে। সি৭াবিদ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের খাদ্য তালিকা আম থাকতো। বাংলায় যেসব বিদেশিরা এসেছে তারা সবাই আমের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। আবার আমের বীজও সংগ্রহ করে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবিতা 'দুই বিঘা জমি'তে আমের উল্লেখ রয়েছে। 'দুই বিঘা জমির মালিক' উপেন বাংলা ত্যাগ করেছে জমিদার মিথ্যা মামলা করে তার জমি কেড়ে নিয়েছে। তখন উপেন জন্মভূমি ছাড়া। তিনি সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। " মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে, /তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে"। কিন্তু সারা দেশ ঘরে উপেন কোথাও জন্মভূমির মতো ভালোবাসা আর কোথাও লাভ করতে পারলো না। সেই কারণে আবার জন্মভূমির দিকে তার মন আকর্ষিত হতে থাকলো। জমিদারের হতে পড়ে উপেনের দুই বিঘা জমি সাজসজ্জায় সজ্জিত যা দেখে উপেন একেবারে ক্ষিপ্ত। "কল্যাণময় ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি। / যত হাসো আজ, যত করো সাজ, ছিলে দেবী- হলে দাসী।" কি অপূর্ব বাংলার প্রাকৃতি সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন কবি। বাঙালি মানব মনের সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির সুসম্পর্ক কবি বর্ণনা করছেন। "পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ- /স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল নিশীথ শীতলস্নেহ।" বাংলার প্রকৃতিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং মনের মধ্যে বাংলার সৌন্দর্যের যে অপরূপ অনুভূতি তৈরি হয়েছে তা তিনি সযত্নে আলপনায় অঙ্কিত

করে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। আম গাছের তলায় এসে উপেন বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকলেন। "সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাইকো ঘুম, / অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।" শৈশবের স্মৃতি উপেনের মনে আসতে থাকলো। উপেনকে সবাই ভুলে গেলেও তার কথা কিন্তু সেখানকার পরিবেশ ভুলে যায়নি বলে কবির মনে হল। "সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে, দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে। / ভাবিলা মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা। স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।" কিন্তু পরিবেশ তাকে চিনলেও বাগানের মালি তাকে চিনল না। তার ফলে তাকে পাকড়াও করলো। উপেন বলছে-" কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব-/ দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব।" ধরে নিয়ে গেল মালি তাকে জমিদারের কাছে। জমিদার রেগে তাকে খুন করার হুমকি দিল। জমিদারের সেই কথা শুনে উপেন এবার ভিগ মাঙছে-" আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিগ মাগি মহাশয়!' বাবু কহে হেসে, 'বেটা সাধবেশে পাকা চোর নিশ্চয়!' আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে- তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।।" বঙ্গভূমিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি কবিতা রচনা করেছেন সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতাটি হচ্ছে 'দুই বিঘা জমি' (রচনাকাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি এই কবিতায় বাংলাকে চিনতে আম ফলের ব্যবহার করেছেন। আর তো বহু ফল ছিল। কিন্তু সেই সব ফলের নাম তো তিনি স্মরণ করেননি। বাংলাকে চিনতে পারা যায় আমের মধ্যে দিয়ে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলার সেরা ফল হল আম সেটা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলার আম অতি প্রিয় ছিল নজরুল ইসলাম। তিনি বাংলার বাংলা থেকে উঠে আসা কবি। ফলে তাঁর কাছে স্বাভাবিক ভাবেই আম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিপ্লবী অরবিন্দ ছোটবেলা থেকেই বিলাতে মানুষ। তিনি বাংলার আম সম্পর্কে কোনও সাম্যক ধারনা ছিল না। বাংলায় এসে তিনি আম ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন দল'-এর বিপ্লবীরা আমকে বাংলার সেরা ফল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ আম রসিক ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা আমের স্বাদ গ্রহণ করে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে এই রকম সুস্বাদু ফল বাংলায় উৎপন্ন হতে পারে। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর আম ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িতে যেমন আম গাছ লাগিয়েছিলেন, পাশাপাশি তিনি যখন কার্মাটাড়ে গিয়ে যেখানে বাড়ি করলেন তখন সেখানে বেশ কয়েকটি আম গাছ লাগিয়েছিলেন। সেখানে আজও একটি বড় আম গাছ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এটা বিদ্যাসাগরের নিজের হাতে পেঁতা আম গাছ। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও আম ভক্ত ছিলেন। 'পথের পাঁচালি' রচনাকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আম প্রিয় মানুষ ছিলেন। 'আম আঁটির ভেঁপু' তাঁর একটি বিখ্যাত ছোটদের জন্য রচনা। 'পথের পাঁচালি' থেকে নেওয়া হয়েছে অপু এবং দুর্গার ছেলেবেলার কাহিনীকে অবলম্বন করেই। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ির অন্দর মহলে আবার আমের খুব কদর ছিল। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সেখানকার পুরুষ এবং মহিলা সদস্যরা ভাতের সঙ্গে আম খেতেন। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন, "আমসত্ত দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি, সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে। হাপুস হুপুস শব্দ চারদিক নিঃশব্দ, পিঁপড়ে কান্দিয়া যায় পাতে।" খুব ছোটবেলায় রবীন্দ্র নাথ এই কবিতাটি লিখেছিলেন। তাহলে বুঝতে পার যাচ্ছে যে ঠাকুর বাড়িতে আম নিয়ে চর্চা হতো। বাংলায় যারাই বসবাস করেছেন তারা প্রত্যেকেই আমের ভক্ত ছিলেন। তাঁরা আবার গুণগানও করে গিয়েছেন। শোনা যায় চিন দেশের দুই পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাং। তাঁরাও আম গ্রহণ করেছেন। তখন বাংলা বিহার ওড়িশা এই তিনটি রাজ্য নিয়ে বৃহৎ বঙ্গ রচিত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আম ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পার্ষদদের মাঝে মধ্যে আম খাওয়াতেন। তবে বাংলায় সবেচেয়ে বেশি আম সুস্বাদু হয় মুর্শিদাবাদ এবং মালদার। এখনকার আম বিখ্যাত। বিশ্বের বহু রাষ্ট্র নায়েকেরা ভারত সরকার থেকে আম উপহার হিসাবে পেয়ে থোকেন। সেই সব বিখ্যাত আম ভারতীয় দূতাবাস থেকে রাষ্ট্র নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেওযা হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর সময়ে চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারত সফর এলে আম খেয়ে প্রশংসা করেছিলেন। তারপরে চিন দেশ আমের বীজ নিয়ে গিয়েছিল তাদের দেশে চাষ করে আমের ফলন বৃদ্ধি করতে। তবে পরিবেশ বলে একটি কথা রয়েছে।

ভারতে যে আম সুস্বাদু হবে তা কিন্তু চিন দেশে উৎপন্ন হলে সেই রকম স্বাদ পাওয়া খুবই কঠিন হবে। তবে এখন কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে আমের ফলন বৃদ্ধি করছে বটে কিন্তু বাংলার আমের মতো স্বাদ পাচ্ছে না। জাপান বহুবার চেষ্টা করেছিল আমকে সারা বছরের ফলে পরিণত করতে। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি। ফুলকপি, বেগুন থেকে শুরু করে টোমাটো প্রায় সব সবজিকে সারা বছর ধরে চাষিরা যাতে উৎপন্ন করতে পারে এবং অধিক ফলন যাতে হয় তার জন্য হাইব্রিড বীজ বের করে ফেলেছে। সেই সব হাইব্রিড বীজ দিয়ে বাংলার চাষিরা চাষ করে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সবজি ফলাতে শুরু করেছে। এখন আর শীতকালীন সবজি বলতে খুবই কম রয়েছে। সেগুলোকে শীতকাল ছাড়া করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এখন ফুলকপি, বাধাকপি সারা বছর ধরে বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু আম সারা বছর ধরে উৎপন্ন করা চলবে না। একমাত্র গরম কালেই আম উৎপন্ন হতে পারে। আম গাছ ফলন দিতে যে তাপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রকৃতির ওপরে এর জন্য নির্ভর করে থাকতে হয়। আমের বিভিন্ন জাত রয়েছে। ল্যাংলা, ফজলি, আলফানসো, চৌসা, কারাবাও ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের আম রয়েছে। আম দিয়ে আচার, কাঁচা আমের চাটনি, আমের সরবত বিখ্যাত। আবার কোনও কোনও বাড়িতে আমের ডালনা থেকে শুরু করে আম মাছের পদ রচনা করে থাকে। আমের উৎপাদনকারী দেশের নামে হচ্ছে চিন, ইন্দোনেশিয়া, পকিস্তান, বার্মা, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, নাইজেরিয়া, মেক্সিকো। তবে আরও বেশ কয়েকটি দেশ আম নিয়ে গবেষনা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা সেখানে বীজ তোলা তৈরি করে আম চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সব দেশের মধ্যে রয়েছে ভিয়েতনাম, ইজরায়েল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য প্রতি বছর আম পাঠান। তিনি আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও আম পাঠিয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। আমেরিকার হোয়াইট হাইসে আম গিয়ে উপস্থিত হয়। রাশিয়ার ক্রেমলিনে পুতিনও আবার আম থেকে খুবই পচ্ছন্দ করেন। এবারে নয়া কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি হওয়ার সময়ে ফলের ঝুড়িতে আম থাকবে। যেসব বিদেশি কূটনীতিবিদেরা আম খেতে পচ্ছন্দ করেন তারা আম থেকে পারবেন বলেও বিদেশ মন্ত্রক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মোঘল সাম্রাজ্যে প্রভাবশালী মহিলা নূরজাহান

বিশেষ প্রতিবেদক

নূরজাহান কিংবদন্তি মুঘলসম্রাজ্ঞী ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান মহিষী ছিলেন। একজন বলিষ্ঠ, সম্মোহনী ও উচ্চশিক্ষিতা নারী হওয়ায় তাকে ১৭শ শতাব্দীর বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী ভাবা হয়। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশতম ও সর্বাপেক্ষা প্রিয়া স্ত্রী ছিলেন যিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে রাজত্ব করেন। তাদের ভালোবাসা অনেক কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং একদা বলেছিলেন, তআমার রাজ্য আমি এক পেয়ালা মদ আর এক বাটি সুরুয়ার বিনিময়ে আমার প্রিয় রানীর কাছে বেচে দিয়েছি।দ এই রানী আর কেউ নন সম্রাজ্ঞী নুর জাহান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ৩০ জন মুখ্য পত্নীর মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় এবং ২৫ তম পত্নী ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় সম্রাটের উপর তার কতখানি প্রভাব ছিল। সম্ভবত তিনিই একমাত্র নারী যার কোনো মুঘল সম্রাটের উপর এতখানি প্রভাব বিদ্যমান ছিল। নূরজাহান ছিলেন একইসাথে মার্জিত, শিক্ষিত, বুদ্ধিমতি ও কর্তৃত্বপরায়ণ সম্রাজ্ঞী। তার সাথে যোগ হয়েছিল তাঁর নিগুঢ় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। স্বামীর সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল নূরজাহানের। তিনি জানতেন কী করে কাজ আদায় করতে হয়। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সাথে রুপের উৎকর্ষতা ও তুখোড় কূটনৈতিক বিচক্ষণতা নূরজাহানকে এক স্মরণীয় নামে পরিণত করেছে। নূরজাহানের জন্ম ১৫৭৫ সালে। তার আসল নাম মেহের-উন-নিসা। পারস্যের অভিজাত বংশীয় মির্জা গিয়াস বেগ ছিলেন তাঁর পিতা। নিজের দুর্দিনে ভাগ্যের অন্বেষণে ভারতবর্ষে পাড়ি জমিয়েছিলেন মির্জা গিয়াস বেগ। কান্দাহারে পৌঁছানোর পরেই তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী কন্যা মেহের-উন-নিসার জন্ম দেন আজকের এই দিনে। তখন সম্রাট আকবরের শাসনকাল চলছিল। এক বন্ধুর সহযোগিতায় গিয়াস বেগ সম্রাট আকবরের দরবারে কাজ পান। নিজ মেধার জোরে খুব দ্রুত তিনি দরবারে গুরুত্ব লাভ করেন। নূরজাহান ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রণয়ঘটিত নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে উপমহাদেশ জুড়ে। জানা যায়, তরুণী নূরজাহান বা মেহের-উন-নিসাকে দেখেই তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন শাহজাদা সেলিম বা জাহাঙ্গীর। কিন্তু সম্রাট আকবর এ সম্পর্ক মেনে নেননি। তিনি তড়িঘড়ি করে নিজের বাহিনীতে কর্মরত ইরানী সমরনায়ক শের আফগান আলী কুলি খান ইসতাজলুর সাথে ১৭ বছর বয়সে মেহের-উন-নিসার বিয়ে দিয়ে দেন। এরপর তাদের

পাঠিয়ে দেয়া হয় সুদূর বর্ধমানে। জাহাঙ্গীর সম্রাট হবার অনতিকাল পরে শের আফগান রাষ্ট্রবিরোধী ও বিদ্রোহমূলক কর্মকান্ডের সাথ জড়িত হয়ে পড়লে সম্রাটের বাহিনীর হাতে নিহত হন তিনি। আবার অনেকে বলে থাকে, এককালের প্রণয়িনীকে পাবার জন্যই গোপনীয় ঘাতক পাঠিয়ে শের আফগানকে হত্যা করেন জাহাঙ্গীর।

তবে ঘটনা যা-ই হোক, নূরজাহানের প্রথম স্বামীর বিয়োগ ঘটে। শের আফগানের ঔরসে লাডলী বেগম নামে এক কন্যারও জননী হন তিনি। ১৬০৭ সালে শের আফগানের মৃত্যুর পর নূরজাহান ও তার মেয়ে লাডলী বেগমকে আগ্রায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে মুঘল হেরেমের কর্ত্রী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সৎ মা এবং সম্রাট আকবরের প্রধান স্ত্রী রুকাইয়া বেগমের সেবায় তিনি নিয়োজিত হন। মরহুম স্বামীর জীবদ্দশায় তৈরি রাজনৈতিক শত্রুদের থেকে নিরাপত্তার জন্য নূরজাহান নিজেই মুঘল দরবারের আশ্রয় প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তার স্বামী রাজদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এবং তার কন্যা মুঘল দরবারে যথেষ্ট সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেন। রানী রুকাইয়া বেগমের সাথে বিচক্ষণ নূরজাহানের গড়ে তোলা সুসম্পর্ক এর পেছনে বিশাল ভূমিকা রাখে।

নূরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের আকর্ষণ যে অনেক আগে থেকেই ছিল, এটা সব সূত্রেই জানা যায়। তখন জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ছয় বছর চলছে। ১৬১১ সালের ২১ মে সন্ধ্যায় শাহী মহলের মীনা বাজারে নওরোজের উৎসব দেখতে বের হন সম্রাট। ইরানী সংস্কৃতি অনুযায়ী নওরোজ হলো নববর্ষ বরণ উৎসব। এখানেই এক পোষাকের দোকানে এসে চমকে যান জাহাঙ্গীর। দোকানী রুপসী এক ইরানী কন্যা। এত বছর পরেও মেহের-উন-নিসাকে চিনতে একটুও অসুবিধা হয়নি সম্রাট জাহাঙ্গীর এর। তৎক্ষনাৎ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন জাহাঙ্গীর। সেই মাসেরই ২৫ তারিখে, আরবী ১২ রবিউল আউয়াল ১০২০ হিজরী তারিখে মেহের-উন-নিসাকে বিয়ে করে মহলে নিয়ে আসেন জাহাঙ্গীর। নতুন স্ত্রীর রুপে মুগ্ধ হয়েই হয়তো তাঁর নাম দেন 'নূর মহল' (মহলের আলো)। বিয়ের পাঁচ বছর পর, ১৬১৬ সালে এই নাম পরিবর্তন করে সম্রাট স্ত্রীর নাম দেন 'নূর জাহান' (জগতের আলো)। শুধু একটি মহলই নয়, মেহের-উন-নিসার কীর্তি ও মহিমা মহল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে। তাই 'নূর মহল' নামটিতে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায়নি। নূরজাহানই একমাত্র মুঘল সম্রাজ্ঞী যিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামের পাশে নূরজাহানের নাম বড়ই সুন্দরভাবে তখনকার মুদ্রায় স্থান পেতো। নূরজাহানের কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তা কতো গভীর ছিল এ থেকে সহজেই অনুধাবনযোগ্য। নূরজাহানের পিতা ও তার ভাই যথাক্রমে অর্থ আত্মসাৎ ও বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত দোষী সাবস্ত হয়েছিলেন। নূরজাহান তার প্রভাব খাটিয়ে সম্রাটকে প্ররোচিত করেন তাদের ক্ষমা করে দিতে। শুধু তা-ই নয়, তার পিতাকে দরবারে প্রধান দিউয়ানের পদে উন্নীত করা হয়। নিজের পরিবার পরিজনদের অনেককেই তিনি নিজ প্রভাব বলে প্রশাসন ও বিচার সম্বন্ধীয় উচ্চপদস্থ স্থানসমূহ দান করেন। খান-ই-সামানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হয় তার ভাই আসফ খানকে। এই আসফ খানেরই মেয়ে ছিলেন মমতাজ, যার জন্য জাহাঙ্গীর পুত্র শাহজাহান তাজমহল বানিয়েছিলেন। সিংহাসনের সাথে নিজের সংযোগ বজায় রাখার জন্য তিনি ভাইয়ের মেয়ে মমতাজের সাথে সম্রাটের এক পুত্র শাহজাহানের এবং নিজের প্রথম পক্ষের মেয়ে লাডলী বেগমের সাথে সম্রাটের আরেক পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহকে প্রভাবিত করেন। ঘটনাবহুল মুঘল বংশের ইতিহাসে নূরজাহানের কীর্তিও কম নয়। সবাই জানতেন

পাঠকের দরবারে

অভিনেতা রাধা মাধব কর

কলকাতায় ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলেও তাঁর আকর্ষণ গান-বাজনার দিকে। বাঁশির সুর খুব আকৃষ্ট করত। পরীক্ষার ফি'র টাকায় বাঁশি কিনে অভিভাবকদের তিরস্কারের মুখে পড়ে অভিমানে মায়ের টাকা আত্মসাৎ করে বিলেতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিচয় দিতে গৌরচন্দ্রিকা না করে বলা যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম স্বনামধন্য ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর (আর জি কর)। আর ভাই রাধামাধব ছিলেন বাংলায় সাধারণ থিয়েটার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, অভিনয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে সমান পারদর্শী। রাধামাধব ছোটবেলা থেকেই বেশ ডানপিটে স্বভাবের,জল ভর্তি ঘড়ায় দড়ি বেঁধে সেই ঘড়া দাঁতে করে তুলতেন। প্যারালাল বার, হরাইজেন্টাল বারের খেলায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। রাধামাধবের পিতা ডাঃ দুর্গাদাস কর ঢাকায় থাকার সময়ে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিশোর রাধামাধবের দীনবন্ধুর স্নেহসান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়। রাধামাধবের পিতা যখন কলকাতায় আসেন তখন ধনীলোকদের বাড়িতে যাত্রা, তরজা, কবিগানের সঙ্গে থিয়েটারের আসল বসত। রাধামাধব বাড়ির গুরুজনদের লুকিয়ে এই সব আসরে হাজির হতেন। লেখাপড়ায় তাঁর মনো যোগের অভাব দ্রুত বুঝতে পেরে পিতা তাঁকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই সময়ে তিনি শোভাবাজার বন্ধুদের সাথে অভিনয় করেন ইংরেজি নাটক Beauty and the Beast। হেয়ার স্কুলে যখন রাধামাধব পড়তেন তখন তাঁর পিতাকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিঠি দিয়ে জানান স্কুল থেকে ছেলেকে সরিয়ে নিতে,কারণ এক মারপিটে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অতএব হেয়ার স্কুল থেকে হিন্দু স্কুল সেখান থেকে ডাফ স্কুল। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে ফি'র টাকা নিলেন। তবে সেই টাকা জমা না দিয়ে বহুদিনের সাধ মেটান এক ফ্লুট বাঁশি কিনে। বাড়ির লোকজন এই ঘটনা জেনে তাঁকে শাস্তি দিলে রাধামাধব মনে মনে অন্য ফন্দি আঁটলেন। মায়ের বাক্স ভেঙে হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। উদ্দেশ্য বিলেত যাবেন। ছেলের কীর্তি পুলিশকে জানান পিতা। শেষে জামালপুর স্টেশন থেকে রাধামাধবকে পুলিশ উদ্ধার করে। রাধামাধব পড়াশোনা চিরকালের মত বন্ধ করে সুরের সাধনায় মেতে উঠলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম উদ্যোক্তা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায় সঙ্গে রাধামাধব, যোগেন্দ্র মিত্র তিন জন মিলে বাগবাজারে একটা কনসার্টের দল খুললেন। কিছুদিন পরে ওই দলে যোগ দিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ও ধর্মদাস সুর। এই দলটা নানা সংগীতের আসর থেকে যাত্রা থিয়েটারে বাজাতে শুরু করে। তবে বাগবাজার অ্যামেচার কনসার্ট দল নিয়ে রাধামাধব, নগেন্দ্রনাথরা সন্তুষ্ট হলেন না। ১৮৬৮ সালে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার নাম দিয়ে তারা নাটকের দল গড়লেন। থিয়েটার গড়লে হবে কি থিয়েটার করার মত টাকা নেই। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক আসরে অভিনয় করা হল। ওদিকে থিয়েটার করার বাসনা, ঠিক হল যেভাবে হোক অল্প খরচে মঞ্চ বেঁধে সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ি মঞ্চ বেঁধে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ হল। নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র,অটল নগেন্দ্রনাথ,কাঞ্চনের ভূমিকায় রাধামাধব কর। **-কাঞ্চন রায়, কলঃ**

নারায়ণগড়ে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, আহত প্রায় ২০ জন বাস যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ জুন ঃ জাতীয় সড়কের উপর ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। আহত হলেন বাসের মধ্যে থাকা কমপক্ষে প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর- বালেশ্বর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের নারায়ণগড় থানার হাঁদলা রাজগড় এলাকায়। জানা গেছে এদিন ভোররাত নাগাদ উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর থেকে একটি যাত্রীবোঝাই বাস কলকাতার দিকে যাওয়ার সময় খড়্গপুর-বালেশ্বর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের নারায়ণগড় থানার হাঁদলা রাজগড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের উপর উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় আহত হন বাসের মধ্যে থাকা প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন যাত্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নারায়ণগড় থানার পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মকরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে বেশ কিছুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বাসের মধ্যে থাকা এক বাসযাত্রী সুবল জানা জানান, মাঝরাতে আমরা সবাই বাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ করেই ভোরের দিকে বাসটা দোল খেতে শুরু করে পরে জাতীয় সড়কের উপর উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অনেকেই কারুর পা কেটেছে, কারুর মুখ ফেটেছে, কারুর মাথা ফেটেছে। পুলিশ সবাইকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছে। ভোররাতে খড়্গপুর-বালেশ্বর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর যাত্রীবোঝাই বাস দুর্ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বাবাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ জুন ঃ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাবাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লার খাওয়া ঘাট নয়েজুরী এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গতকাল রাত নটা নাগাদ অবিরাম দাস (৭০) বাজার থেকে বাড়ি ফিরলে তার ছোট ছেলে লক্ষণ দাস কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে তার বাবাকে খুন করে। অবিরাম দাসের বড় ছেলে রামচন্দ্র দাস বাড়ি ফিরে দেখতে পান ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাবার দেহ। এবং রান্নাঘরের মধ্যে ধারালো কুড়ুল নিয়ে বসে আছে লক্ষণ দাস। রামচন্দ্র দাস বাড়িতে ঢুকলে লক্ষণ দাস তার উপরও হামলা করার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ধরে বেঁধে রাখে ও পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লক্ষণ দাস কে গ্রেফতার করে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

নদীয়ার গেদে সীমান্তে বিএসএফের তৎপরতার ২০টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ জুন ঃ আবারও সীমান্তে উদ্ধার হলো সোনা। বিএসএফের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের তৎপরতায় ফের ২০ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার নদীয়ার গেদে সীমান্তে। শুক্রবার গভীর রাতে বিএসএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে। সেই খবর পাওয়ার পর বিএসএফ বিশেষ অভিযান চালায় এবং সেই অভিযান চালিয়ে সীমান্তের কাছে কাজিবাগান নামে একটি জায়গা থেকে উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমাণ সোনার বিস্কুট। এই সোনার বিস্কুট বাংলাদেশ থেকে পাচারকারীরা ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্যে আসে বলে বিএসএফ সূত্রে খবর। সোনাপাচার করার সময় বিএসএফের কর্তব্যরত জওয়ানরা দেখতে পায় এবং তৎক্ষণাত চোরাচালানকারীদের ধাওয়া করলে তারা সোনার বিস্কুট ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়। এই সোনার বিস্কুটের ওজন ৪ কেজি ৫৪২ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ কোটি টাকার বেশি। উদ্ধার হওয়া এই সোনার বিস্কুট গুলো শনিবার শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দিল বিএসএফ। সীমান্ত এলাকায় বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার বিএসএফের একটা বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

আমরা পারলাম না, আত্মশুদ্ধিকরণ হওয়া উচিত। সাংবাদিক বৈঠকে সৌরভ চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন ঃ আলিপুরদুয়ার আমরা পারলাম না। আত্মশুদ্ধিকরণ হওয়া উচিত। এভাবে চলতে পারে না। এভাবে চলা যায় না। আবেগতাড়িত হয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী। আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ৭৪ হাজারের বেশী ভোটে পরাজিত হয়েছেন। কেন এই পরাজয়? একমাত্র নাগরাকাটা বিধানসভা বাদে সব বিধানসভা এবং আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা পুরসভায় শাসক দল পর্যুদস্ত হয়েছে গেরুয়া শিবিরের কাছে। ভোটের পর এই প্রথম মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। এই আসন হেরে যাওয়ায় কার্যত ব্যর্থতা, গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে একরাশ প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সেদিকে কাউকে দোষারোপ করতে চাননি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। এদিন তিনি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, কেন পরাজয় তা বিশ্লেষন করছি। খারাপ লাগছে। মর্মাহত। উত্তরের জেলাগুলোতে আমরা পারলাম না। তিনি প্রশ্ন তোলেন সারা বাংলায় যখন তৃণমূলের জোয়ার। তখন কেন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জিততে পারলাম না। আমাদের কোন খামতি আছে? আত্মবিশ্লেষন করা উচিত! দফায় দফায় করা উচিত। আমি কারও বিরুদ্ধে নই। ২০১৪ সালে তো জেলা হয়নি, লক্ষীর ভান্ডার ছিল না, রেশন ছিল না। ১০০ দিনের টাকা কিংবা চা সুন্দরী ছিল না। আমরা জিতেছি। কিন্তু এবার ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ২৬১ জনকে ১০০ দিনের ১৫৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। চা সুন্দরীর জন্য ৮৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০০ জন কে লক্ষীর ভান্ডারের জন্য ১২৬ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। এখানে ১১ লক্ষ লোক। আর ভোট পেয়েছে ৬ লক্ষ। আমরা পারলাম না। দুঃখিত ও মর্মাহত। এজন্য আত্মবিশ্লেষন হওয়া উচিত। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলবেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে উদ্যোগ, পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ জুন ঃ ডেঙ্গু প্রতিরোধে উদ্যোগী কোচবিহার পৌরসভা। শনিবার স্টেট ডেভেলপমেন্ট অথোরিটির পক্ষ থেকে পৌরসভার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা ডেঙ্গুর উপর সার্ভে করেন কোচবিহার শহরের ১১ নম্বর এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডের বাড়িগুলির কোথায় কোথায় জল জমে আছে এবং সেখানে কিভাবে ডেঙ্গু রোগ বাহিত মশা জন্ম নিতে পারে সেই বিষয়ে সচেতন করা হয়। এই বিষয়ে সময়ের কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, বর্তমান সময়ের ডেঙ্গু রোগ বেড়েই চলেছে। এই রোগ প্রতিরোধ করা দরকার। তাই আমাদের আধিকারিকরা কোচবিহার শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে ডেঙ্গু রোগ কিভাবে ছড়াতে পারে সেই বিষয়ে সচেতন করছে।

জন্মের পরই হারিয়েছে মা- বাবাকে! একরত্তিকে বুকে আগলে রাখলেন নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৮ জুন ঃ কন্যাসন্তানকে জন্ম দিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন মা। সেই খবর পেয়েই আত্মঘাতী হওয়ার পথ বেছে নেন একরত্তি কন্যার বাবা। বাবা-মাকে হারিয়ে শেষে কালনা মহকুমা হাসপাতালের SNCU -তে ঠাঁই মিলেছে ওই শিশুর। ঘুরছে নার্সদের কোলে কোলে। পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মীয়রা প্রথম কয়েকদিন শিশুটিকে দেখতে এলেও, এখন আর কেউ খোঁজ নিতে আসেন না। তবে পরম মমতায় তাকে আগলে রেখেছে মহকুমা হাসপাতালের নার্স থেকে কর্মীরা। প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে গত ২৬ এপ্রিল কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অন্তরা বিশ্বাস নাম এক গৃহবধূ। কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই মৃত্য হয় মা অন্তরা বিশ্বাসের। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে আত্মঘাতী হয় ওই শিশুর বাবাও। এদিকে ওই শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। কালনা হাসপাতালের ডাক্তাররা তখন তাকে এসএনসিইউ ইউনিটে ভর্তি করেন। তারপর থেকে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবায় ওই শিশুটি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে। ওই শিশুকন্যার বয়স এখন একমাস হতে চলল। এসএনসিইউ ইউনিটের নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তাররাই পরম মমতায় মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছেন তাকে। দেখভাল করছেন সদ্যোজাত ওই কন্যাসন্তানকে। নার্সরা ভালোবেসে ওই শিশুকন্যার নাম দিয়েছে 'কথা'। 'কথা' এখন এসএনসিইউ ইউনিটের প্রতিটি ডাক্তার এবং নার্সের চোখের মণি। তবে এবার কথাকে ছেড়ে দিতে হবে। কালনা মহকুমা হাসপাতালের তরফে ওই শিশুকন্যার জন্য একটি সেফ হোমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই নার্সদের মন এখন ভারাক্রান্ত। জানা গিয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে চাইল্ড প্রটেকশন কমিটির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে, ওই শিশুর সুন্দর ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করার জন্য।

পুড়ে ছাড়খার বিজেপির পার্টি অফিস, অভিযোগের আঙুল সেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ জুন ঃ একুশের বিধামসভা নির্বাচনের পর দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানার অন্তর্গত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো দুষ্কৃতীরা, এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সেইবার মাত্র কয়েকদিনের ব্যাবধানে পরপর দু বার এই পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো দুষ্কৃতীরা। এবার ২৪ এর লোকসভা নির্বাচন। ফের টার্গেট দুর্গাপুরের বেসরকারি এক কারখানার নিজস্ব হাসপাতালের সামনে বিজেপির পার্টি অফিসে শুক্রবার রাতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দিল, পুড়ে ছাড়খার বিজেপির এই পার্টি অফিস। এবারও অভিযোগের আঙুল সেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। শনিবার এই খবর চাউর হতেই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ছুটে আসেন বিজেপির এই পার্টি অফিসে, শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। অভিযোগের আঙুল সেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর প্রতিদিন রাতে পুলিশি টহল চলে, কিন্তু তার পরেও কেন এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা প্রশ্ন তোলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে এবার ফের চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে। দিন কয়েক আগে, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘোড়ুই য়ের অফিসে দুষ্কৃতী তান্ডবের ঘটনা ঘটে, দুষ্কৃতীরা বিধায়ক অফিসের কম্পিউটার প্রিন্টার নিয়ে পালিয়ে যায়, আলমারি ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও বিজেপি বিধায়কের সরকারি প্যাড নিয়ে চলে যায়, বিজেপি বিধায়কের অফিসে তৃণমূলের ঝান্ডাও লাগিয়ে দেওয়া হয়, এর পরপরই মাত্র কয়েকশো মিটারের ব্যাবধানে বিজেপির পার্টি অফিসের দরজাও ভাঙার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। এবার ফের বিজেপির পার্টি অফিসে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সেই দুর্গাপুরেই। গোটা ঘটনায় তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব, যদিও বিজেপি হেরে গিয়ে মিথ্যে অভিযোগ আনছে পাল্টা তোপ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। মোটের ওপর গোটা ঘটনায় টানটান উত্তেজনা দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানা এলাকায়।

জনবহুল এলাকার বিভিন্ন হোটেল, ফাস্ট ফুডের দোকান, শপিং মল ও কারখানায় আচমকাই পরিদর্শনে দমকল বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুন ঃ জনবহুল এলাকার থাকা বিভিন্ন হোটেল, ফাস্ট ফুডের দোকান, শপিং মল ও কারখানায় আচমকাই পরিদর্শনে দমকল বাহিনী। এই অভিযানের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা কতটা সুরক্ষিত রয়েছে তা খতিয়ে দেখেন তারা। আজকাল বেশিরভাগ ফাস্ট ফুডের দোকান ও কারখানায় আগুন নেভানোর জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সঠিকভাবে রাখা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এজন্য বিভিন্ন ফাস্ট ফুডের দোকান ও কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি এমন ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরে। এরপর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে দমকল বিভাগ। জলপাইগুড়ি শহরের যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ফাস্ট ফুডের দোকান ও কারখানার পাশাপাশি শপিং মলগুলোতে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা না থাকলে জরিমানা করার কথা জানায় দমকল বিভাগ। শহরে এমন প্রায় শতাধিক ফাস্ট ফুডের দোকান, হোটেল ও কারখানা রয়েছে। এদিন দুপুরে বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়। দমকল বিভাগের আধিকারিকরা এই অভিযান চালিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দেন।

মেট্রো টানেলের ভিতরে এনডিআরএফ এবং ডাব্লুবিএফইএস টিমের যাত্রী উচ্ছেদ মক ড্রিল পরিচালিত

কলকাতা, ৮ জুন ঃ মেট্রো রেল সর্বদা যাত্রীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার য়ে। মেট্রো টানেলের অভ্যন্তরে আকস্মিক বন্যার মতো যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য এবং যাত্রীদের আহত হওয়ার জন্য, জাতয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং পশ্চিমবঙ্গ ফাযার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস (এনডিআরএফ) এর সাথে যৌথভাবে একটি যাত্রী উচ্ছেদ মক ড্রিল পরিচালিত হয়েছিল। কর্মীরা ০৭.০৬.২০২৪ রাতে বাণিজ্যিক সময়ে পরে দমদম এবং নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের মধ্যে মেট্রো টানেলের ভিতরে। মেট্রো টানেলের অভ্যন্তরে আকস্মিক বন্যার ক্ষেত্রে আটকে পড়া রেক থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য কীভাবে অবিলম্বে প্রযোজনীয ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সে সম্পর্কে এনডিআরএফ এবং ডাব্লুবিএফএন্ডইএস দল মেট্রোম্যানদের প্রশিক্ষিত এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই মক ড্রিলের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে মেট্রোমেনের সতর্কতা এবং প্রস্তুতি পরীক্ষা করার পাশাপাশি সরিযে নেওয়ার দক্ষতা উন্নত করা। এই মহড়ায় মেট্রোর বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টানেলের ভিতরে, ভাযাডাক্টে নিয়মিত এই ধরনের মক ড্রিল করে থাকে।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী-র পেটে ছুরি মারার অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ জুন ঃ নদীয়ার গাংনাপুর থানার অনন্তপুর এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী-র পেটে ছুরি মারার অভিযোগ। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মহিলার। ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নদীয়ার গোপাল নগর থানার মাঝের গ্রাম এলাকার বাসিন্দা রিয়া বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে বছর দু'য়েক আগে বিয়ে হয় রিপন বিশ্বাসের। বিবাহের পর তাঁদের দাম্পত্য জীবনে তেমন কলহ লক্ষ্য করা না গেলেও শনিবার হঠাৎ ছুরির আঘাতে স্ত্রী রিয়াকে খুন করার অভিযোগ উঠে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি ভোরবেলায় রিয়ার চিৎকার শুনে তাঁরা ঘুম থেকে উঠে পড়েন। এরপর দরজা খুলে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় জানলা ভেঙে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থা পড়ে রয়েছে রিয়া। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় রানাঘাট মহাকুমার হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। ঘটনার পর গাংনাপুর থানার পুলিশ স্বামী রিপনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। এই ঘটনায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জেরেই হয়তো এমন ঘটনা। তদন্তের পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

টায়ার বাস্ট করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল ছোট হাতি

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৮ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত বড়গাছি এলাকায় শনিবার ছোট হাতির গাড়ির টায়ার বাস্ট করে রাস্তার ধারে থাকা একটি বাড়ির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে গেল ছোট হাতি গাড়ি। বাড়িতে কেউ না থাকায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন বাড়ির লোকজন। জানা গেছে, কাটোয়ার দিক থেকে কুন্তীঘাটের দিকে একটি খালি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন বিশ্বজিত লাহিড়ী, তার সাথে ছিল ওই গাড়ির খালাসী রাজ শিকদার। হঠাৎই বড়গাছীর কাছে গাড়ির সামনের টায়ার বাস্ট হয়ে যায়। গাড়ির গতি বেশি থাকায় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি গাড়ির ড্রাইভার। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি টিনের বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায় গাড়িটি। অপরদিক থেকে আসা একটি বাইকের সাথেও ধাক্কা লাগে। আহত বাইক চালককে নবদ্বীপের প্রতাপনগর হসপিটালে উদ্ধার করে পাঠানো হয়।

মাদক সহ গ্রেফতার স্বামী ও স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুন ঃ মাদক সহ গ্রেফতার স্বামী ও স্ত্রী। শিলিগুড়ি মহকুমা খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন গোন্ডগোল জোতে জাতীয় সড়কের ধারে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে মাদক সহ গ্রেফতার হল স্বামী ও স্ত্রী। জানা গেছে, খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ গতকাল অভিযান চালিয়ে ২২ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ১৪ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা উদ্ধার করে। ধৃতরা হল নীলকন্ঠ বর্মন এবং রঞ্জনা বর্মন। ধৃত দুজন স্বামী-স্ত্রী বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃতদের খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বৃহৎ সেতুসমূহের জন্যে মেরামত থেকে সুরক্ষা পর্যন্ত কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/২৪ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০৬-০৬-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/শিলিগুড়ি জংশনের অধীনের শিলিগুড়ি জংশন-সুকনা খণ্ডে বৃহৎ সেতু নং. ১, ৫, ৮, ১৬, ২৩, ২৪, ২, ১১ আদির মেরামত থেকে সুরক্ষা পর্যন্ত কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ ২,৮৩,৬০,৩৯১.৮১ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৯১,৮০০/- টাকা। টেণ্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/II/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে বৃহৎ সেতু নং. ৭৯, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৩, ১০৫, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯ আদির মেরামত থেকে সুরক্ষা পর্যন্ত কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ ২,২১,৫৩,৯৩৩.৬৯ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৬০,৮০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৫-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়।** উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৫-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৩৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৬-০৬-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ১৮-এপি-I-২০২৪; কাজের নাম ঃ** নিউ কোচবিহার-চৌতারা সেস উন্নতি এবং নিউ বাণেশ্বর-চৌতারা সেস প্রশস্তকরণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৪৫,৯৫,৪০৭.৪৯ টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩,২৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ২৮-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২২২-এস/১/জোন/২৪-২৫/ডব্লু-।।, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/(কো-অর্ডি), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪-এর অধীনে ০১.০৭.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত সময়সীমায় মেরামতি/রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন কাজ (৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ওয়ার্ক অর্ডার) সম্পাদনের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত জোনাল ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ক্র.নং. ১, টেন্ডার নং টিএন-৩৮-২৪-২৫, জোন নং : ১। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/চিৎপুরের অধীনে সার্কুলার রেলওয়েতে দমদম থেকে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত সহ চিৎপুর ইয়ার্ড, দক্ষিণদাড়ি ইয়ার্ড, কলকাতা স্টেশন এলাকায় দক্ষিণদাড়ি কলোনি, পাতিপুকুর কলোনি, উল্টোডাঙ্গা কলোনি ও সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টের সাধারণ মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ২, টেন্ডার নং টিএন-৩৯-২৪-২৫, জোন নং : ২। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ব্যারাকপুরের অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৩, টেন্ডার নং টিএন-৪০-২৪-২৫, জোন নং : ৩। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে ব্রিজ (সাব স্ট্রাকচার), রাস্তার কাজ সহ পিএফ সারফেস, সার্কুলেটিং এলাকা, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্র.নং. ৪, টেন্ডার নং টিএন-৪১-২৪-২৫, জোন নং : ৪। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বালিগঞ্জের অধীনে শিয়ালদহ সাউথ শাখায় বালিগঞ্জ এলসি-৫-এস/টি থেকে বজবজ/সিএএসি লাইন পর্যন্ত রাস্তা, স্টেশন অ্যাপ্রোচ/সার্কুলেটিং এলাকা, মাঝেরহাট স্পোর্টস কমপ্লেক্স সহ লেভেল ক্রসিং ও এফওবি সহ সকল ব্রিজ, স্টেশন, পিএফ, স্টেশন বিল্ডিং, সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টারের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৫, টেন্ডার নং টিএন-৪২-২৪-২৫, জোন নং : ৫। কাজের নাম :** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বালিগঞ্জের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে স্টেশন, পিএফ, স্টেশন বিল্ডিং, সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় কিমি ০/৫৩ থেকে এলসি নং ৫/এস/টি কিমি ৫/২৯ পর্যন্ত (এসপিআর অ্যাপ্রোচ) সহ কাঁকুড়গাছি কর্ড শাখা কিমি ৯এক্স/৩৫ তৎসহ সকল ব্রিজ, এফওবি ও লেভেল ক্রসিং, স্টেশন অ্যাপ্রোচ/সার্কুলেটিং এলাকা, রাস্তার সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৬, টেন্ডার নং টিএন-৪৩-২৪-২৫, জোন নং : ৬। কাজের নাম :** সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, পেন্টিং, কালার ওয়াশিং, ব্রিজ ও এফওবি-র মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নৈহাটি (কিমি ২৩/৭ থেকে ৩৮/২৫) এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ কাঁচরাপাড়ার অধিকারক্ষেত্রে। **ক্র.নং. ৭, টেন্ডার নং টিএন-৪৪-২৪-২৫, জোন নং : ৭। কাজের নাম :** সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, পেন্টিং, কালার ওয়াশিং, ব্রিজ ও এফওবি-র মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন এম/সি শেডের রক্ষণাবেক্ষণ সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নৈহাটি (কিমি ৩৮/৫ থেকে ৭০/১১) এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ কাঁচরাপাড়ার অধিকারক্ষেত্রে। (এম/সি শেড এবং আরপিএফ ব্যারাক, ট্রেনিং সেন্টার প্রতিটির জন্য ২০ লাখ)। **ক্র.নং. ৮, টেন্ডার নং টিএন-৪৫-২৪-২৫, জোন নং : ৮। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/চিৎপুরের অধীনে সার্কুলার রেলওয়েতে টালা স্টেশন থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত কাশিপুর কলোনি, চিৎপুর কলোনি সহ চিৎপুর লোয়ার ইয়ার্ড, কাশিপুর ইয়ার্ড, দক্ষিণদাড়ি ইয়ার্ড, কলকাতা স্টেশন এলাকা, চিৎপুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, প্রিন্সেপ ঘাট ও বড়বাজারে অফিসার'স রেস্ট হাউস ইত্যাদির সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টারের এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ। **ক্র.নং. ৯, টেন্ডার নং টিএন-৪৬-২৪-২৫, জোন নং : ৯। কাজের নাম :** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/চিৎপুরের অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ বালিগঞ্জের অধীনে ব্রিজের (সাব স্ট্রাকচার), রাস্তার কাজ সহ পিএফ সারফেস, সার্কুলেটিং এলাকা, লেভেল ক্রসিং মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১০, টেন্ডার নং টিএন-৪৭-২৪-২৫, জোন নং : ১০। কাজের নাম :** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বালিগঞ্জের অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ বালিগঞ্জের অধীনে ব্রিজের (সাব স্ট্রাকচার) মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, লেভেল ক্রসিংয়ে রাস্তার কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১১, টেন্ডার নং টিএন-৪৮-২৪-২৫, জোন নং : ১১। কাজের নাম :** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নৈহাটির অধিকারক্ষেত্রে (কিমি ২৩/৭ থেকে ৩৮/২৫ পর্যন্ত) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধীনে ব্রিজের (সাব স্ট্রাকচার) মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, তৎসহ পিএফ সারফেস, সার্কুলেটিং এলাকা, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১২, টেন্ডার নং টিএন-৪৯-২৪-২৫, জোন নং : ১২। কাজের নাম :** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নৈহাটি (কিমি ৩৮/২৫ থেকে ৭০/১১ পর্যন্ত) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ কাঁচরাপাড়ার অধীনে ব্রিজের (সাব স্ট্রাকচার) মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তার কাজ তৎসহ পিএফ সারফেস, সার্কুলেটিং এলাকা, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১৩, টেন্ডার নং টিএন-৫০-২৪-২৫, জোন নং : ১৩। কাজের নাম :** সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/সোনারপুর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিকারক্ষেত্রে ঢাকুরিয়া (সোনারপুর সহ) থেকে ক্যানিং পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি (কারশেডের জন্য ৩০ লাখ)। **ক্র.নং. ১৪, টেন্ডার নং টিএন-৫১-২৪-২৫, জোন নং : ১৪। কাজের নাম :** সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/সোনারপুর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিকারক্ষেত্রে সোনারপুর (ব্যতীত) থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১৫, টেন্ডার নং টিএন-৫২-২৪-২৫, জোন নং : ১৫। কাজের নাম :** সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/সোনারপুর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিকারক্ষেত্রে বারুইপুর (ব্যতীত) থেকে নামখানা (সহ) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১৬, টেন্ডার নং টিএন-৫৩-২৪-২৫, জোন নং : ১৬। কাজের নাম :** সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বারাসাতের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রে দমদম ক্যান্টনমেন্ট (৮/৩) থেকে বারাসাত স্টেশন (সহ) এবং বারাসাত কারশেডে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১৭, টেন্ডার নং টিএন-৫৪-২৪-২৫, জোন নং : ১৭। কাজের নাম :** সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বারাসাতের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রে বারাসাত রেলওয়ে কলোনি (সহ) থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১৮, টেন্ডার নং টিএন-৫৫-২৪-২৫, জোন নং : ১৮। কাজের নাম :** সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বনগাঁর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রে বারাসাত (ব্যতীত) থেকে ঠাকুরনগর (ব্যতীত) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ১৯, টেন্ডার নং টিএন-৫৬-২৪-২৫, জোন নং : ১৯। কাজের নাম :** সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বনগাঁর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রে বিএনজে-আরএইচএ শাখায় ঠাকুরনগর (সহ) থেকে বনগাঁ ও সাতবেরিয়া হল্ট (ব্যতীত) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ২০, টেন্ডার নং টিএন-৫৭-২৪-২৫, জোন নং : ২০। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ব্রিজের (সাব স্ট্রাকচার) মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্র.নং. ২১, টেন্ডার নং টিএন-৫৮-২৪-২৫, জোন নং : ২১। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে রাস্তার কাজ সহ পিএফ সারফেস, সার্কুলেটিং এলাকা, লেভেল ক্রসিং মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্র.নং. ২২, টেন্ডার নং টিএন-৫৯-২৪-২৫, জোন নং : ২২। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ফুট ওভার ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্র.নং. ২৩, টেন্ডার নং টিএন-৬০-২৪-২৫, জোন নং : ২৩। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ব্রিজের (সাব স্ট্রাকচার) মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্র.নং. ২৪, টেন্ডার নং টিএন-৬১-২৪-২৫, জোন নং : ২৪। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিকারক্ষেত্রে রাস্তার কাজ সহ পিএফ সারফেস, সার্কুলেটিং এলাকা, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্র.নং. ২৫, টেন্ডার নং টিএন-৬২-২৪-২৫, জোন নং : ২৫। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিকারক্ষেত্রে ফুট ওভার ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্র.নং. ২৬, টেন্ডার নং টিএন-৬৩-২৪-২৫, জোন নং: ২৬। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রানাঘাটের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ ওয়ার্কস/রানাঘাটের অধীনে আরএইচএ-বিএনজে শাখায় সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, পেন্টিং, কালার ওয়াশিং, হর্টিকালচার, সাতবেরিয়া হল্ট (সহ) পর্যন্ত ব্রিজ ও এফওবি-র মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ২৭, টেন্ডার নং টিএন-৬৪-২৪-২৫, জোন নং : ২৭। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রানাঘাটের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/কৃষ্ণনগরের অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, পেন্টিং, কালার ওয়াশিং, হর্টিকালচার, ব্রিজ ও এফওবি-র মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ২৮, টেন্ডার নং টিএন-৬৫-২৪-২৫, জোন নং : ২৮। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্টের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ ওয়ার্কস/বেলডাঙার অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজের সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, পেন্টিং, কালার ওয়াশিং, হর্টিকালচার, ব্রিজ ও এফওবি-র মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ২৯, টেন্ডার নং টিএন-৬৬-২৪-২৫, জোন নং : ২৯। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রানাঘাটের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে রোড জোন - এলসি গেট, কলোনি এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৩০, টেন্ডার নং টিএন-৬৭-২৪-২৫, জোন নং : ২৯এ। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্টের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে রোড জোন - এলসি গেট, কলোনি এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৩১, টেন্ডার নং টিএন-৬৮-২৪-২৫, জোন নং : ৩০। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহে অধীনে মুনসিরবাজার কলোনি, হরসি স্ট্রিট, নর্থ শিয়ালদহ রোড কলোনি, গুরিপাড়া, বেলেঘাটা কলোনি, কাইজার স্ট্রিট কলোনি সহ নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট, গান্ধী কলোনির সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টারের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল ধরনের পাইপ লাইন, স্যানিটারি এবং প্লাম্বিং কাজ ইত্যাদি সহ নতুন ছোটখাটো কাজ। **ক্র.নং. ৩২, টেন্ডার নং টিএন-৬৯-২৪-২৫, জোন নং : ৩১। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে বি আর সিং হাসপাতালের ভিতর জি+৫ বিল্ডিং ও সকল স্টাফ কোয়ার্টার, ফিজিওথেরাপি বিল্ডিং, মেডিসিন স্টোর, ডরমিটারি, ডরমিটারির নিকট গাড়ি পার্কিং এবং হাসপাতালের একদম দক্ষিণ গেট পর্যন্ত জি+৫ বিল্ডিংয়ের পিছনের সার্কুলেটিং এলাকায় সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **ক্র.নং. ৩৩, টেন্ডার নং টিএন-৭০-২৪-২৫, জোন নং : ৩২। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বি.আর. সিং হাসপাতালের অধীনে ওপিডি বিল্ডিং, মেট্রো বিল্ডিং এবং অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংয়ে সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ বি আর সিং হাসপাতালের ক্যাম্পাসের ভিতর তৎসহ বৈদ্যুতিক কার্যালয়, মর্গ এলাকা এবং হাসপাতাল ভবনের সামনের সার্কুলেটিং এলাকায় বিবিধ কাজ। **ক্র.নং. ৩৪, টেন্ডার নং টিএন-৭১-২৪-২৫, জোন নং : ৩৩। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নারকেলডাঙ্গার অধীনে নারকেলডাঙ্গা কারশেড ও এনএসএস ইয়ার্ড সহ সকল সার্ভিস বিল্ডিং, সিক লাইন, ট্রিপ শেড, আরপিএফ ব্যারাক, ট্র্যাক মেশিন শেড, ট্রেনিং স্কুল, বিআরআই অফিস, আইওডব্লু অফিস এবং গোডাউনের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল পাইপ লাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ, হ্যান্ড টিউব ওয়েল বের করে পুনরায় পোঁতা ইত্যাদি সহ অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজ। **ক্র.নং. ৩৫, টেন্ডার নং টিএন-৭২-২৪-২৫, জোন নং : ৩৪। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ নারকেলডাঙ্গার অধীনে নারকেলডাঙ্গা, মুঘলবাগান ও কামারডাঙ্গা কলোনির সকল স্টাফ কোয়ার্টারের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল পাইপ লাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ, হ্যান্ড টিউব ওয়েল বের করে পুনরায় পোঁতা ইত্যাদি সহ অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজ। **ক্র.নং. ৩৬, টেন্ডার নং টিএন-৭৩-২৪-২৫, জোন নং : ৩৫। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (স্টেশন)/ শিয়ালদহের অধীনে স্টেশন সার্ভিস বিল্ডিং, স্টেশন পরিসীমার বাইরে সার্ভিস বিল্ডিং, পার্সেল শেড, সার্কুলেটিং এলাকা, প্ল্যাটফর্ম, সাবওয়ে, আরআরআই কেবিন, বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস, ডিজেল শেড, মোটর গ্যারাজ ও এনসিসি ইয়ার্ড (ব্রিজ নং ১ পর্যন্ত), এসআই অফিস, টিআরডি অফিস, পার্সেল গেট, ড্রেনের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল প্রকার পাইপ লাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ইত্যাদি সহ অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজ। **ক্র.নং. ৩৭, টেন্ডার নং টিএন-৭৪-২৪-২৫, জোন নং : ৩৬। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/ শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (স্টেশন)/ শিয়ালদহের অধীনে সকল সার্ভিস বিল্ডিংয়ের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ অফিসার'স কলোনি, বি.সি. রায় অডিটোরিয়াম, ক্যাশ অফিস, পি.এল. রায় ইনস্টিটিউট, অফিসার'স রেস্ট হাউস, আরএমএস বিল্ডিং, হ্যান্ডিক্রাফ্ট, এসআই অফিস, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল অফিস, লেডিজ আরপিএফ ব্যারাক এবং বেলেঘাটায় পিডব্লুআই/বেলেঘাটা অফিসের জন্য সকল প্রকার পাইপ লাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ইত্যাদি সহ অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজ। **ক্র.নং. ৩৮, টেন্ডার নং টিএন-৭৫-২৪-২৫, জোন নং : ৩৭। কাজের নাম :** সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/এসডিএইচ-এর অধীনে বি.আর. সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ স্টেশন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস ও পরিসর, বি.সি. রায় ইনস্টিটিউট, শিয়ালদহ কলোনি, বেলভেদিয়ার পার্ক, জিএম বাংলো, জাজেস কোর্ট, নিউ আলিপুর রেলওয়ে কলোনি, আলিপুর রেলওয়ে পরিসর (বার্ন স্ট্যান্ডার্ড), ঘোলসাপুর কলোনি, স্যুইমিং পুল ও বেহালা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে হর্টিকালচার কাজ। **ক্র.নং. ৩৯, টেন্ডার নং টিএন-৭৬-২৪-২৫, জোন নং : ৩৮। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/২/শিয়াদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বেলভেদিয়ার পার্কের অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টারের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অফিসার'স বাংলো, বেলভেদিয়ার পার্কের ওয়েলফেয়ার বিল্ডিংয়ে অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৪০, টেন্ডার নং টিএন-৭৭-২৪-২৫, জোন নং : ৩৯। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/২/শিয়াদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বেলভেদিয়ার পার্কের অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টারের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জিএম বাংলো ও ১/১এ, জাজেস কোর্ট রোড সহ অফিসার'স বাংলোয় অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৪১, টেন্ডার নং টিএন-৭৮-২৪-২৫, জোন নং : ৪০। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/২/ শিয়াদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নিউ আলিপুরের অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টারের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিউ আলিপুর রেলওয়ে কলোনি, আলিপুর রেলওয়ে পরিসরে (বার্ন স্ট্যান্ডার্ড) অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৪২, টেন্ডার নং টিএন-৭৯-২৪-২৫, জোন নং : ৪১। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/২/ শিয়াদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ঘোলসাপুরের অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টারের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঘোলসাপুর রেলওয়ে কলোনি, স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও স্যুইমিং পুলে অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি। **ক্র.নং. ৪৩, টেন্ডার নং টিএন-৮০-২৪-২৫, জোন নং : ৪২। কাজের নাম :** সম্পূর্ণ শিয়ালদহ ডিভিসনের সাবার্বন শাখায় স্টিল ব্রিজের মাইনর ও মেজর (সুপারস্ট্রাকচার) সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **২৪-২৫-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য :** ৮২,৫০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯-এর জন্য), ৯৩,৫০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২, ৭-এর জন্য), ৬৬,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ৯০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ৫৬,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৫, ৮, ৯, ১১, ১২-এর জন্য), ৯৯,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৬, ৩১, ৪২, ৪৩-এর জন্য), ৬০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১০, ১৮, ১৯-এর জন্য), ৭৩,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৩-এর জন্য), ৬২,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৪-এর জন্য), ৮৪,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৫-এর জন্য), ৭৫,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৬, ৪০-এর জন্য), ৭৪,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৭-এর জন্য), ৫১,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২০, ২১, ২২, ২৩-এর জন্য), ৬১,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৪-এর জন্য), ৫৫,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৫, ২৯, ৩০-এর জন্য), ১,২১,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৬-এর জন্য), ১,১০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৭, ৩৭-এর জন্য), ৮৮,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৮, ৪১-এর জন্য), ১,৭৬,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩৬-এর জন্য)। **বায়না মূল্য:** ১,৬৫,০০০ টাকা (ক্র.নং ১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯-এর জন্য), ১,৮৭,০০০ টাকা (ক্র.নং ২, ৭-এর জন্য), ১,৩২,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ১,৮০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ১,১২,০০০ টাকা (ক্র.নং ৫, ৮, ৯, ১১, ১২-এর জন্য), ১,৯৮,০০০ টাকা (ক্র.নং ৬, ৩১, ৪২, ৪৩-এর জন্য), ১,২০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১০, ১৮, ১৯-এর জন্য), ১,৪৬,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৩-এর জন্য), ১,২৪,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৪-এর জন্য), ১,৬৮,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৫-এর জন্য), ১,৫০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৬, ৪০-এর জন্য), ১,৪৮,০০০ টাকা (ক্র.নং ১৭-এর জন্য), ১,০২,০০০ টাকা (ক্র.নং ২০, ২১, ২২, ২৩-এর জন্য), ১,২২,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৪-এর জন্য), ১,১০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৫, ২৯, ৩০-এর জন্য), ২,১০,৫০০ টাকা (ক্র.নং ২৬-এর জন্য), ২,০৫,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৭, ৩৭-এর জন্য), ১,৭৬,০০০ টাকা (ক্র.নং ২৮, ৪১-এর জন্য), ২,৩৮,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩৬-এর জন্য)। **জোনাল কাজের মেয়াদ সমাপ্ত:** ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ প্রতিটির জন্য। (১) টেন্ডার নথি এবং বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দর জমা করতে হবে। (২) **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। (৩) **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ০৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। (SDAH-80/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

খাওয়া-দাওয়া

বাড়িতেই বানান সল্টেড ক্যারামেল মিল্কশেক

সসের উপকরণঃ চিনি ১ কাপের ৪ ভাগের ৩ ভাগ, পানি ২ টেবিল চামচ, মাখন ৩০ গ্রাম, হেভি ক্রিম ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, লবণ সিকি চা-চামচ।

প্রণালিঃ ক্যারামেল করার জন্য একটি প্যানে চিনি ও জল দিয়ে চুলায় বসান। ক্যারামেলের যখন সুন্দর রং হবে, মাখন দিয়ে দ্রুত নাড়তে থাকুন। হেভি ক্রিম ও লবণ দিয়ে দ্রুত নাড়তে নাড়তে নামিয়ে নিন। কাজটা খুব দ্রুত করতে হবে, তা না হলে ক্যারামেল পুড়ে যাবে। একটা বাটিতে সস ঢেলে ঠান্ডা করুন।

মিল্কশেকের উপকরণঃ
সল্টেড ক্যারামেল সস সিকি কাপ, দুধ তিন কাপ, ভ্যানিলা আইসক্রিম ৮ স্কুপ, বরফ কিউব পছন্দমতো।

প্রণালি
সব একসঙ্গে গ্লাসে ঢেলে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

নয়াদিল্লির দ্বারকায় নতুন ত্রিপুরা ভবনের জমি পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা

আগরতলা, ৮ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা শনিবার নয়াদিল্লির দ্বারকার সেক্টর-১৭ তে নতুন ত্রিপুরা ভবনের বরাদ্দকৃত জমি পরিদর্শন করেন।নতুন ত্রিপুরা ভবনের জমি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আধিকারিকদের অত্যাধুনিক ও উন্নতমানের ভবন নির্মাণের নির্দেশ দেন। দ্বারকায় জমি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে নয়াদিল্লির ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিকগণ ও সিপিডব্লিউডির প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ৭ মার্চ, ২০২৪ দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নয়াদিল্লির দ্বারকায় নতুন ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য ২,৯৩০ বর্গমিটার জমি হস্তান্তর করেছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এখানে নতুন ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে। সিপিডব্লিউডি এই ভবনটি নির্মাণ করবে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ নয়াদিল্লিতে টিকেন্দ্রজিৎ মার্গের ত্রিপুরা ভবন কমপ্লেক্সের খালি জায়গায় পৃথক একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করা নিয়েও ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিক ও সিপিডব্লিউডির প্রকৌশলীদের সাথে আলোচনা করেন এবং ভবনটির নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মেলাঘরে স্কুলের পরিত্যক্ত কুয়া পরিষ্কার করতে গিয়ে একসাথে ৩ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

বক্সনগর, ৮ জুন ঃ পরিত্যক্ত কুয়া পরিষ্কার করতে গিয়ে ৩ উপজাতি যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু।এই হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে সিপাহীজলা জেলার ধনপুর বিধানসভার দক্ষিণ তৈইবান্দালের নেওড়ামুড়া জেবি স্কুলে।

পর পর এক কুয়াতে নেমে প্রাণ হারাল এলাকার ৩ শ্রমিক। এই দুর্ঘটনার কারণে শোকের ছায়া বিরাজ করছে গোটা এলাকায়। মৃত ব্যক্তিদের নাম হল অশোক কুমার ত্রিপুরা,শম্ভু কুমার দেববর্মা ও শুক্ল মনি মুড়াসিং। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মেলাঘর থানাধীন নেওড়ামুড়া জেবি স্কুলের দীর্ঘদিন যাবত একটি কুয়া পরিচর্যার অভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ফলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার করার জন্য জলের সমস্যা হত। তাই স্কুলের এক শিক্ষক তিনজন লোককে এই রিং কুয়াটি পরিস্কার করার জন্য ঠিক করেন।

পরিস্কার করার সময় এক পর্যায়ে প্রথম ব্যক্তি যখন কুয়ার ভিতরে প্রবেশ করে তখন দীর্ঘক্ষণ হওয়ার পরে সে যখন বাইরে আসছে না এবং কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ওই রিং কুয়াতে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তির যখন কোন সাড়া পাচ্ছিল না তখন তৃতীয় ব্যক্তি সেই কুয়াতে প্রবেশ করে। দীর্ঘক্ষণ এই তিন ব্যক্তির কোন হদিশ না পেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ রিং কুয়ার সামনে এসে তাদেরকে না দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয়। তারপর স্কুল কর্তৃপক্ষ মেলাঘর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেয়।

অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এসে কুয়ার ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর ঐ তিন ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরবর্তী সময় খবর দেয়া হয় মেলাঘর থানায়। কুয়ার ভিতর থেকে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। কুয়ার ভিতরে অতিরিক্ত পরিমাণে গ্যাসের কারণে দম বন্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জানা যায় মৃত তিন ব্যক্তির বাড়ি এই স্কুল সংলগ্ন এলাকাতেই। তাদের এই মৃত্যু তে গোটা এলাকায় এবং তাদের পরিবারের নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন হল শিক্ষকের কথায় স্কুলের এই কুয়া পরিষ্কার করতে নেমে যাদের প্রাণ হারাতে হল তাদের পরিবারের কথা কে চিন্তা করবে বা এই ঘটনারই দায় কে নেবে, উঠছে প্রশ্ন। পুল একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু র মামলা নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিভিন্ন দাবী আদায়ে আগরতলায় বিদ্যুৎ নিগমের অফিসের সামনে ধর্না কর্মচারীরা

আগরতলা, ৮ জুন ঃ শনিবার একটি উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হল আগরতলায়। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের (টিএসইসিএল) সহযোগী প্রতিষ্ঠান ভিশন প্লাস দ্বারা নিযুক্ত প্রায় ১৫০ জন লাইনম্যান এবং হেল্পাররা বিদ্যুৎ ভবনের সামনে ধর্না দিলেনে। বেতন বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা সংক্রান্ত অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ঘিরে তাদের অভিযোগ কেন্দ্রীভূত হয়। এদিনের বিক্ষোভের পিছনে তাদের কারণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে, আন্দোলনকারী এক কর্মচারী বলেন, আমরা যখন লাইনম্যান এবং হেলপার হিসেবে যোগদান করি তখন আমাদের জানানো হয়েছিল যে আমাদের বেতন বার্ষিক বৃদ্ধি পাবে। তবে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের চাকরির পরও আমাদের মজুরি স্থবির রয়েছে, এক টাকাও বাড়েনি। অতিরিক্ত, আমরা বর্তমানে প্রতিশ্রুত আট ঘন্টা কর্মদিবসের পরিবর্তে ১২-ঘণ্টার শিফটের শিকার হচ্ছি, তিনি যোগ করেন। তারা আরও জানান, বর্তমান বেতন কাঠামো লাইনম্যানদের ১৫ হাজার টাকা এবং হেল্পারদের ৭ হাজার ৭০০ টাকা প্রদান করা হয়।জানা গিয়েছে, বিভিন্ন মহকুমা থেকে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমেছে। তারা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এদিকে, আন্দোলনরত শ্রমিকরা তাদের অধিকার এবং কর্মক্ষম প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য রক্ষা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একটি সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

তসলিমার প্রশ্ন সায়নীর গানের কথায়, সাংসদ বিদ্ধ নেটনাগরিকদের কটাক্ষে

কলকাতা, ৮ জুন ঃ শিবলিঙ্গে কনডম পড়িয়ে সংখ্যালঘুদের একাংশের মনে আঘাত দিয়েছিলেন লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে সদ্যজয়ী তৃণমূলের সায়নী ঘোষ। অতীতের সেই ঘটনা মাত্রা পেয়েছিল এবারের নির্বাচনী প্রচারেও। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন রাখলেন নির্বাসিত কবি-লেখিকা তসলিমা নাসরিন। প্রতিক্রিয়ায় নেটনাগরিকদের কটাক্ষ ধেয়ে এলে সায়নীর দিকে। তসলিমা লিখেছেন, ‘‘...দুবার দেখলাম মঞ্চে তিনি গান গাইছেন, আমার হৃদয় মাঝে মক্কা নয়নে মদিনা, আবারও দেখলাম আরেক মঞ্চে গাইছেন, ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনায়। কেন তিনি মক্কা মদিনার গান এত দরদ দিয়ে গেয়েছেন, আমি জানিনা। তিনি কি সত্যিই মদিনায় যেতে চান? তাঁর হৃদয়ে কি সত্যিই রয়েছে মক্কা নামের শহর? এসব গানের কথা তিনি কি বিশ্বাস করেন?

পোস্ট করার দু'ঘন্টার মধ্যে সকাল ৮ টায় মন্তব্য করেছেন ৩২ জন। প্রায় সবাই তোপ দেগেছেন সায়নীকে। মহম্মদ মালিক লিখেছেন, ‘‘সোজা কথা যারা ভন্ডামি চালাকি শঠতা ও অভিনয় ভালো করতে পারে তাদের যশ খ্যাতি সম্মান সব আছে। যারা করে না বা করতে পারে না বা রুচিতে বাধে তাদের জন্য এ পৃথিবী শূন্য ! এটাই বাস্তবতা! নারায়ণ রায় লিখেছেন, ‘‘সংখ্যালঘু ভোটের জন্য এরা মক্কা মদিনায় যান, আবার সংখ্যাগুরু ভোটের জন্য এরা রামপ্রসাদী গান। সুব্রত কুমার মহন্ত লিখেছেন, ‘‘সবই রাজনীতির খেলা। পূরবী পারমিতা বোস লিখেছেন, ‘‘বুবু মক্কা মদীনা কেও যেতে চায় বা না চায় ওইটা ব্যাপার না। আসলে এই গানটার কথা ও সুর এত দরদী যে, যে কেউ গাইলেই মনে হবে এই গাতকের হৃদয়ে মক্কা মদীনার বাস। শীতাংশু গুহ লিখেছেন, ‘‘মুস্লিম ভোট।

শ্যামল বিশ্বাস লিখেছেন, ‘‘সব নাটক দিদি। ভোট পাওয়ার কৌশল। ভাস্কর নাথ লিখেছেন, ‘‘কিছু দিনের ভোটব্যাঙ্ক তার পর ভিটামাটি থেকে ধর্মীয় নির্যাতিত হয়ে পলায়ন, যতদিন ইসলামের ধর্মীয় সংস্করণ না ঘটবে ততদিন তার কোনো বিকল্প নেই। যতই মক্কা মদিনার গান গাও তাতে আপাতত ব্যক্তিগত ভোটব্যাঙ্কের কিছুটা লাভ হতে পারে তবে এরকম চলতে থাকলে দারুল হরব থেকে একদিন উদ্বাস্তু হতেই হবে এটাই ধর্মীয় বিধান।

জাহিদ উল ইসলাম লিখেছেন, ‘‘ধর্ম আর রাজনীতি হলো পিতা-পুত্র। কে পিতা আর কে পুত্র এটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। পরিবেশ বুঝে পরিবর্তন হয়। দীপান্বিতা দত্ত লিখেছেন, ‘‘ভোটে জয়লাভের আশায় তিনি এগান গেয়েছেন, মক্কা - মদিনাকে ভালোবেসে নয়।

চিন্ময় চক্রবর্তী লিখেছেন, ‘‘দিদি এসব ভোটের খেলা, উনি ধর্মনিরপেক্ষ তাই উগ্র মৌলবাদের প্রতিবাদ করতে শিব-লিঙ্গে কনডম পরান কিন্তু ভোটের উষ্ণ উত্তাপ পেতে মদিনা যেতে চান। আশিক মহম্মদ রহমান লিখেছেন, ‘‘ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেই ধর্মের কলটা বেশী নড়ে উনিও নাড়ালেন ভোটের জন্য ফলাফল ও পলেন, আর উনি যদি সত্যি সত্যি ওখানে যেতে চান তবে ওনার জন্য এই ভোট করাটা জায়েজ নয়। মহম্মদ আমির হোসেন লিখেছেন, ‘‘রাজনীতি এখন ভণ্ডামির আরেক নাম।

শাসানি দিলেন পুতিন

ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ শুরু করার পর পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে মস্কো বারবার কড়া বার্তা দিয়েছে। সরাসরি না হলেও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে, যদি কেউ রাশিয়ার মতো পারমাণবিক শক্তিধর দেশকে পরাজিত করার চেষ্টা করে, তবে তাকে বিপর্যয়কর পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর গতকাল শুক্রবার পুতিন দাবি করলেন, ইউক্রেনে জয়ী হতে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না। সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ফোরামের একটি প্যানেল আলোচনায় শুক্রবার পুতিনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ফোরামের বার্ষিক এ আয়োজন ‘রাশিয়ার দাভোস’ নামেও পরিচিত। সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় পুতিনকে দেখতে বেশ নিরীহ লেগেছে। এমনটা অবশ্য কমই দেখা যায়। সাধারণত সাক্ষাৎকার যিনি নেন, তাঁর তুলনায় পুতিন বরং কড়া থাকেন বেশি। তবে প্রশ্নকর্তা যদি হন জাঁদরেল রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ সের্গেই কারাগানোভ, তবে এমনটিই হওয়ার কথা। গত বছর পুতিন আগাম পারমাণবিক আক্রমণের কথা বলেছিলেন। শুক্রবার তিনি ইউক্রেনের জেরে পশ্চিমের কপালে ‘পারমাণবিক পিস্তল’ ঠেকানোর আভাস দিলেন। সাক্ষাৎকারে পুতিন অবশ্য খুব বেশি কড়া ভাষা ব্যবহার করেননি। তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ঠিক শান্তির কপোতও নন। ক্রেমলিনের নেতা বলেন, তিনি রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রসংক্রান্ত দিকনির্দেশনায় পরিবর্তন আনার বিষয়টি একদমই উড়িয়ে দেননি। ওই নির্দেশনায় রাশিয়া কোন পরিস্থিতিতে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, সে সম্পর্কে বলা আছে। পুতিন বলেন, ‘এ দিকনির্দেশনা পরিবর্তনযোগ্য এবং আমাদের চারপাশে বিশ্বে কী ঘটছে, সেটির ওপর আমরা খুব সতর্ক নজর রাখছি। এ নির্দেশনা পরিবর্তন করার বিষয়টি তাই বাতিল করে দেব না। এটা পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার সঙ্গেও সম্পর্কিত।’ যেসব ইউরোপীয় রাষ্ট্র ইউক্রেনকে সমর্থন করছে, তাদের জন্য এদিন সতর্কবার্তা দেন পুতিন। তিনি বলেন, ‘রাশিয়ার যা আছে (কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র), ততটা ইউরোপ মহাদেশেরও নেই। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র যদি তার মজুত নিয়েও আসে, কুলাতে পারবে না।’ ‘ইউরোপের কাছে উন্নত ব্যবস্থাও (আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার) নেই। সে হিসেবে বলতে গেলে, তারা কমবেশি অরক্ষিত’, আরও বলেন পুতিন। কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র হলো ছোট আকারের ‘যুদ্ধাস্ত্র’। সেগুলো এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে তেজস্ক্রিয়তা না ছড়িয়ে শুধু নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করবে। এ সপ্তাহে অদ্ভুত এক সময় পার করেছে সেন্ট পিটার্সবার্গ। একদিকে সেখানে একটি বড় আন্তর্জাতিক ফোরাম চলেছে। মনে হচ্ছে, রাশিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা দিচ্ছে। যদিও স্পষ্টতই পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধের তৃতীয় বছর চলছে এবং এ যুদ্ধের কারণে সবচেয়ে বেশি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় পড়া দেশ এখন রাশিয়া। রাশিয়া ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে উত্তেজনার পারদও চড়ে চলেছে। সপ্তাহের শুরুতে সেন্ট পিটার্সবার্গে নানা আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন পুতিন।

সেখানে তিনি এমন ইঙ্গিত দেন, পশ্চিমা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে তৃতীয় পক্ষকেও উন্নত প্রযুক্তির দূরপাল্লার অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে রাশিয়া। এদিকে ন্যাটোর মিত্ররা ইউক্রেনকে পশ্চিমাদের সরবরাহ করা অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা চালানোর অনুমতি দিতে চলেছে বলে জানা গেছে। যার জবাবে পুতিন এ বার্তা দিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুতিন বলেন, ‘আমরা এখনো ওই অস্ত্র সরবরাহ শুরু করিনি। কিন্তু সামরিকসহ সুনির্দিষ্ট চাপের মধ্যে থাকা দেশ ও বৈধ সংস্থাগুলোর কাছে ওই সব অস্ত্র সরবরাহ করার অধিকার আমাদের রয়েছে। যারা ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং সেগুলো রাশিয়ার ভূখণ্ডের ওপর ব্যবহারে উৎসাহিত করে, তাদের চাপে রয়েছে ওই সব দেশ।’ এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু সাক্ষাৎকারে বলেননি পুতিন। এমনকি কোনো দেশের নামও উচ্চারণ করেননি।

এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত এমএলএ পাড়ায় দুঃসাহসিক চুরি, পুলিশের ভূমিকায় জনমনে অসন্তোষ

আগরতলা, ৮ জুন ঃ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনা দিনেদিনে বাড়ছ। তাতে জনমনে উদ্বেগ উৎকন্ঠা ক্রমশ গভীর হচ্ছে। থানাগুলির কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ বিরাজ করছে জনমনে। আগরতলা শহরের উত্তরাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। জানা গিয়েছে, এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত এমএলএ পাড়ার বিশ্বজিৎ বর্ধনের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের পাশের বাড়ি বিশ্বজিৎ বর্ধনের। শুক্রবার গভীর রাতে বৃষ্টির মধ্যে একটি পাম্প, পাম্পের পাইপ, পাওয়ার ট্রেলারের অর্থাৎ ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা। মাটি খুঁড়ে পাম্প এবং পাম্পের পাইপ হেক্সো ব্লেড দিয়ে কেটে নিয়ে যায়। বিদ্যুতের মূল্যবান তার ও বোর্ড খুলে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে আসে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। শুরু করে তদন্ত। বাড়ির মালিক বিশ্বজিৎ বর্ধন জানাম একটা চোরচক্র এলাকায় সক্রিয় রয়েছে। যারা এলাকায় চুরির ঘটনা সংগঠিত করছে।

তাদের সনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি পুলিশের রাত্রিকালীন টহলদারি আরও জোরদার করার দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

সামসীতে বিদ্যুতের তার থেকে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু আরপিএফ কর্মীর

সামসী, ৮ জুনঃ সামসী রেলগেট পার্শ্ববর্তী কালীতলা মোড়ে বিদ্যুতের তার থেকে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক আরপিএফ কর্মীর। পাশাপাশি আরেক আরপিএফ কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত আরপিএফ কর্মীর(এসআই) নাম রাজেশ প্রসাদ শ্রীবাস্তব(৫৫)। অপর জখম আরপিএফ কর্মী(এএসআই) অর্জুন সিং(৪৯)। জানা গিয়েছে, এদিন দুই আরপিএফ কর্মী রাজেশ প্রসাদ শ্রীবাস্তব ও অর্জুন সিং বাইকে করে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন। সেইসময় সামসী রেলগেট পার্শ্ববর্তী কালীতলা মোড়ে একটি মালবাহী লরি সামসী-রতুয়া রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। ওভারলোড ছিল। ফলে ঝুলে থাকা বিদ্যুতের তারে ও পোলে লাগে। পোলটি ভেঙে যায়। তখনই ওই দুই আরপিএফ কর্মীর গায়ে বিদ্যুতের তার লাগে। ঘটনাস্থলেই বাইক সহ তাঁরা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে জখম দুই আরপিএফ কর্মীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। এখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা রাজেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় এএসআই অর্জুন সিংকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। সামসী

আরপিএফ সূত্র জানা গিয়েছে, এসআই রাজেশ প্রসাদ শ্রীবাস্তবের বাড়ি বিহারের মতিহারি এলাকায়। বর্তমানে তিনি স্ত্রী অনিতা শ্রীবাস্তব ও তাঁদের এক ছেলে অনিকেত শ্রীবাস্তব এবং মেয়ে অনামিকা শ্রীবাস্তবকে নিয়ে সামসীতে থাকতেন। আর এক ছেলে শিলিগুড়িতে পড়াশোনা করে। সামসী ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনগর গ্রামীন হাসপাতাল, হেলদোল নেই প্রশাসনের

বিলোনিয়া, ৮ জুন ঃ একজন চিকিৎসক, ৬ জন নার্স, নেই এম্বুলেন্স, নেই টেকনেশিয়ান। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনগর গ্রামীন হাসপাতাল। বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত রাজনগর বিধানসভার রাজনগর ব্লকের গ্রামীণ হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃত রাজনগর সিএইচসি। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৬ - ১৯৯৭ সালে রাজগনর প্রাথমিক হাসপাতালের সূচনা করে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজনগর প্রাথমিক হাসপাতালকে গ্রামীন হাসপাতালে ঘোষণা করা হলেও হাসপাতালের নতুন দালান বাড়ী নির্মাণ কাজ চলার কারণে এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনী আচরনবিধি জারি হওয়ায় বামফ্রন্ট সরকার রাজনগর গ্রামীন হাসপাতালের নতুন দালান বাড়ীর আনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে পারেনি। অবশেষে ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাসপাতালটির বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে নির্মিয়মান রাজনগর গ্রামীণ হাসপাতালের নতুন বাড়ীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অভিযোগ রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনগর গ্রামীন হাসপাতালে পরিষেবা ক্রমেই তলানিতে ঠেকেছে।

সরকারি নিয়ম অনুসারে প্রতিটি গ্রামীন হাসপাতালে এম ডি সহ চারজন এম বি বি এস প্রয়োজন। অথচ রাজনগর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক আছেন মাত্র ১ জন। তিন শিফ্টের হাসপাতাল একদিকে আউট ডোর অন্যদিক ইন্ডোর গোটাটাই দেখতে হয় দায়িত্ব প্রাপ্ত একমাত্র চিকিৎসক তিনি আবার হাসপাতালের এম ও আই সি। যে হাসপাতালে প্রয়োজন ১৬ জন চিকিৎসক সেখানে আছে মাত্র ৬ জন নার্স।

হাসপাতালে এক্সরে মেশিন থাকলেও নেই টেকনেশিয়ান। লেব টেকনেশিয়ান আছে একজন তাও হাজারো সমস্যায় ধুকছে রাজনগর গ্রামীন হাসপাতালের ল্যাব। সবচেয়ে মারাত্মক হাসপাতালে গত প্রায় দেড় মাস যাবৎ নেই এম্বুলেন্স। ১০২ এম্বুলেন্স এবং হাসপাতালের এম্বুলেন্স দুইটিই বিকল হয়ে আছে দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস। হাসপাতালের জরুরী পরিষেবা দেওয়ার জন্য দুইটি ছোট গাড়ির মালিক ও চালকের মোবাইল নাম্বার দেওয়া হলেও তাদেরকেও পাওয়া যায় না। জরুরী পরিষেবা বা ইমারজেন্সী রোগীদের রাতে হোক বা দিনে রাজনগর হাসপাতাল থেকে রেফার করলে বাধ্য হয়ে গ্রামের গরীব মানুষগুলি জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিজেদের ভাড়া করা গাড়ি নিয়েই বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল কিংবা শান্তির বাজার দক্ষিন জেলা হাসপাতালে আনতে বাধ্য করা হচ্ছেন।

ঘটনার বিষয়ে দক্ষিণ জেলা সিএমওর সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি মোবাইল ফোন রিসিভ করেন নি। বিলোনীয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিমল কলই রাজনগর গ্রামীন হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নার্স সংকটের কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন শুধু রাজনগর গ্রামীন হাসপাতালেই নয় দক্ষিণ জেলার প্রতিটি হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্সের সংকট রয়েছে। বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল সহ মহকুমার প্রতিটি হাসপাতালে ডেপুটেশানের মাধ্যমে চিকিৎসক ও নার্সের সংকট মোকাবেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্তত একজন চিকিৎসক দিয়ে হলেও হাসপাতালের পরিষেবা চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে। এসডিএমও আরো জানান রাজনগর গ্রামীন হাসপাতালের এম্বুলেন্স এবং ১০২ নাম্বারের দুটি এম্বুলেন্সই বিকল হয়ে গ্যারেজে রয়েছে।

এম্বুলেন্স সারাই হলেই হাসাপাতালের কাজে যোগ দেবন। তবে কবে নাগাদ এম্বুলেন্স ঠিক হবে তার কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেননি ডাঃ কলই বাবু। রাজনগর গ্রামীন হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভে ফুসছে সাধারণ মানুষ থেকে হাসপাতালের কর্মীরা। অবিলম্বে রাজনগর হাসপাতালে এম্বুলেন্স প্রদান ও প্রয়োজনীয় ডাক্তার নার্স সহ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের দাবী জানান সিপিআই(এম) সহ বাম ছাত্র যুব সংগঠন সহ এলাকাবাসী। রাজনগর হাসপাতালে ডাক্তার নার্সদের কোয়ার্টারগুলি ভগ্ন দশায় পরিণত। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে নির্মিত সরকারি আবাসগুলি নুন্যতম সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই দপ্তরের।

নিহত দুই সেনা

বালিয়া, ৮ জুনঃ বালিয়া জেলার হলদি এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় নিহত দুই সেনা। বাড়ি আসার পথে দুর্ঘনার কবলে পড়েন তারা। দুজনেই মালিকপুরার বাসিন্দা। মোটরবাইকে এবং গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ গেলো দুই সেনার। ঘটনাটি ঘটে হলদি এলাকার বেলহারি ধালায় ৩১ নং জাতীয় সড়কের।

নাম পরিবর্তন
আমি, VIVEK TIBREWAL (পুরাতন নাম) পিতা LATE OM PRAKASH TIBREWAL, ঠিকানা- 9B,SCHOOL ROW, FLAT-2D, VAISHNAWI MANSION, BHAWANIPORE, KOLKATA-700025, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে VIVEK KUMAR TIBREWAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। VIVEK KUMAR TIBREWAL (নতুন নাম) এবং VIVEK TIBREWAL (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, BUDHADEB DAS (পুরাতন নাম) পিতা MADAN MOHAN DAS , ঠিকানা - DOMJUR BANDAR BAG PARA , DOMJUR HOWRAH-711405, WEST BENGAL ,কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে BUDDHADEB DAS (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। BUDDHADEB DAS (নতুন নাম) এবং BUDHADEB DAS (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I HIDAYET ULLAH, S/O MD RAHAMANI LASKAR, R/O VILL-EAST BELARIA P.O & P.S-MAGRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743355, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HIDAYET ULLAH LASKAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/06/2024,THAT HIDAYET ULLAH AND MD HIDAYET ULLAH LASKAR,S/O MD RAHAMANI LASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,Sweety Kumari, Daughter of Rajesh Singh, Residing at 8, Gouri Sankar Lane, Beadon Street,Kolkata-700006,West Bengal.Shall henceforth be known as Sweety Singh vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 07/06/2024.That Sweety Kumari and Sweety Singh both are the same and one identical person.

Name Change
I,Rajesh Kumar Mandal,Son of Mahendra Singh, Residing at 8, Gouri Sankar Lane,Beadon Street, Kolkata-700006,West Bengal.Shall henceforth be known as Rajesh Singh vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 07/06/2024.That Rajesh Kumar Mandal and Rajesh Singh both are the same and one identical person.

Name Change
I VIJAY KUMAR JAISWAL, SON OF KAMALA PRASAD JAISWAL, RESIDING AT 14, SYAKRA PARA LANE,PO-BOWBAZAR, PS-MUCHIPARA, KOLKATA -700012, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIJAY JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024.THAT VIJAY KUMAR JAISWAL AND VIJAY JAISWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MAHJABEEN MAHBOOB, W/O JANE ALAM,R/O 89/13,NARKEL DANGA MAIN ROAD, NARKEL DANGA, KOLKATA-700011, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHJABIN MAHBOOB, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024,THAT MAHJABEEN MAHBOOB AND MAHJABIN MAHBOOB ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BILAP CHAND BANTHIA (OLD NAME), S/O RAM LAL BANTHIA, R/O 493C/A,G.T.ROAD (S) BLOCK-6,VIVEK VIHAR, HOWRAH-711102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MILAP CHAND BANTHIA (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024,THAT BILAP CHAND BANTHIA AND MILAP CHAND BANTHIA ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mumtaz Begum (old name) W/O Md. Mushtaque Ahmed Nadroo, residing at 24/1, Gora Chand Lane, P.O.- Entally, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mumtaj Begum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/06/2024. Mumtaj Begum (new name) and Mumtaz Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Pradip Mistri (old name) S/O Gopal Mistri, residing at Kalinagar, Ashoknagar, P.O.- Guma, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743704, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Patit Mistri (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/06/2024. Patit Mistri (new name) and Pradip Mistri (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Intekhab Alam declare that my father said name Md Gulzar Alam (old name) residing at 65A, Golam Jilani Khan Road, Tiljala, Kolkata-700039, have changed my father's name and shall henceforth be known as Md Gulzar (NEW NAME) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah on 07/06/2024. Md Gulzar Alam (old name) and Md Gulzar (new name) both are same and identical person.

চক্রান্ত করে রানীমাকে হারানো হয়েছে, কৃষ্ণনগরের মিছিল বিজেপি কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৮ জুন ঃ কৃষ্ণনগরে বিজেপি বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল বিজেপি কর্মীরাই। বিজেপি প্রার্থীকে বিজেপি নেতৃত্ব হারিয়েছে এই দাবি নিয়ে বিজেপি একাংশ কর্মীরা আজ রাস্তায় নামেন। ক্ষোভে বিজেপি জেলা পার্টি অফিসের মধ্যে টেবিল চেয়ার সব ভাঙচুর করে গেটে তালা মেরে দেন তারা। নদীয়া উত্তরের বিজেপি জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাসের জুতোর মালা দেওয়া ছবি নিয়ে মিছিল করলেন তারা। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অর্জুন বিশ্বাসকে পদ থেকে সরাতে হবে, না সরালে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানালেন তারা। গোষ্ঠীকোন্দল না, বিজেপি জেলার বর্তমান পদাধিকার নেতারা এবং বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব অমিতাভ চক্রবর্তী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে রানিমা কে হারানো হয়েছে, এমনটাই দাবি তাদের। পুরাতন কর্মীরা যারা পদে ছিলেন এখন নেই তাদের কাওকে ডাকা হয়নি, এমনকি রানীমার সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

রানিমা রাজনীতিতে নতুন তাকে যে ভাবে পরিচালনা করা হয়েছে তাতেই হেরেছেন। রাজ্য নেতৃত্ব এই জেলায় আসলে পিঠে কুলো বেঁধে আসবেন। কারণ কর্মীরা খুব ক্ষুব্ধ। নদীয়া উত্তর বিজেপির পুরাতন নেতা কর্মীরা ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, রানিমা যা বলেছেন ঠিক বলেছেন, কোনো ভুল নেই। এই বিষয়ে বিজেপি মিডিয়া কনভেনার সন্দীপ মজুমদার ক্ষতে মলম লাগাতে চাইলেন, রানিমা কী বলেছেন তার জানানেই। তিনি কি বলেছেন তার মুখে বসানো হয়েছে কিনা কথা, জোর করে বলা হয়েছে কিনা, সেটা তদন্ত এর বিষয়, আর প্রার্থীকে তার একাউন্টে টাকা পাঠায় কেন্দ্র বিজেপি দল, সবটা প্রার্থী জানে আমরা জানি না। সবে মিলিয়ে জমে উঠেছে জেলার রাজনীতি। প্রাক্তন বিজেপির জিএস প্রশান্ত রুদ্র বলেন, এই জেলার জেলা নেতৃত্ব ও রাজ্য নেতৃত্ব যৌথভাবেই রানীমাকে হারিয়েছে। তৃণমূলের কাছে টাকা খেয়ে, ভোটের জন্য যে টাকা পাঠানো হয়েছিল তা আত্মসাৎ করে রানীমাকে হারানো হয়েছে। যারা পুরনো কর্মী ছিল তাদের সঙ্গে এরা যোগাযোগ করেনি। এখন যারা জেলা নেতৃত্ব রয়েছে তারা টায় না পুরনো কর্মীরা সঙ্গে থাকুক। জেলা নেতৃত্বের অর্জুন বিশ্বাস একজন দুর্নীতিগ্রস্থ মানুষ। রানীমা অরাজনৈতিক মানুষ। তাই তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে জেলা সভাপতি টাকা আত্মসাৎ করে তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে হারিয়ে দেওয়া হল। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি অর্জুন বিশ্বাস ও তার টিমকে না সরানো হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। রাজ্য অফিসেও ধর্ণায় বসব। জেলা সভাপতি যদি নিজের মতো না চালাতো তাহলে অমৃত রায় জিততেন। বিজেপি প্রাক্তন কিষান মোর্চার জিএস আশুতোষ দত্ত বলেন, রানীমাকে দাঁড় কারানো হল। তাঁকে তো সাহায্য করতে হবে! কিন্তু জেলা সভাপতি কোনও ভাবেই আমাদের এগোতে দেয়নি। রানীমাকে বলা হয়েছিল কারও সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে জেলা সভাপতির সঙ্গে যোগযোগ করতে হবে। রানীমা রাজনীতির লোক নন। তাঁর তাকে ব্যবহার করেছে অর্জুন বিশ্বাস।

মুর্শিদাবাদে ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন ঃ রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম জনি শেখ (৩০)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত ইংলিশ সাহাপাড়ায়। শনিবার সকালে ঘটনায় সুতির মহেন্দ্রপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে মর্গে পাঠায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই যুবক আচমকাই জঙ্গিপুরগামী ট্রেনের সামনে চলে আসেন। ট্রেনের ধাক্কায় লাইনের ধারে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

দাম বৃদ্ধি টমেটোর, বর্তমানে ৬০০ টাকা মন টমেটো বিক্রি হচ্ছে হলদিবাড়ি বাজারে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুন ঃ তুলনামূলকভাবে দাম বৃদ্ধি টমেটোর। বর্তমানে ৬০০ টাকা মন টমেটো বিক্রি হচ্ছে হলদিবাড়ি বাজারে। দাম আরো বৃদ্ধি পাবে বলে জানালেন চাষীরা। কেননা জমিতে উৎপাদন কম রয়েছে। উল্লেখ্য টমেটোর নাম আসতেই হলদিবাড়ির নাম কে খানিকটা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা কাঁচা লঙ্কা এবং টমেটোর জন্য হলদিবাড়ি অনেকটাই পরিচিতি আন্তর্জাতিক মহলে। তবে টমেটো কে গ্রাম বাংলার মানুষরা হাইব্রিড নামে আখ্যা দিয়েছেন। বর্তমানে ৬০০ টাকা মন টমেটো থাকলেও খুব শীঘ্রই দাম বাড়তে পারে। এমনটাই জানালেন টমেটো চাষী মহানন্দ রায়। তিনি বলেন, বর্তমানে ৬০০ টাকা মন টমেটো বিক্রি হচ্ছে হলদিবাড়ি বাজারে। তবে খুব শীঘ্রই টমেটোর দাম বাড়বে। কেননা জমিতে উৎপাদন কম রয়েছে। মহানন্দবাবু বলেন, এ বছর তো টমেটোর সিজিন শেষ হতে চলছে। তবে আগামী বছর আরও বেশি করে টমেটো চাষ করবেন তারই প্রস্তুতি নেবেন।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুন ঃ শিলিগুড়ির লক্ষীপাড়া চা বাগানের জঙ্গলে গোরু খুঁজতে গিয়ে শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন এক ব্যক্তি। অবশেষে শনিবার দুপুরে উদ্ধার হল তাঁর মৃতদেহ। স্থানীয়দের অনুমান হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কেলভিন ওরাওঁ। বয়স প্রায় ৬০ বছর। বাড়ি ডায়না বস্তিতে। মৃতের নাতি বিকি ওরাওঁ বলেন, 'দাদু গোরু আনতে জঙ্গলে যান। গোরু বাড়ি ফিরে এলেও তিনি ফেরেন নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান মেলেনি তাঁর। অবশেষে শনিবার এলাকার এক বাসিন্দা জঙ্গলে তাঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।' লক্ষীপাড়া চা বাগানের মকাইবাড়ি ডিভিশনের জঙ্গলটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দাদের কাছে আতঙ্কের কারণ। এর আগেও এই জঙ্গল নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ বাধে ডায়না বস্তি, দেব পাড়া, আপার কলাবাড়ির মত লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের। জঙ্গল পরিষ্কার করা নিয়ে বহুবার বাগান কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

উদ্ধার বিশালাকার অজগর, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুন ঃ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন বানেশ্বর মোড়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার অজগর। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বানেশ্বর মোড় সংলগ্ন ক্ষুদিরাম পল্লী এলাকায় একটি বিশালাকার অজগর সাপ দেখতে পান স্থানীয়রা। সাপটি লম্বায় ৮-১০ ফুট। ঘটনায় নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। সাপটিকে দেখতে ভিড় জমান প্রচুর মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বনদফতরকে। সাপটিকে উদ্ধার করে বৈকুন্ঠপুর ফরেস্টে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানান বনদফতরের কর্মীরা।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন ও মেট্রোর যৌথ উদ্যোগে জয় রাইডের আয়োজন

কলকাতা, ৮ জুন ঃ ৯ জুন, ২০২৪-এ রাজ্য শিশু সুরক্ষা দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে, আজ, অর্থাৎ ০৮.০৬.২০২৪ তারিখে হুগলি নদীর নীচে একটি মেট্রোতে শিশুদের জন্য একটি আনন্দযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আনন্দযাত্রায়, ৭৪ জন উৎসাহী শিশু এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান এবং গ্রীন লাইন -২-এ ফিরে আসে এবং তারা এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছিল। এই বিশেষ উদ্যোগটি কলকাতার মেট্রো রেলওয়ের সহযোগিতায় ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। এই শিশুরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে সরকার ও এনজিও দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট থেকে এসেছে। এই শিশুরা যারা সাধারণত বহির্বিশ্বের সাথে কোন সংযুক্তি ছাড়াই প্রাতিষ্ঠানিক জীবন যাপন করে তারা দীর্ঘকাল এই স্মৃতিকে লালন করবে কারণ তারা নদীর তলদেশে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের আনন্দ সীমাহীন ছিল কারণ এই রাইডটি তাদের জন্য স্বপ্ন পূরণের মতো ছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস কর্তৃপক্ষ মেট্রো রেলওয়েকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এই শিশুদের জন্য একটি নতুনত্বের মতো একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এগিয়ে আসার জন্য। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেলওয়ে সবসময় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সুখ আনতে এই ধরনের সামাজিক কাজে সাহায্য করে থাকে।

বিজেপি নেতাকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুন ঃ নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার ছবি দেখা গেল শিলিগুড়ির ৩৯ নং ওয়ার্ডে। ওই ওয়ার্ডের এক বিজেপি কর্মী অশীত পালকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে শনিবার ভক্তিনগর থানায় বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জির অভিযোগ, গতকাল রাতে বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা বিজেপি কর্মীকে মারধর করে, বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই নেতা। এরই প্রতিবাদে এদিন তারা ভক্তিনগর থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেই সময় তাদেরকে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে বিধায়কসহ কিছু নেতা থানার ভিতরে প্রবেশ করে অভিযোগ জমা করে।

নবদ্বীপে ভ্রমণ সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও নিগ্রহের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৮ জুন ঃ নবদ্বীপে ভ্রমণ সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও নিগ্রহের অভিযোগ! ট্যুর প্যাকেজ বুক করিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠলো নবদ্বীপের এক ভ্রমন সংস্থার বিরুদ্ধে। আর শুধু প্রতারণাই নয় সাথে দুর্ব্যবহার, এমনকি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ তুলে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের নবদ্বীপের এক শিক্ষিকার। অভিযোগকারী শিক্ষিকা জানায় গত ২৪ মে ওই ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে আমাদের যাত্র শুরু হয়। ২৩ মে রাতে নবদ্বীপ ওলাদেবী তলায় ওই ভ্রমণ সংস্থার অফিসে সম্পূর্ণ টাকা মেটাতে গিয়ে জানতে পারা যায় যেই ট্রেনে আমাদের নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেই দুন এক্সপ্রেসের টিকিট পাওয়া যায়নি। ফলত তাঁদের হাওড়া থেকে পাটনা ইন্টারসিটি ট্রেনের চেয়ারকারে নিয়ে যাওয়া হয়। তার আরও অভিযোগ এসব করতে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে ওই শিক্ষিকার এক কন্যাকে তুলে দিয়ে তাঁদের বাধ্য করা হয়। সেই চলন্ত ট্রেনে উঠতে। তাঁর আরও অভিযোগ, হোটেলে ডিল্যাক্স ঘর দেওয়ার চুক্তি থাকলেও তোলা হয় একটি সেবা প্রতিষ্ঠানে। এমতঅবস্থায় আমার শিশুকন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ে সৌগতা বলেন, আমরা বেড়ানো বাতিল করে ফিরে আস সিদ্ধান্ত নিয়ে ভ্রমন সংস্থার কাছে টাকা ফেরত চাই তখন ভ্রমণ সংস্থার মালিক উনি আমাদের শারীরিক ভাবে হেনস্থা করেন। কোনওরকম স্থানীয় মানুষের সাহায্যে তৎকাল টিকিট কেটে আমরা নবদ্বীপে আসি এবং পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে নবদ্বীপ তানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। অভিযোগকারী ভ্রমণ সংস্থার মালিক শুকদেব সাহার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁর এবং সংস্থার তিনটি ফোন নম্বর কোনটিতেই সাড়া মিলছে না। নবদ্বীপ থানার আই সি জকে তিওয়ারি বলেন, ওই ভ্রমণ সং বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি। এই মামলাও রুজু হয়েছে।

জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি ঠেকাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ৮ জুন ঃ ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডারে কারচুপি করে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি ঠেকাতে রাজ্য সরকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'ব্লক চেন' নামের ওই পদ্ধতি ব্যবহার করে জমি সংক্রান্ত যে কোনও দুর্নীতি রোখা যাবে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে, জমির চরিত্র বদল করার ক্ষেত্রে একাধিক ধাপ রয়েছে। ব্লক চেন পদ্ধতি ব্যবহার করলে একটি ধাপ বাদ দিয়ে পরের ধাপে যেতে গেলেই, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যাবে। একই সঙ্গে যারা নিয়ম ভাঙতে যাচ্ছিলেন সেই কর্মী-আধিকারিকেরাও চিহ্নিত হয়ে যাবেন। এর ফলে আইনের বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করা যাবে না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি, বর্তমানে খাজনা জমা, মিউটেশনের আবেদন, জমির চরিত্র বদলের আবেদনসহ একাধিক অনলাইন পরিষেবা ইতিমধ্যে চালু করেছে রাজ্য। তবে অনলাইনে আবেদন করতে দীর্ঘ সময় লাগার অভিযোগ উঠেছিল। তথ্য ভাণ্ডার প্রচণ্ড ভারী হওয়ার দরুন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ধীর গতিতে এগোয়। এই সমস্যায় ইতি টানতে প্রত্যেকটি অনলাইন পরিষেবার জন্য পৃথক মডিউলগুলি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে জমি সংক্রান্ত অনলাইন পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও গতি আসবে। এই কাজের জন্য প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার ব্যবহার করে এই কাজ করা হচ্ছে।

বাজনা সহযোগ ১১০ বছর বয়সে শেষ বিদায় মায়ের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জুন ঃ মায়ের শেষ বিদায়ে বাজলো ব্যান্ড, ডিজে, আনন্দ উল্লাসে পরিবারের সকলে মিলে শেষযাত্রায় শামিল হল। মানিকচকের কামালপুর অঞ্চলের ঠাকুরপাড়া এলাকায় এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী রইল আজ। পাড়ায় কেউ বলতো ঠাকুমা আবার কেউ বলতো দিদা। দিদা আজ শেষ বিদায় নিল এই পৃথিবী ছেড়ে। তবে এ কোন দুঃখের কাহিনী নয়, এ যেন সকলের মাঝে উল্লাস আনন্দের দিন। রানী মন্ডল বয়স আনুমানিক ১১০ বছর। চার ছেলে পুত্রবধূ, নাতি- নাতনী সহ বিশাল পরিবারকে পৃথিবীতে রেখে আনন্দে চোখ বুঝলেন। তাই পরিবারের সকলে মিলে আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে আবিরের রঙে হরিনাম কীর্তনের মধ্যে দিয়ে শেষ যাত্রা সম্পন্ন করলো মানিকচক মহাশ্মশানের দিকে। এই বিষয়ে রানী মন্ডলের বড় ছেলে জ্যোতিষ মন্ডল জানান, মার দীর্ঘায়ুর পথ আজ শেষ হলো। প্রায় একশ দশ বছর মা পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তবে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন গতকালও নিজে স্নান খাওয়া- দাওয়া করে ঘুমোতে যান। তারপরেই সকালে এদিন শনিবার তিনি পরলোক গমন করেন। তবে আজ সব গল্পের অবসান। মাতৃ বিয়োগ বড় বেদনার তবুও আমরা আজ খুশি মাকে শেষ বিদায় জানাতে পেরে।

বিনামূল্যে কালনা হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৮ জুন ঃ একটা সময় ছিল কিডনির ডায়ালিসিস করতে যেতে হতো কলকাতা বা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, আর তা না হলে মোটা টাকার ঋণ নিয়ে বেসরকারি হসপিটালে কিডনির ডায়ালিসিস চিকিৎসা করাতে হতো। কিন্তু এখন থেকে বিনা খরচায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কালনা হসপিটালে শুরু হয়ে গেছে ডায়ালিসিস পরিসেবা। এই পরিষেবা বিনামূল্যে শুরু হওয়ায় খুশি হুগলি, নদীয়া ও বর্ধমানের মানুষরা। এরপরই কালনা মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিসেবা ঠিক মতন চলছে কিনা মানুষ ঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হাজির হলেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অন্যদিকে বিনাখরচে কিনডি ডায়ালিসিস পরিষেবা পেতে ধীরে ধীরে ভিড় জমাচ্ছে রোগীরা। কালনায় এই পরিষেবা পেয়েই খুব খুশি তাঁরা।

ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ কি ভাবে জোগাড় করবেন, চিন্তায় ইমাম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ জুন ঃ মসজিদে ইমামতি করে স্ত্রীর সহ এক ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। তার মেয়ে খাদিজা বেগম সেও আল-আমিন মিশনের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তার মাত্র দুই বিঘা জমি। আবার ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার জন্য খরচ টানতে অনেক দিন আগেই বন্ধক রেখেছেন। মসজিদ থেকে ইমাম ভাতা ছাড়া সরকারি কোনো সুযোগ পাননি। হবু চিকিৎসক আব্দুল আউয়াল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ কি ভাবে জোগাড় করবেন চিন্তায় ভুগছেন তার বাবা কবিরুল ইসলাম। মসজিদের ইমামের ছেলে আব্দুল আওয়াল হতে চলেছেন চিকিৎসক। প্রতিবেশী রনহা গ্রামের জুম্মা মসজিদে ইমামতি করেন। সেখানে মাস মাইনা পান ৭ হাজার, সেই সঙ্গে তিন হাজার টাকা পান রাজ্য সরকারের দেওয়া ইমাম ভাতা। সাকুল্যে দশ হাজার টাকা আয়ে সংসার চলে। ছেলের পড়াশোনা। আব্দুল আওয়ালের বাড়ি নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর গ্রাম। বাবা কবিরুল ইসলাম রনহা জুম্মা মসজিদের ইমাম। মা নুরজামা বিবি গৃহবধূ। নিট ২০২৪ ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৯০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে তার রাঙ্ক ৪ হাজার ৩৫৯ এবং ২ হাজার ১৫০ তার ক্যাটাগরি রাঙ্ক। আব্দুল আওয়াল মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে আশানুরূপ ফলাফল না হলেও অদম্য জেদ ও পরিশ্রমের জোরে চিকিৎসক হতে চলেছে আব্দুল আউয়াল। লোহাপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার পড়াশোনা। পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয় লোহাপুর এম আর এম হাই স্কুলে। সেখান থেকে আল-আমিন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বীরভূমের নানুরের পাপুড়ি ক্যাম্পাসে ভর্তি হয় সে। সেখান থেকে টানা পাঁচ বছর পড়াশোনা। করোনা কালে ২০২১ - এর মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৬১ তে ৯৪ শতাংশ। একই ভাবে আল আমিন মিশনের বেলডাঙ্গা শাখায় ২০২৩ এ উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের ৮৮ শতাংশ তার প্রাপ্ত নম্বর। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আল আমিন মিশন মেটিয়াবুরুজের পাঁচুর ক্যাম্পাসে কঠোর পরিশ্রমে শুরু হয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি। মানুষের সেবা করে মানুষের পাশে থাকতে চায় সে। এই খুশির খবরে গর্বিত তার পরিবার। গর্ব বোধ করছেন এলাকাবাসী। শনিবার বিকেলে আব্দুল আওয়ালকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন জামাতে ইসলামী হিন্দের বীরভূম জেলা সংগঠনের নেতৃত্বরা।

মেমারিতে বাইক ছিনতাই, গ্রেপ্তার ৪

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ জুন ঃ গভীরাতে বাইক ছিনতাই পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির চেকপোষ্ট থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় গত ৭ জুন শুক্রবার রাত ১ টা নাগাদ সুদীপ্ত দাস ও রাহুল গোস্বামী নামে দুই যুবক মেমারি চেকপোষ্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি পানের গুমটির ধারে গল্প করছিল। সেই সময় চারজন দুস্কৃতি তাদের কাছে থেকে বাইক ছিনতাই করে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটানার সময় তাদরে মধ্যে বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়ে বলে জানা যায়। শুক্রবার বেলায় মেমারি ১৪ নং ওয়ার্ডের দিঘীরপাড় নিবাসী সুদীপ্ত দাস ও হাসপাতাল মোড় নিবাসী রাহুল গোস্বামী মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ তদন্তে নেমে উক্ত ঘটনায় জড়িত চার জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত মেমারি তত্তিপুর নিবাসী সেখ ইমরান, সেখ বোরহান, সেখ আব্দুল রবিউল ও কালনার নতুন গ্রামের সাহেব মল্লিককে শনিবার সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পেশ করে মেমারি থানার পুলিশ। বর্ধমান আদালতের বিচারক ধৃতদের আগামী ১০ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। বাইক ছিনতাইয়ের এই ঘটনায় মেমারি এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায় যে ভাবে বাইক ছিনতাই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বচসা তৈরি হয় তাতে স্থানীয়রা নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন।

আদানি গোষ্ঠী নেতাজি সুভাষ ডকে কন্টেনার পরিচালনার বরাত পেয়েছে

কলকাতা, ৮ জুন ঃ আদানি গোষ্ঠী কলকাতার শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের নেতাজি সুভাষ ডকে কন্টেনার পরিষেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বরাত পেয়েছে। একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কলকাতা বন্দরে কন্টেনার পরিষেবার দায়িত্ব পাওয়ার জন্য বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা হয়েছিল। আর আদানি গোষ্ঠী যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা গৃহীত হয়েছে। পাঁচ বছরের জন্য কন্টেনার পরিষেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছে। লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স পাওয়ার সাত মাসের মধ্যে মালপত্র নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম বসিয়ে ফেলতে হবে। ওই বিবৃতিতে আদানি গোষ্ঠীর তরফে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে যে কলকাতা বন্দরের নেতাজি সুভাষ ডকে কন্টেনারে পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ায় টার্মিনাল এবং অন্যান্য বন্দরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ভালো হবে। বিশেষত ভিজিনজাম এবং কলম্বোয় ট্রান্সশিপমেন্ট হাবের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতও করা যাবে। যা চলতি বছরের মধ্যে চালু করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেডের হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও অশ্বিনী গুপ্তা জানিয়েছেন, দু'দশকের বেশি সময় ধরে ভারত এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন কন্টেনার টার্মিনালে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা আছে, সেটা কলকাতায় কাজে লাগানো হবে। ফলে লাভবান হবেন আদানি গ্রুপের গ্রাহক এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

আলু, আদা, পেঁয়াজের দাম চড়া

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন ঃ প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে চড়া আলুর দাম। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বো।ছে পেঁয়াজ, রসুনের দামও। আদার দামও চড়া। অন্য মরসুমি আনাজের দামও তুলনামূলক ভাবে চড়া। যার প্রভাব পড়ছে আমবাঙালির হেঁশেলে। আনাজের কারবারিদের একাংশের দাবি, প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে জেলার বিভিন্ন হাটে-বাজারে জ্যোতি আলু বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি। উচ্চফলনশীল জাতের সাধারণ আলু বিক্রি হচ্ছে প্রায় একই দামে। হিমঘর খোলার পরেও আলুর দাম কমেনি বলে দাবি আলুর কারবারিদের। আলুর কারবারিদের একাংশের দাবি, জেলার কান্দি মহকুমায়, তাছাড়া বীরভূম, হুগলির বিভিন্ন হিমঘর থেকেও জেলার বিভিন্ন হাটে-বাজারে আলু আসে। হরিহরপাড়ার এক পাইকারি আলু বিক্রেতা বলেন, চাষির ঘরের আলু শেষ। বেশির ভাগ আলু অন্য জেলা থেকে আসছে। জোগান কম থাকায় এ বছর প্রথম থেকেই আলুর দাম চড়া। শীতের শেষে অকাল বৃষ্টির ফলে আলুর ক্ষতিও দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে দাবি আলুর কারবারিদের। অন্যদিকে প্রায় মাস খানেকের বেশি সময় ধরে চড়া পেঁয়াজের দাম। জেলার বিভিন্ন হাটে-বাজারে পেঁয়াজও বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি। পাইকারিতে ১৮ থেকে ২২ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ। জেলায় পেঁয়াজ চাষ বেশি, উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষণের সুযোগ না থাকায় খেত থেকে তোলার পরেই পেঁয়াজ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন চাষিরা। ফলে মে-জুন মাস থেকেই চড়তে থাকে পেঁয়াজের দাম। পেঁয়াজের দাম চড়া থাকার কারণ হিসেবে কারবারিদের দাবি, প।শি দেশে পেঁয়াজ রফতানি ও নাসিকের পেঁয়াজের আমদানি কম হওয়া। আদা, রসুনের দামও চড়া। কারবারি দাবি, উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় আদার চাষ হয়। তা ছাড়া অধিকাংশ আদা আসে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে। মণিপুরের গন্ডগোলের পর থেকেই আদার দাম চড়া বলে দাবি আনাজের কারবারিদের।

দুর্গাপুরে ১০ ওয়ার্ডে পিছিয়ে তৃণমূল, লোকসভার পর পুরসভা দখলে মরিয়া ঘাস, পদ্ম, বাম শিবির

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ জুন ঃ রাজ্য জুড়ে ঘাসফুলের ঝড় থাকলেও, শিল্পশহরে বইছে গেরুয়া হাওয়া। লোকসভায় দুর্গাপুরে দুই বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে ব্যাবধান কমলেও, প্রায় সব ওয়ার্ডেই এগিয়ে বিজেপি। পুরসভার ৪৩ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৩ টি ওয়ার্ডে তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়েছে শহরবাসী। হাতে গোনা ১০ ওয়ার্ডে এগিয়ে আছে ঘাসফুল। আর তাতেই অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল। পুরভোট হলেই কি তৃণমূলের হাতছাড়া হবে দুর্গাপুর? কার্যত সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে শিল্পশহরের রাজনৈতিকমহলে। বিজেপির দাবী, সুষ্ঠ নির্বাচন হলেই দখলে থাকবে দুর্গাপুর। তবে দুর্গাপুরের বেশীরভাগ ওয়ার্ডে পিছিয়ে থাকাকে অন্তর্ঘাত মানতে নারাজ নব নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। প্রসঙ্গত, গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি ৪৯,৫১১ ভোটের এগিয়ে ছিল। দুর্গাপুর পূর্বে ২৬,৫৯১ ভোটে এগিয়ে ছিল। ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফলে শহরে ৪৩ টি ওয়ার্ডের মধ্যে হাতে গোনা দুটি ওয়ার্ডে এগিয়েছিল তৃণমূল। ২০২৪ লোকসভা ভোটে বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে গতবারের চেয়ে ব্যবধান অনেকটাই কমেছে। পুর এলাকার ৪৩টি ওয়ার্ড থেকে মোট ১৩,০৫৪ ভোটে এগিয়ে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্য জুড়ে যখন ঘাসফুলের ঝড় সেই সময় দুর্গাপুরে পদ্মফুলের হাওয়া বইছে। দুর্গাপুর এলাকার মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পুরসভার ৪৩ টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র ১০ টি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছে তৃণমূল। বাকি ৩৩ টি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছে বিজেপি। এই ফল অস্বস্তিতে ফেলেছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। পুরভোটে ক্ষমতা ধরে রাখতে তৃণমূলকে অন্তত ২২ টি ওয়ার্ডে জয় পেতে হবে। দুর্গাপুরে দুটি বিধানসভা কেন্দ্র। একটি পূর্ব ও আর একটি পশ্চিম। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার মধ্যে রয়েছে ২৭টি এবং দুর্গাপুর পূর্বের মধ্যে রয়েছে শহরের বাকি ১৬ টি ওয়ার্ড। পূর্ব কেন্দ্র থেকে ১ হাজার ৬৯৩ ভোটে তৃণমূল লিড পেয়েছে। কিন্তু, ১১ হাজার ৬৮২ ভোটে তৃণমূল হেরেছে পশ্চিম কেন্দ্র থেকে। দুর্গাপুর এলাকায় বিজেপি পেয়েছে ৪৫.২৩ শতাংশ ভোট। তৃণমূল পেয়েছে ৪১.৪৫ শতাংশ ভোট। বামেদের ঝুলিতে পড়েছে ৯.৯৬ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দুর্গাপুর পশ্চিমের ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে মাত্র ৬টিতে (১২, ১৪, ৩১, ৩৪, ৩৫ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে)। এর মধ্যে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বোচ্চ ১,৯৬৯ এবং ৩৪ নম্বরে সর্বনিম্ন ৪৩ ভোটের 'লিড' পেয়েছে তৃণমূল। দুর্গাপুর পূর্বের ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল এগিয়ে মাত্র ৪টিতে (১, ২, ২৩ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে)। এর মধ্যে ১ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বোচ্চ ১,৭৯৮ এবং ২৫ নম্বরে সর্বনিম্ন ৩৯১ ভোটের 'লিড' রয়েছে। বর্তমান পুরসভার মুখ্য প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩৫১ ভোটে লিড পেয়েছে বিজেপি। সহকারি প্রশাসক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে লিড পেয়েছে বিজেপি। প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য ধর্মেন্দ্র যাদবের ওয়ার্ডে ১৮৯২ ভোটে লিড পেয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে প্রশাসক মন্ডলীর দুই সদস্য রাখি তিওয়ারি ও দীপঙ্কর লাহা নিজেদের ওয়ার্ড থেকে দলকে লিড দিতে সমর্থ হয়েছেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হবে তা অতিব। তৃণমূল কর্মী ও নেতারা বুঝতে পারেননি। মাত্র ১২ টি আসনে আটকে গেছে বিজেপি। তৃণমূল পেয়েছে ২৯ টি আসন। কার্যত তৃণমূলের ঝড় বলাই চলে। এই অবস্থায় দুর্গাপুরে বিপরিত ছবি কেন? কী কারণে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা জানার জন্য এখনও কাটাছেড়া শুরু করেননি তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে দ্রুত পরাজয়ের কারণ খোঁজা শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। কারণ আগামী আগষ্ট মাসে পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ২০২২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। পর দিন থেকে পুরসভার দায়িত্ব গিয়েছে ৫ সদস্যের প্রশাসকমণ্ডলীর হাতে। তার পরে কেটে গেছে প্রায় ১ বছর ৯ মাস। এখনও নির্বাচন ঘোষণা হয়নি। দ্রুত পুরভোটের দাবিতে বিরোধীরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছে।

মৃত্যু শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ জুন ঃ আবারও দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার এক স্থায়ী কর্মীর। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল সেইলর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক মহল। কারখানা সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম অমিত চ্যাটার্জি (৫৫)। তিনি র' মেটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং প্ল্যান্ট (অপারেশন) বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি একজন বাচিক শিল্পী। ঘটনার পর আবার কারখানার ভিতর শ্রমিক সুরক্ষায় প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনায় জানা গেছে, বৃহস্পতিবার নাইট ডিউটিতে যোগ দিয়েছিলেন অমিতবাবু। শুক্রবার ভোরে ট্রিপলারে কাজ করার সময় কোনো ভাবে ওয়াগনের নিচে পড়ে যান তিনি। গুরুতর চোট পান অমিতবাবু। তড়িঘড়ি তাঁকে প্রথমে প্ল্যান্ট মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে বিধাননগরে একটি বেসরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষনা করেন। কারখানার নিরাপত্তা গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলির। অমিত চ্যাটার্জি একজন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী ছিলেন। দুর্গাপুর শিল্পী ও সংস্কৃতিক মহলে শোকের ছায়া নেমেছে।

হিংসা অব্যাহত দক্ষিণ দিনাজপুরে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ জুন ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও। শুক্রবার রাতের পাশাপাশি শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করা হয়। মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। অভিযোগ উঠছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানা নয়াবাজার এলাকায়। এদিকে, বিষয়টি জানতে পেরে এদিন দুপুরে ওই এলাকায় পৌঁছন বিজেপি-র জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, তপনের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বিধানসভার নয়াবাজারে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের দ্বারা বিজেপি কর্মীকে মারধর এবং বাড়ি ও দোকানে হামলা চালানো হয়। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। গঙ্গারামপুর বিধানসভাতেও লিড পেয়েছে বিজেপি। অভিযোগ, বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার আক্রোশে ফলাফলের পরই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করা হয়। অভিযোগ পেলে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস জেলা পুলিশের।

মাছ চাষের পুকুরে বিষ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৮ জুন ঃ বিধানসভার নন্দঝার এলাকায় একটি পুকুরে মাছ চাষের পুকুরে বিষ, ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায় বিশ দেওয়া হয় এবং তাতে প্রয় ৫ কুইন্ট্যাল এর বেশি মাছ মারা যায়। এমনই জানিয়েছেন পুকুরের মালিক দেব কুমার মন্ডল। পুরো ঘটনার পর তারা পানিজপারা পুলিশ ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দেয় কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাকে চিহ্নিত করার এবং উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য।

দ্রুত বড় ঘোষণা করতে পারে মোহনবাগান

৮ জুন ঃ বড় ঘোষণা করতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ক্লাবের পক্ষ থেকে দ্রুত ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সবুজ মেরুন ব্রিগেডের প্রধান কোচ প্রসঙ্গ চলা জল্পনার অবসান হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। আগামী মরসুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোচ কে হবেন সে ব্যাপারে জল্পনা চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। কোচ হিসেবে লোপেজ হাবাসের থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি আদৌ কোচ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন কি না সে ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। আর এই সংশয় থেকেই শুরু হয়েছে জল্পনা। ফুটবল প্রেমীদের একাংশের মধ্যে মোহনবাগানের আগামী দিনের সম্ভাব্য কোচ নিয়ে জারি রয়েছে আলোচনা। হুয়ান ফেরান্দোর বদলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ভরসা রেখেছিলেন লোপেজ হাবাসের ওপর। ২০২৩-২৪ মরসুমের ট্রান্সফার উইন্ডোর পর থেকে তিনিই ছিলেন বাগানের হেড স্যার। দলকে সুপার কাপ জিততে সাহায্য করেছিলেন। আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিলেন ফুটবলারদের। মরসুমের শেষের দিকে হাবাসের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল।

পাক ম্যাচের আগে নেটে চোট পেলেন রোহিত, নামতে পারবেন কি মহারণে?

৮ জুন ঃ রবিবারের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ ভারত-পাক। ম্যাচের পারদ

চড়ছে নিউ ইয়র্কে। সবার নজরে রবিবারের মহারণ। সেই ম্যাচের আগে অনুশীলনে চোট পেলেন রোহিত শর্মা। এরই মধ্যে জানা গেল, নেটে ব্যাটিং অনুশীলনের সময়ে আচমকাই একটা বল এসে লাগে রোহিতের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে। যন্ত্রণায় গ্লাভস খুলে ফেলেন ভারত অধিনায়ক। তাঁর চোট খতিয়ে দেখার জন্য মাঠে ঢুকে পড়ে মেডিক্যাল টিম। হিটম্যানের চোট ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পরেই রোহিত শর্মা ফের ব্যাট করতে নেটে নামেন পূর্ণ উদ্যমে। এর আগে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে কাঁধে বল লেগেছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার চেষ্টাও করেন রোহিত। কিন্তু শেষমেশ মাঠ থেকে তলে যান তিনি। নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি হচ্ছে। বাইশ গজ অসমান এবং আউটফিল্ড মন্থর। টিম ইন্ডিয়া অবশ্য পাকিস্তান ম্যাচের আগে সে সব নিয়ে ভাবছে না। তাদের লক্ষ্য রবিবারের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৯৬ রানে অল আউট করে দিয়েছিল ভারত। সেই রান তাড়া করতে নেমে ভারত সহজে জিতলেও রোহিতের চোট নিয়ে চিন্তা একটা ছিল। যদিও রোহিত ম্যাচের শেষে জানিয়েছিলেন, তাঁর চোট গুরুতর নয়। এর মধ্যেই ভারত-পাক ম্যাচের আগে অনুশীলনে ফের বুড়ো আঙুলে বল লাগল হিটম্যানের।

এদিকে মেগাম্যাচের আগে দলকে শান্ত থাকার পারমর্শ দিয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। এই ধরনের বড় ম্যাচে স্নায়ু শান্ত রাখার দরকার। স্নায়ু যার, ম্যাচও তার। রবিবাসরীয় ম্যাচের দিকে তাকিয়ে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব। এই ম্যাচে জিততে পাক টিমকে বেগ পেতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ইন্ডিয়া টিমই সেরা বলে ধরা হচ্ছে।

কাতারের বিরুদ্ধে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করলেন ইগর স্টিমাক

৮ জুন ঃ ভারতীয় সিনিয়র পুরুষ দলের প্রধান কোচ ইগর স্টিমাক, ১১ জুন কাতারের বিরুদ্ধে ফিফা বিশ্বকাপ রাউন্ড ২ কোয়ালিফায়ারের জন্য ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে দোহা যাবে ভারতীয় ফুটবলাররা। ভারত পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আফগানিস্তান তৃতীয় স্থান বজায় রেখেছে। চার পয়েন্ট নিয়ে এখনও তলানিতে রয়েছে কুয়েত। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য ভারতের সদস্যের স্কোয়াডগোলরক্ষকঃ গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দর সিং, বিশাল কাইথ ডিফেন্ডারঃ আনোয়ার আলি, জে গুপ্তা, মেহতাব সিং, নরেন্দ্র, নিখিল পূজারি, রাহুল ভেকে মিডফিল্ডার ঃ অনিরুধ থাপা, ব্র্যান্ডন ফার্নান্দেস, এডমন্ড লালরিন্দিকা, জেকসন সিং থাউনাওজাম, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, লিস্টন কোলাকো, মহেশ সিং নওরেম, নন্দকুমার সেকার, সাহল আবদুল সামাদ, সুরেশ সিং ওয়াংজাম। ফরোয়ার্ড ঃ মনভীর সিং, রহিম আলি, বিক্রম প্রতাপ সিং, ডেভিড লালহলানসাঙ্গ।

কুয়েত ম্যাচ দিয়েই জাতীয় দল থেকে বিদায় নিলেন জাতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। জাতীয় কোচ ইগর স্টিমাককে অবশ্য নিজে থেকে বিদায় ঘোষণা করতে হবে না। শেষ ম্যাচে কাতারের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক ফল না করলে পরের রাউন্ডেও যেতে পারবে না ভারত। আর সেরকম হলে চুক্তি মতো স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিদায় হয়ে যাবে। আপাতত যা পরিস্থিতি ভারতকে তৃতীয় রাউন্ডে যেতে হলে কুয়েত-আফগানিস্তান ম্যাচ ড্র হতে হবে। পাশাপাশি কাতারের সঙ্গেও ভারতকে ড্র করতে হবে। যা একপ্রকার অসম্ভব। কাতারের মাটিতে গিয়ে সুনীলহীন ভারত তাদের সঙ্গে ড্র করতে পারবে, একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না বলেই মনে হচ্ছে। ফেডারেশনের সঙ্গে ইগর স্টিমাচের যা চুক্তি, তাতে মোট চার বছরকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে চুক্তি ২০২৪ পর্যন্ত। চুক্তিতে লেখা আছে এই পর্বে ভারতীয় দলকে স্টিমাচ যদি তৃতীয় রাউন্ডে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে আরও দু'বছরের চুক্তি বেড়ে তা হবে ২০২৬ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে যদি বিদায় হয় ভারতের, তাহলে পদত্যাগ ঘোষণা করতে হবে না স্টিমাচকে, চুক্তিমাফিকই তাঁর বিদায় ঘটবে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার পরের দিন টিম হোটেলে পরিবারের সঙ্গেই কাটালেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। সকালে কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রী সোনম ভট্টাচার্য, শিশুপুত্র ধ্রুব, বাবা খড়গ ছেত্রী ও সুশীলা ছেত্রীকে নিয়ে শপিং করতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় এক রেস্তরাঁতেও যায় পুরো পরিবার। তারপর ফের দুপুরে ঢুকে যান হোটেলে। এরপর হোটেলে আসা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এদিন পরিবারের সঙ্গে একান্তে সময় কাটালেন সদ্য প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এদিনই আবার নীরজ চোপড়া সুনীলকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন, আপনি আমাদের পতাকা অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছেন। এমন দারুণ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের জন্য অনেক অভিনন্দন। আজ শনিবার দুপুরে পরবর্তী ম্যাচ খেলতে ভারতীয় দল উড়ে যায় কাতারের উদ্দেশে। সুনীলের আপাতত বেঙ্গালুরুতে ফেরার কথা। যদিও বৃহস্পতিবারই তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে সমর্থক হিসাবে দলের সঙ্গে যেতে পারেন তিনি। তবে ভারতের পরবর্তী ম্যাচ যেখানে সেই কাতারে তাঁর যাওয়ার সম্ভবনা কম। কুয়েত ম্যাচে অনবদ্য খেলেছেন গুরপ্রীত। এই পারফরম্যান্স দেখে কোচ স্টিমাচ বৃহস্পতিবারই বলেছিলেন, ''এই ম্যাচে আমাদের সেরা খেলোয়াড় গুরপ্রীত। অবশ্যই এটা ভালো দিক যে, দলে এমন দারুণ একটা গোলকিপার রয়েছে। কিন্তু দলের পারফরম্যান্স মোটেও ভালো হয়নি।''

পাক ম্যাচের আগে টিম ইন্ডিয়াকে সতর্ক করলেন প্রাক্তন তারকা

৮ জুন ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে বিরাট কোহলিই ওপেন করবেন। এই সিদ্ধান্ত ভুল বলে উল্লেখ করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন উইকেট কিপার কামরান আকমল। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলি রান পাননি। মাত্র ১ রান করেন তিনি। কোহলি রান না পেলেও টিম ম্যানেজমেন্ট কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাটের ব্যাটিং অর্ডারের কোনও পরিবর্তন করছেন না। সব ঠিকঠাক থাকলে কোহলি ওপেন করতেই নামবেন। আকমল এই সিদ্ধান্ত মানছেন না। তাঁর মতে ভারতের সেরা ব্যাটারকে তিনে পাঠানো উচিত। কামরান আকমল বলছেন, ভারতের ব্যাটিং অর্ডার ঠিক বলে মনে করি না। তিন নম্বরে নেমে কোহলি চাপ নিয়ে খেলতে পারবে এবং ম্যাচ শেষ করে আসতে পারবে। এটাই ভারতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেন করা উচিত। কোহলিকেই যদি ওপেন করায় ভারত, তাহলে একসময়ে আটকে যাবে ওরা। কোহলি একটা দিক ধরে রাখবে এবং ম্যাচ জিতিয়ে আসবে। কোহলিকে ওপেন করতে পাঠিয়ে ভুলই করছে ভারত। এবারের আইপিএলে বিরাট কোহলির হাতেই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর স্বপ্ন। ব্যাট হাতে কোহলি ৭৪১ রান করেন। প্রথম ম্যাচ খুব সহজেই জিতেছে ভারত। কিন্তু পাকিস্তান আবার প্রথম ম্যাচে হার মেনেছে আমেরিকার কাছে। প্রথম ম্যাচে হার মানা পাকিস্তান পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে। ভারতের আসল লড়াইটা কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই। কামরান আকমল বলছেন, ভারত আত্মবিশ্বাসী। বুমরাহ ভালো বল করছে। সিরাজও ভালো করছে। হার্দিক পাণ্ডিয়া উইকেট পাচ্ছে। একই ভেন্যুতে খেলতে হবে তিনটি ম্যাচ। এটাও একধরনের অ্যাডভান্টেজ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কোনক্রমে জয় পেল বাংলাদেশ

ডালাস, ৮ জুন ঃ আমেরিকার ডালাসে শনিবার সকালে শ্রীলঙ্কাকে ২ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপে শুভসূচনা করেছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১২৫ রান করতে হিমশিম খেয়ে যায় বাংলাদেশ। ১ ওভার বাকি থাকতে জিতেছে টাইগাররা। এই জয়ে 'ডি' গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলে তিনে উঠে এল বাংলাদেশ। আর একটি করে জয় নিয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নেদারল্যান্ডস। ১ ম্যাচ হেরে চারে নেপাল। দুই ম্যাচেই হেরে শেষ স্থানে শ্রীলঙ্কা।

আমেরিকার ক্লাবে কি দেখা যাবে 'এমএসএন' ত্রয়ীকে?

৮ জুন ঃ একসময় বার্সেলোনায় একসঙ্গে খেলত 'এমএসএন' ত্রয়ী। মেসি, নেইমার আর সুয়ারেজের যুগলবন্দি দাপিয়ে বেরিয়েছিল ইউরোপের ফুটবলে। তার পর বার্সেলোনায় ছিলেন মেসি। নেইমার আসেন ২০১৩-১৪ মরশুমে। পরের বছর কাতালুনিয়ার ক্লাবে যোগ দেন উরুগুয়ের সুয়ারেজ। তৈরি হয় 'এমএসএন' ত্রয়ী। তাঁদের

তিনজনের পথ আলাদা হয়ে গেলেও ফের এক দলে ফিরেছেন মেসি আর সুয়ারেজ। এবার কি নেইমারও যোগ দেবেন ইন্টার মিয়ামিতে? খোদ মেসির মুখে শোনা গেল সেই প্রশ্নের উত্তর। ক্লাব কেরিয়ারের শুরু থেকেই হাত ধরে ত্রিমুকুটও জেতে বার্সেলোনা। কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই ভাঙন ধরে। প্রথমে ক্লাব ছাড়েন নেইমার। ২০১৯-২০ মরশুমের পর সুয়ারেজের সঙ্গেও ক্লাবের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তার পর মেসির মহাপ্রস্থান। বর্তমানে মেসি আর সুয়ারেজ খেলেন আমেরিকার ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে। অন্যদিকে নেইমার আছেন সৌদি আরবের আল হিলালে। কিন্তু পরের মরশুমে কি বেকহ্যামের ক্লাবে ফের দেখা যাবে তিনজনকে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন মেসি। তাঁর বক্তব্য, আমরা নিয়মিত কথা বলি। সুয়ারেজকে নিয়ে আমাদের তিনজনের গ্রুপে কথাবার্তা চলে। নেইমার নিখুঁত স্প্যানিশ বলে। তবে মিয়ামিতে ওর আসা সম্ভব কিনা আমি জানি না। এখনই সেটা নিয়ে কথা বলা কঠিন। তবে ফের 'এমএসএন' জুটির সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না মেসি। তিনি বলেন, ও সৌদিতে আছে। আমার ধারণা, এখনও ওর চুক্তি শেষ হতে এক বছর বাকি। তার পর কী হবে জানি না। জীবন বহুভাবে বাঁক নিতে পারে। তাই যে কোনও কিছুই ঘটতে পারি। তবে বর্তমানে কোনও সম্ভাবনা নেই। সেই 'বাঁক'-এর অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকবে বহু ভক্ত।

আইলিগের ফুটবলারকে দলে টানতে চলেছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব

কলকাতা, ৮ জুন ঃ এই মরশুমে আইলিগ জয় করার আগত সিজনে আইএসএলে অংশ নেবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সেকথা মাথায় রেখেই নতুন করে দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে বাঙ্কারহিল ম্যানেজমেন্ট। যারফলে, একাধিক পরিবর্তন আসতে চলেছে সাদাকালো শিবিরের অন্দরে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজেদের দলের বেশকিছু দাপুটে ফুটবলারদের ধরে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে ব্ল্যাক প্যান্থার্সদের। যাদের মধ্যে রয়েছেন পদম ছেত্রী থেকে শুরু করে অ্যালেক্সিস গোমেজের মতো ফুটবলার। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে আরেক বিদেশি ফুটবলার জোসেফ আদজেইকে ধরে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে মহামেডানের। যদিও এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি বিষয়টি। পাশাপাশি ভারতীয় ব্রিগেডকে ও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা রয়েছে এবারের আইলিগ জয়ীদের। সেইমতো আইএসএলের পাশাপাশি আইলিগ থেকে ও একাধিক ফুটবলারদের চূড়ান্ত করার ভাবনা রয়েছে এই প্রধানের। তার মধ্যেই এবার উঠে আসল সজল বাগের কথা। কলকাতা ময়দানে অতিপরিচিত এই ফুটবলার। মোহনবাগানের যুব থেকে উঠে এসেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে খেলেছেন বিএসএসের মতো ফুটবল ক্লাবে। ভালো পারফরম্যান্সের দরুন পরবর্তীতে যোগদান করেন আইএসএল জয়ী ক্লাব চেন্নাইন এফসিতে। সেখান থেকেই নতুন সিজনে আসেন আইলিগের দল নেরোকা এফসিতে। এই দলের জার্সিতে প্রায় ১৭টি ম্যাচ খেলেছেন মাঝমাঠের এই ফুটবলার। এমনকি তার একটি গোল ও রয়েছে আইলিগে। তবে গত মাসের শেষেই তার সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে আইলিগের এই ফুটবল ক্লাবের। পরবর্তীতে আর তার সাথে চুক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়নি নেরোকা। যতদূর খবর, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের কথা মাথায় রেখে তাকে দলে টানতে চাইছে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো জানানো হবে সেই বিষয়টি।

ইউরোর আগে ঘরের মাঠে গ্রিসকে কোনও মতে হারাল জার্মানি

মনশেনগ্লাডবাখ, ৮ জুন ঃ ঘরের মাঠে হবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। তার আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচের একটিও জিততে পারল জার্মানরা।শেষ মুহূর্তের গোলে জিতে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি সারল জার্মানি। মনশেনগ্লাডবাখে শুক্রবার রাতের প্রীতি ম্যাচটিতে ২-১ গোলে জিতল চারবারের বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি। দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানির হয়ে গোল দুটি করেন কাই হাভার্টজ ও পাসকেল গ্রস। এই জয়ে গ্রিসের বিপক্ষে অপরাজেয় থাকল জার্মানরা। ১০ ম্যাচের ৭টি তারা জিতল, অন্য তিনটি ড্র। ইউরোর আগে গত সোমবার প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ইউক্রেইনের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিল জার্মানরা। আগামী ১৪ জুন স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে জার্মানির ইউরো অভিযান।

ফ্রেঞ্চ ওপেনঃ রুদ্ধশ্বাস লড়াই, সিনারকে হারিয়ে ফাইনালে আলকারাজ

প্যারিস, ৮ জুন ঃ ফরাসি ওপেনের সেনিফাইনালে দুই তরুণের রুদ্ধশ্বাস লড়াই। লড়াই চলল ৪ ঘণ্টা ৯ মিনিট। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষে ২২ বছর বয়সী জ্যানিক সিনারকে হারিয়ে জয়টা তুলে নিলেন ২১ বছর বয়সী কার্লোস আলকারাজ। শুক্রবার (৭ জুন) জ্যানিক সিনারকে ২-৬, ৬-৩, ৩-৬, ৬-৪, ৬-৩ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছেন আলকারেজ। শিরোপা লড়াইয়ে আগামী রবিবার চতুর্থ বাছাই আলেক্সান্ডার জেভেরেভের মুখোমুখি হবেন আলকারাস। আরেক সেমিফাইনালে নরওয়ের সপ্তম বাছাই কাসপের রুডকে ২-৬, ৬-২, ৬-৪, ৬-২ গেমে হারান জার্মানির জেভেরেভ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপঃ নিউজিল্যান্ডকে শোচনীয় ভাবে হারালো আফগানিস্তান

গায়ানা, ৮ জুন ঃ গায়ানা ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ 'সি'র ম্যাচে আফগানিস্তান, নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শীর্ষস্থান দখল করল। নিউজিল্যান্ডকে ৮৪ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। জয়ের জন্য ১৬০ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিউজিল্যান্ডকে দেয় আফগানিস্তান। ব্ল্যাক ক্যাপসরা ১৫.২ ওভারে ৭৫ রানে অলআউট হয়ে যায়। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আফগানিস্তানের কাছে নিউজিল্যান্ডের প্রথম পরাজয়। আফগানিস্তানের ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ ৫৬ বলে ৮০ সর্বোচ্চ স্কোর করেন।আর অধিনায়ক এবং লেগস্পিনার রশিদ খান ১৭ রানে চার উইকেট নিয়েছেন। এই হার ২০২১ সালের ফাইনালিস্টদের সামনে বিশ্বকাপটা এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়ালো। বুধবার ত্রিনিদাদে সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচটা জিততেই হবে নিউজিল্যান্ডকে।

ইউরোর প্রস্তুতি ঃ ইংল্যান্ড হারল আইসল্যান্ড এর কাছে !

ওয়েম্বলি, ৮ জুনঃ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বিবর্ণ পারফরমেন্স দেখিয়ে গ্যারেথ সাউথগেটের দল হেরে গেল ধারহীন আইসল্যান্ডের কাছে। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শুক্রবার রাতের প্রীতি ম্যাচে ১-০ গোলে স্মরণীয় জয় পেল আইসল্যান্ড। আইসল্যান্ডের বিপক্ষে এই নিয়ে ছয়বার খেলে দ্বিতীয়বার হারের স্বাদ পেল ইংল্যান্ড, জিতেছে তিনবার, অন্যটি ড্র।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানাডার স্মরণীয় জয়

নিউইয়র্ক, ৮ জুন ঃ প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে এসে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে গেল কানাডা। শুক্রবার রাতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানাডা জয় পেল ১২ রানে। নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কানাডা ৭ উইকেটে করে ১৩৭ রান। জবাবে আয়ারল্যান্ড ৭ উইকেটে করে ১২৫ রান। কানাডার বোলিং এত ভালো ছিল যে আয়ারল্যান্ড দাঁড়াতেই পারে নি। তবুও শুরুতে খানিকটা বেগ পেয়েছিল কানাডা।তার পরেও তারা যোগ্য দল হিসাবে জয় পায়।

প্রকাশিত

সমর্থকদের সুখবর দিলেন লিওনেল মেসি,২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন

৮ জুন ঃ সকলেরই প্রশ্ন ছিল মেসি কি ২০২৬-এ বিশ্বাকাপ খেলবেন। আর্জেন্টিনার জার্সিতে কি খেলতে দেখা যাবে লিওনেল মেসিকে? বছর দেড়েক আগে কাতারে বিশ্বজয়ী হওয়ার রাত থেকেই এই প্রশ্নটা উঠছে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে নিয়ে। শুরুর দিকে তেমন আশাব্যঞ্জক উত্তর পাওয়া যেত না। তবে বর্তমানে পরিবর্তন হয়েছে তাঁর সেই অবস্থানে। পরবর্তী বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছেন না মেসি। এলএম টেন বলছেন, শারীরিকভাবে কেমন অবস্থায় থাকব, তার উপর পুরোটা নির্ভর করছে। নিজের সঙ্গে তো আর লুকোচুরি করা যায় না। এখনও বছর দু'য়েক বাকি আছে। দেখতে দেখতে সময়টা কেটে যাবে ঠিকই। তবে এখনই বলা সম্ভব না ২ বছর পর আমি কেমন অবস্থায় থাকব। বয়স সংখ্যা মাত্র, তবে তা উপেক্ষাও করা যায় না। ইউরোপ ছেড়ে এখন এমএলএসে খেলেন মেসি। সেখানে যে চ্যালেঞ্জ অনেক কম, তা মেনে নিয়েছেন মেসি নিজেই। আমি এখন যেসব ম্যাচ খেলি, সেগুলি অতীতে আমি যেসব ম্যাচ খেলেছি তাদের মতো নয়। ইউরোপে প্রতি তিনদিনে একটা ম্যাচ খেলতে হত। হয় ঘরোয়া লিগে, নয়তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। স্পেন হোক বা ফ্রান্স, সব দেশে ছবিটা একই। বলছেন মেসি। বার্সেলোনা থাকার সময় তাঁকে একবার মনোবিদের কাছেও যেতে হয়। ইউরোপ ছাড়ার পর ইউরোপিয়ান ফুটবল নিয়ে অবস্থানও অনেকটা বদলেছে মেসির। নয়তো কেনই বা সেরা ক্লাব হিসাবে তিনি বেছে নেবেন রিয়াল মাদ্রিদকে? বার্সেলোনার ঘরের ছেলে হিসাবে যে ক্লাব তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী! আর্জেন্টাইন মহাতারকা সরাসরিই বলছেন, এটা মানতেই হবে যে সাম্প্রতিক সময়ে সেরা ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। ওরাই শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। শেষবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি জিতলেও তার আগের সংস্করণে মাদ্রিদই জিতেছে। ফলে ফলাফলের বিচারে মাদ্রিদকে সেরা হিসাবে বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে সুন্দর ফুটবলের বিচারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়, মেসির পছন্দ প্রাক্তন কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার সিটি। ব্যক্তিগতভাবে আমি গুয়ার্দিওলার সিটির খেলা দেখতে পছন্দ করি। আসলে গুয়ার্দিওলা যে দলেই থাকুন না কেন, সেই দল সুন্দর ফুটবল খেলবে। সেটা ওঁর কৌশল, ওঁর অনুশীলনের রীতি, ওঁর কাজের জন্য সম্ভব হয়। তাই খেলার মানের বিচারে সিটিই সেরা আমার কাছে, ফলাফলের বিচারে মাদ্রিদ, বলে দিয়েছেন মেসি।

দিন পনেরো পরই শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। এবার লড়াই হবে মার্কিন মুলুকে, ক্লাব ফুটবলের সূত্রে যা এখন মেসির পাড়া। আর নিজের পাড়ায় ফের কোপা জয়ের বিষয়ে আশাবাদী তিনি নিজেও। তাঁর কথায়, কোপায় আর্জেন্টিনা অবশ্যই ফেভারিট। আমরা গত কয়েক বছরে সব ট্রফিই জিতেছি। আর তার আগে যখন কিছু জিততে পারতাম না, তখনও আমাদের ফেভারিট হিসাবে গণ্য করা হত। কোপা হোক বা অন্য প্রতিযোগিতা, খেলা শুরুর পর ব্রাজিল বা অন্য দলের মতো আর্জেন্টিনাও ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামে। তবে এটাও ঠিক যে লাতিন দলগুলির শক্তি অনেকটা বেড়েছে। উরুগুয়ে ভালো দল। কলম্বিয়া, ইকুয়েডরও আছে। সবটাই মাঠে বোঝা যাবে। তবে আমি মনে করি, আমরা কোপা জয়ের খুব কাছে আছি। এখন শুধু প্রতিযোগিতা শুরুর অপেক্ষায়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com